(৩২)

আমি প্রায় কখন দুঃখে পড়িয়া অসন্তোষ প্রকাশ করি নাই। একবার দারিদ্র্য জন্য পাদুকা আহরণ করিতে পারি নাই তজ্জন্য অনাবৃত পদে বহু পথ ভ্রমণ করিতে হইয়াছিল বলিয়া বড় কষ্ট হইয়াছিল। যখন এই কষ্টে বড়ই অবসন্ন হইয়াছিলাম, তখন একটী ধর্ম্মালয়ে প্রবেশ করিয়া দ্বিপদহীন একটী ব্যক্তিকে দেখিতে পাই। তাহার দশা দেখিয়া আমি পাদুকার অভাব ভুলিলাম এবং ঐ ব্যক্তির সহিত তুলনায় আমার প্রতি ঈশ্বর যে দয়া প্রকাশ করিয়াছেন তাহার জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ দিলাম।

(৩৩)

ঈশ্বর পাপীর একমাত্র প্রকৃত বন্ধু।

(৩৪)

জগতের উচ্চতা ও গভীরতা তোমারই মধ্যে বিলয় পাইয়াছে, হে ঈশ্বর, আমি জানি না তুমি কি? যাহা তুমি তাহাই তুমি।

(৩৫)

যে আপনাকে অসুখী মনে করে, সেই সর্ব্বাপেক্ষা অসুখী।

(৩৬)

সেই ব্যক্তিই নিরাপদ, যে সরল ও সৎস্বভাব সম্পন্ন।

(৩৭)

আমরা অনন্ত উন্নতির অধিকারী, ইহাই ঈশ্বরের সুন্দরতম নিয়ম।

(৩৮)

যে মানুষের পার্থিব পদ যত উচ্চ তাহার স্বাধীনতা তত কম।

(৩৯)

যে স্বীয় বিবেক শক্তি হারায়, সে সকলই হারায়।

(৪০)

ধর্ম্ম কার্য্য প্রথমতঃ বড়ই কঠিন সাধ্য বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু ঈশ্বরের এমনই করুণাময় নিয়ম, যে যে ব্যক্তি বদ্ধপরিকর হইয়া ধর্ম্ম সাধনে প্রবৃত্ত হয় এবং ধর্ম্ম কার্য্য সাধন করিতে থাকে, তাহার পক্ষে ধর্ম্ম-সাধন কিছুকাল পরেই সহজ-সাধ্য হয় এবং আরও কিছুকাল পরে সুখকর ও আনন্দকর হইয়া উঠে।

(৪১)

তুমি মহৎ কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারিতেছ না বলিয়া বিষন্ন হইও না। ঈশ্বর সকলকে সমান করিয়া প্রস্তুত করেন নাই। তোমার যেরূপ ক্ষমতা, যেরূপ সুবিধা তাহারই উপযুক্ত ব্যবহার করিতে করিতে অগ্রসর হইতে থাক—ঈশ্বর তোমাকে পরিত্যাগ করিবেন না।

(৪২)

প্রকৃত ও স্থায়ী উন্নতি অনেক বিলম্বে ও অনেক কষ্টে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

আমাদিগের চরিত্র আমাদিগের চিন্তা, বাক্য ও কার্য্যের সমষ্টির ফল। অতএব এই তিনটিকেই নিয়মিত ও সুপরিচালিত করিবে।

কেবল সাময়িক ও ক্ষণস্থায়ী ভাবোচ্ছ্বাসে চরিত্র গঠিত হয় না। ইচ্ছার বল চাই, আত্মত্যাগের ক্ষমতা চাই, ও অসীম অধ্যবসায় চাই। তদ্ব্যতীত চরিত্র উন্নত করা যায় না।

নম্রতা বড় মধুর গুণ, কিন্তু আত্ম-সম্মান জ্ঞান দ্বারা যদি উহা নিয়মিত না হয় তাহা হইলে উহা একটী দোষে পরিণত হয়।

জ্যোতি।

তিমিরে আবৃত প্রাণ ধ্বনিহীন গান
হসিত কুসুমদল গিয়াছে মরিয়া।
ললিত বাঁশরী আর বাজে না কো কোথা
বিরহ-বিষাদে সব গিয়াছে ভরিয়া।
শ্যামল প্রান্তর নাই, মরুময় স্থান
চারিধারে আর—আর নাহি গায় কেহ;
আঁধার গহ্বরে শুধু পিশাচের দল
করিছে বিকট নৃত্য—টুটে প্রেম স্নেহ।
থেকে থেকে ভীমরবে কাঁপাইছে ধরা,
ছড়াইছে চারিদিকে গরলের রাশ;
অমৃত লুকায়ে আছে গরলের ভয়ে
অমৃত বিহীন হ'য়ে হৃদয় হতাশ!
কোথায় জ্যোতির্ময়—অনন্ত মহান
আইস—চাহিয়া দেখ হৃদয়ের পান;
তোমার জ্যোতির কণা কর এরে দান
উদিবে অরুণ জ্যোতি, নিশি অবসান।

ব্যাখ্যান-মঞ্জরী।

শ্রীযুক্ত প্রধান আচার্য্যের ব্যাখ্যান-মূলক পদ্য।

বিংশ ব্যাখ্যান।

(গত আশ্বিন মাসের পত্রিকার ১১৯ পত্রের পর)

দুই পথ সম্মুখেতে রয়েছে তোমার।
কোন পথ জীব! তুমি করিবে হে সার।
প্রবৃত্তির পথ ধরি, "আপন আপন" করি,
পশিবে মৃত্যুর যথা ভীষণ আঁধার?

হের অন্য পথ ওই আছে বিদ্যমান।
ঈশ্বর তোমারে যা'তে করেন আহ্বান।
যা'তে চির সুখে রবে, জীবন সফল হবে,
যাহাতে পাইবে তুমি অমৃত-সোপান॥
শুন শুন শুন জীব! বিবেক বচন।
তাঁর পথে কর তুমি একান্তে গমন।
তাঁর প্রতি কর মতি, তিনি বিনা নাহি গতি,
এখনি তাঁহার পদে লওরে শরণ॥

হয়েছ স্বাধীন তুমি স্ব ইচ্ছা করিতে।
যে পথ মনেতে লয়, তাহাতে চরিতে।
হ জনার দাস হয়ে, অকিঞ্চিৎ কাচ লয়ে,
যে জন পাঠালে ভবে তাঁহারে ভুলিতে॥
হায়! যদি ভোল হেন মোহের ছলনে।
যাপন করহ দিন ঈশ্বর বিহনে।
তাঁর দয়া নাহি স্মর, তাঁর নাম নাহি কর,
প্রেম ভক্তি নাহি দাও তাঁহার চরণে॥

তবে স্বাধীনতা পেয়ে কি হলো তোমার।
স্বাধীনতা অধিকার হইল কি ছার!
যদি পাপ পরিহরি, ভজ দয়াময় হরি,
তবেইত স্বাধীনতা করিবে হে সার॥

স্বাধীন হইয়া এবে আপন ইচ্ছায়।
ঈশ্বরে করহ দান আত্ম সমুদায়।
আপন জীবন ধন, কর তাঁরে নিয়োজন,
এই বেলা কর কর দিন যে ফুরায়॥

আসিছে ঘনিয়া তব দেখ সে সময়।
ত্যজিতে হইবে যাহা কিছু সমুদয়।
একাকী আসিলে ভবে, একাকী যাইতে হবে,
পথের সম্বল লও, বিলম্ব না সয়॥
সে দিনে এ বাক্য মোর আর না সরিবে।
অসাড় হইয়া হস্ত লুটিয়া পড়িবে।
ঈশ্বরে শরীর প্রাণ, না করিনু যাহা দান,
মৃত্যু তাহা জোর করি কাড়িয়া লইবে॥

তাই বলি যা পেয়েছ প্রভুত্ব বা ধন।
যতনে তাঁহার পদে কর সমর্পণ।
'আপনার' 'আপনার' করো না করো না আর,
তাঁর তরে সব কায করহে সাধন॥

কর কর তাঁর নাম তাঁর গুণ গান।
থাকিতে থাকিতে তব দেহেতে পরাণ।
এই বেলা তাঁর হও, তাঁহার শরণ লও,
মৃত্যু-ভয় হ'তে যদি পাবে পরিত্রাণ॥

তাঁর হস্তে যে জীবন, কিবা সুখ সে জীবনে।
অমূল্য জীবন সেই, পায় তাহা ভক্ত জনে॥
স্বরগের সুখ তাহা, যদি পাই সেই ধন
হৃদয়ের সিংহাসনে, পূজি তাঁরে অনুক্ষণ॥
তাঁর প্রেম আস্বাদন, সেই প্রেম বিতরণ।
পুণ্যের সুরভি বায়ু, তা'তে সদা সঞ্চরণ॥
হায় কিবা মূঢ় মোরা তাঁর কাছে নাহি যাই।
ক্ষুদ্র বিষয়ের পানে দিবানিশি শুধু ধাই॥
বিষয়ের অনুরাগ কেমন বাড়িছে মনে।
কুটিল কামনা আশা পুষিতেছি সংগোপনে॥
কিন্তু যদি তাঁর প্রেম আমার অন্তরে ভায়।
হৃদয়ের গ্রন্থি সব শিথিল হইয়া যায়॥
আপনারে ধিক্ মানি ভাবি তবে সবিস্ময়ে।
তাঁরে ছেড়ে ছিনু কেন কিবা ছার বস্তু লয়ে॥
সরবস্ব কি আমার তাঁর প্রেম-মুখ কাছে?
তাঁর প্রেম-মুখ তরে, দিব মোর যাহা আছে॥

আমাদের দেব-ভাব বিদ্যুতের প্রায়।
বারেকে উন্মীলি তাহা নিমীলিয়া যায়॥
এই মোরা প্রাণ দিই ঈশ্বরের তরে।
মোহেতে মগন হই ক্ষণকাল পরে॥
সাধু যুবা! ধর্ম্ম-মঞ্চে আরোহিতে গিয়া।
আপনার পুনঃ পুনঃ পতন দেখিয়া॥

দুর্ব্বল আপনা জানি কর হাহাকার।
কিন্তু জেন দয়াময় সহায় তোমার ॥
একান্তে করহ ইচ্ছা পেতে ধর্ম্ম-বল।
সে ইচ্ছা তোমার হবে অবশ্য সফল ॥
তাঁর ইচ্ছা এই—তাঁর প্রত্যেক সন্তান।
তাঁর পথে—ধর্ম্ম-পথে হবে আগুয়ান ॥
তিনি প্রিয় পুত্র কন্যা সবার অন্তরে।
দেন শুভ যোগ মতি তরিবার তরে ॥
হৃদয় খুলিয়া কর তাঁরে আবাহন।
লৌহের কবাট হৃদি না কর বেষ্টন ॥
আসিবেন হৃদি তব জানিহ নিশ্চয়।
ডাকিলে যে দেখা দেন—সেই দয়াময় ॥
হৃদয় তাঁহারে তুমি করহ অর্পণ।
করিবেন তাহা তিনি অবশ্য গ্রহণ ॥
কুপুত্র যদ্যপি চায় পিতার শরণ।
বলে "অপরাধ ক্ষম—দাও শ্রীচরণ" ॥
বিমুখ তাহারে পিতা কভু নাহি হ'ন।
করেন তাহারে লয়ে ক্রোড়ে আলিঙ্গন ॥
পরম পিতার হয় সেরূপ ব্যভার।
পাপী তাপী যেই চায় ক্ষমা পায় তাঁর ॥
প্রেম-অগ্নি যিনি দেখি ভকতের চিতে।
চাহেন সে অনলেরে ক্রমিক বর্দ্ধিতে ॥
তব অনুরাগে তিনি করি বারি দান।
করিবেন একেবারে তাহারে নির্ব্বাণ?
যদি চাও তাঁর ধর্ম্ম করিতে বজায়।
বলে না দিবেন তিনি তাহার উপায়?
পাপ হ'তে উদ্ধারিতে যদি ডাক তাঁরে।
হাত ধরি তুলি নাহি ল'বেন তোমারে?
তাঁর কাছে গিয়া তুমি করিলে ক্রন্দন।
নাহি করিবেন তব অশ্রু বিমোচন?
পথ-হারা হয়ে যদি ভীষণ গহনে।
কাতর পরাণে তাঁরে ডাক এক মনে ॥
শুনিবেন নাহি তিনি—তোমার বচন।
কাছে আসি না দিবেন অভয় শরণ?
তিনি যে করুণাময় কাতর-তারণ।
অগতির গতি তিনি পতিত-পাবন ॥
তাঁর দিকে এক পদ যদ্যপি বাড়াও।
"পিতা লও কোলে" বলি তাঁর পানে চাও ॥
দেখিবে সহস্র পদ হয়ে অগ্রসর।
তোমারে লবেন কোলে আসিয়া সত্বর ॥
আমাদের কণা মাত্র প্রীতি যদি পান।
সেই প্রীতি করিবারে আরো বর্দ্ধমান ॥
শত ধার প্রীতি-সুধা করেন বর্ষণ।
অন্তরে বাহিরে সদা দিয়া দরশন ॥
এস সবে মলিনতা করি বিসর্জ্জন।
সরল হৃদয়ে যাই তাঁহার সদন ॥

প্রার্থনা।

দয়া করি কর নাথ! জীবন-জীবন!
তোমারে জীবন যেন করি সমর্পণ ॥
তুমি হে জ্যোতির জ্যোতি! আলোকে তোমার।
বিনাশ বিনাশ মম হৃদয় আঁধার ॥
তোমা পানে আমি যেন চাহি নিরন্তর।
থেকোনা থেকোনা নাথ! নয়ন অন্তর ॥
দীন হীন মলিনতা করি পরিহার।
একান্ত অধীন এবে হইনু তোমার ॥
বিষয়ের মায়া-জালে আর না ভুলিব।
তোমার চরণছায়া আর না ছাড়িব ॥
এ জীবন তোমাতেই সনাথ করিব।
নব নব ভক্তি হারে তোমারে পূজিব ॥
আমার সর্ব্বস্ব নাথ! করহে গ্রহণ।
আমার সর্ব্বস্ব হও এই আকিঞ্চন ॥

ইতি বিংশ ব্যাখ্যান সমাপ্ত।

মান্যবর শ্রীযুক্ত আদি ব্রাহ্মসমাজের অধ্যক্ষ
মহাশয়েষু।

সাদর নিবেদন।

আদি ব্রাহ্মসমাজ গৃহ এত জীর্ণ হইয়াছে যে ১১ মাঘের মহোৎসবে যে প্রকার বহু লোকের সমারোহ হয় তাহাতে সাংঘাতিক বিপদের সম্ভাবনা। অতএব সাবধান হইবার জন্য আপনারদিগকে অনুরোধ করিতেছি যে, আগামী ১১ মাঘের প্রাতঃকালের উৎসব সমাধা করিবার জন্য অন্য কোন স্থান নির্দ্ধারিত করিতে উদ্যোগী হইবেন। ইতি ২৩ অগ্রহায়ণ ৫৭ ব্রাহ্ম সম্বৎ।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
শ্রীজানকীনাথ ঘোষাল।
ট্রষ্টী।

পূজ্যপাদ শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর
প্রধান আচার্য্য মহোদয় শ্রীচরণেষু।

আদি ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসবের দিন নিকটস্থ হইয়াছে—এ উপলক্ষে সমাজ বাটীর তৃতল গৃহে বহু লোকের সমাগম হইয়া থাকে। কিন্তু গৃহটি জীর্ণ হইয়াছে দেখিয়া সমাজের অধ্যক্ষ ট্রষ্টী মহাশয়েরা ইহাতে বিপদের আশঙ্কা করিয়া আমাদিগকে সাবধান হইবার জন্য এক পত্র লিখিয়াছেন এবং আগামী ১১ই মাঘের প্রাতঃকালের উৎসব কার্য্য অন্য কোন স্থান নির্দ্ধারিত করিয়া তথায় সমাধা করিতে বলিয়াছেন। অতএব এক্ষণে আপনকার নিকট আমারদের এই প্রার্থনা যে আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমাদিগের উক্ত কার্য্য সমাধা করিবার জন্য একটী স্থান নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়া কৃতার্থ করুন।

আদি ব্রাহ্মসমাজ কার্য্যালয় সেবক
২৫ অগ্রহায়ণ শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
ব্রাহ্মসম্বৎ ৫৭ কলিকাতা। সম্পাদক।

স্নেহাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
আদি ব্রাহ্ম-সমাজের সম্পাদক
সমীপেষু।

তোমার ২৫ অগ্রহায়ণের পত্র আমি প্রাপ্ত হইলাম। আগামী ১১ মাঘের প্রাতঃকালের ব্রহ্মোপাসনা কার্য্য সমাধা করিবার জন্য একটি স্থান নির্ণয় করিয়া দিতে আমাকে অনুরোধ করিয়াছ। অতএব আমার বাটীর বহিঃপ্রাঙ্গণে তদুপযোগী স্থান নির্দ্ধারণ করিয়া দিলাম। সেই স্থানে পবিত্র ব্রহ্মোপাসনা সুসম্পন্ন হইয়া গেলে আমি আহ্লাদিত হইব। ইতি ২৬ অগ্রহায়ণ ৫৭ ব্রাহ্ম সম্বৎ।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
প্রধান আচার্য্য।

বিজ্ঞাপন।

বহুকাল হইল আদি ব্রাহ্মসমাজের গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে। এখন ইহা নিতান্ত জীর্ণ। ১১ মাঘের উৎসব উপলক্ষে বহু লোকের সমাগম হয়। ইহাতে বিলক্ষণ অনিষ্টের আশঙ্কা আছে। এ জন্য ট্রষ্টীরা এস্থানে ঐ উৎসবের অনুষ্ঠান করিতে নিষেধ করিয়াছেন। পরে আদি ব্রাহ্মসমাজের অধ্যক্ষেরা শ্রীমৎ প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের নিকট প্রার্থনা করাতে তিনি আপনার বাটীর বহিঃপ্রাঙ্গণে মাঘোৎসবের স্থান স্থির করিয়া দিয়াছেন। অতএব আগামী ১১ মাঘ রবিবার প্রাতঃকালের ব্রহ্মোপাসনা আদি ব্রাহ্মসমাজের তৃতল গৃহে না হইয়া শ্রীমৎ প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের বাটীর বহিঃপ্রাঙ্গণে হইবে। ঐ দিন সর্ব্বসাধারণে প্রাতঃকাল ৮ ঘটিকার সময় ঐ স্থানে উপস্থিত হইয়া ব্রহ্মোপাসনা করিবেন।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

পত্র।

পরম পূজনীয় শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় শ্রীচরণেষু।

পরম পূজনীয়েষু—

অসংখ্য প্রণাম পুরঃসর নিবেদন মিদং— ঈশ্বরপ্রসাদে ও আপনার শুভ দেবাশীর্ব্বাদে বেহালা ব্রাহ্মসমাজের উৎসব যথানিয়মে সুসম্পন্ন হইয়া গেল। হৃদয় শোকে আবিল, কিন্তু সে দিবসের এমনই মাহাত্ম্য যে শোক তাপের লেশ মাত্র হৃদয়কে স্পর্শ করিতে পারে নাই। সকলেই জ্বলন্ত উৎসাহে তেজীয়ান। বেলা ২টা হইতে উপাসক ও দর্শকদিগের সমাগম হইতে আরম্ভ হইল। এবং দেখিতে দেখিতে আমারদের বাটীর প্রাঙ্গণ পূর্ণ হইয়া গেল। পূজ্যপাদ শ্রীরাম বাবু মহাশয় সকলকে যথা নিয়মে অভ্যর্থনা করিতে লাগিলেন। তিনটা বাজিবার অব্যবহিত পূর্ব্বে সকলে ব্রাহ্মসমাজে চলিলেন। প্রথমে সঙ্গীত আরম্ভ হইল। এ বৎসর শ্রীভীমচন্দ্র রায় গানের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। বেহালা ও তন্নিকটস্থ পল্লীর প্রায় ২০ জন ব্যক্তি ব্রাহ্মধর্ম্মের শ্লোক পাঠে যোগদান করিয়াছিলেন, এই জন্য তাঁহাদিগকে একমাস পূর্ব্ব হইতে প্রস্তুত করিয়া লইতে হইয়াছিল। পবিত্র পারায়ণ শ্রবণে সকলেই বিশেষ তৃপ্তি লাভ করিয়াছিলেন। বাঙ্গলা অর্থ ও তাৎপর্য্য পাঠের ভার আমার উপর ছিল। বিদেশ হইতে শ্রীশ্রীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীপ্রসন্নকুমার বিশ্বাস, শ্রীশম্ভুনাথ গড়গড়ি, শ্রীলালবিহারী বড়াল, শ্রীবেণীমাধব পাল, রসা সিতি ও সাহাপুর ব্রাহ্মসমাজের কয়েকটী ব্রাহ্ম ও গ্রামের কয়েকজন সম্ভ্রান্ত প্রাচীন লোক উপস্থিত ছিলেন। পারায়ণের সময় উপাসক ও দর্শক সংখ্যা প্রায় ৮০ জন হইবেক। পারায়ণের মুদ্রিত কার্য্য বিবরণ আপনার পবিত্র সন্নিধানে প্রেরিত হইল।

রাত্রিকালে সমাজগৃহ দীপমালায় আলোকিত হইল। উপাসক ও দর্শকসংখ্যা ৪০০ শতের অধিক হইবে। শ্রদ্ধাস্পদ গড়গড়ি মহাশয় ও বলুহাটী ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য শ্রীসূর্য্যকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় বেদীর আসন গ্রহণ করিলেন। উপাসনার ভার সূর্য্যবাবুর উপর এবং বক্তৃতা ও উদ্বোধনের ভার গড়গড়ি মহাশয়ের উপর থাকে। গড়গড়ি মহাশয়ের বক্তৃতায় সকলেই যারপর নাই সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। সকল বিষয়ের আয়োজন পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের মত হইয়াছিল, কোন বিষয়েই ত্রুটি হয় নাই। ব্রাহ্মসমাজ উপলক্ষে প্রায় ১২৫ জন ব্যক্তি আমারদের বাটীতে আহারাদি করেন। কিন্তু ইহার মধ্যে সকলকেই স্বর্গীয় পিতৃদেবের অভাব অনুভব করিতে হইয়াছিল। ইহা আপনার জ্ঞাপনার্থে নিবেদন করিলাম।

বেহালা ব্রাহ্মসমাজ। সেবকানুসেবক
১৮০৮ শক, ২ অগ্রহায়ণ। শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়।

বেহালা ত্রয়স্ত্রিংশ সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ।

৩০ কার্ত্তিক সোমবার অপরাহ্ন।

পারায়ণ।

১। ব্রহ্মসঙ্গীত।
২। অর্চ্চনা। (সকলে দণ্ডায়মান হইয়া)
৩। ব্রাহ্মধর্ম্মের দ্বিতীয় অধ্যায় হইতে অষ্টম অধ্যায় পর্য্যন্ত সমস্বরে সংস্কৃত শ্লোক পাঠ।
৪। প্রতি অধ্যায়ের সংস্কৃত শ্লোক পাঠান্তে বাঙ্গালা অর্থ এবং স্থান বিশেষে তাৎপর্য্য পাঠ।
৫। সকলে দণ্ডায়মান হইয়া স্তোত্র পাঠ।
৭। প্রণাম।
৮। ব্রহ্মসঙ্গীত।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।
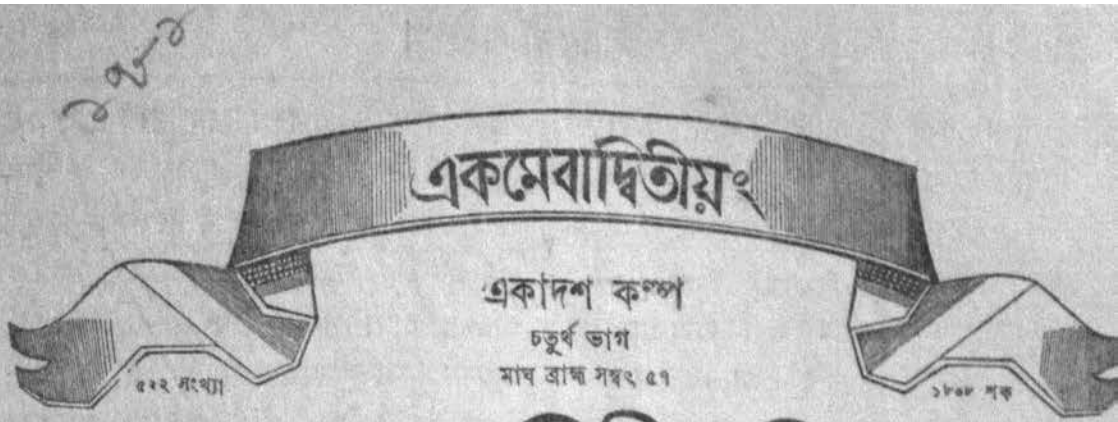
একাদশ কল্প
চতুর্থ ভাগ
মাঘ ব্রাহ্ম সম্বৎ ৫৭
৫২২ সংখ্যা
১৮০৮ শক

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

ব্রহ্মবাএকমিদমগ্রআসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

৫ পৌষ রবিবার ব্রাহ্ম সম্বৎ ৫৭।

আচার্য্যের উপদেশ।

যিনি আমাদের আত্মার অনন্ত-কালের উপজীবিকা, যিনি দরিদ্রের ধন, ক্ষুধাতুরের অন্ন ও তৃষিতের পানীয়-যাঁহাকে পাইলে কাহারো কোন অভাব থাকে না, আত্মার সেই পরম ধনের উদ্দেশে আমরা এই উপাসনা-মন্দিরে সমাগত হইয়াছি। "রসো বৈ সঃ"—তিনি রস-স্বরূপ তৃপ্তি-হেতু; প্রাতঃকালের নবারুণ প্রভা যেমন চক্ষুরিন্দ্রিয়ের তৃপ্তি-হেতু, নবোদ্বোধিত বিহঙ্গ-কোলাহল যেমন শ্রবণেন্দ্রিয়ের তৃপ্তি-হেতু, সুস্নিগ্ধ প্রাতঃসমীরণ যেমন স্পর্শেন্দ্রিয়ের তৃপ্তি-হেতু, শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বরূপ ভূমা পরমাত্মা সেইরূপ আত্মার তৃপ্তি-হেতু। তিনি সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম—তাঁহার আলোকে আত্মার জ্ঞান-পিপাসা শান্তি-লাভ করে, তিনি আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি—তাঁহার অমৃত রসে আত্মার প্রেম-পিপাসা চরিতার্থ হয়, তিনি শান্তং শিবমদ্বৈতং—তাঁহার শান্তি-পীযূষে আত্মার সমস্ত পাপতাপ ও অকল্যাণ দূরীভূত হইয়া যায়। অতএব আইস আমরা তাঁহাকে সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত হৃদয়ে আহ্বান করি। যখন আমাদের শরীরের কোন একটি অঙ্গ ব্যথিত হয়, তখন সকল অঙ্গই তাহার ব্যথা নিবারণের জন্য সচেষ্ট হয়; যখন মধুমক্ষিকার মধুচক্র অপহৃত হয়, তখন সমস্ত মধুমক্ষিকা একত্র হইয়া প্রাণ-পণ যত্নে চক্র-নির্ম্মাণে প্রবৃত্ত হয়; সেইরূপ আত্মার ব্যথা নিবারণের জন্য—ভগ্ন হৃদয়কে পুনরুত্থাপিত করিবার জন্য—যদি আমাদের সমস্ত অন্তঃকরণ একযোগে মিলিত হইয়া পরম প্রেমাস্পদ পরমাত্মাকে আহ্বান করে, তবে অবশ্যই ভক্তবৎসল পরমাত্মা আত্মাতে আবির্ভূত হ'ন; তখন আত্মা আশ্চর্য্যে স্তব্ধ-পুলকিত হইয়া দেখিতে পায়—তাহার পরম প্রভু এবং পরম সুহৃৎ তাহার জ্ঞানের জন্য সত্য আনিয়াছেন—হৃদয়ের জন্য প্রেম আনিয়াছেন—জীবনের জন্য মঙ্গল আনিয়াছেন—এবং তাহার নিজের জন্য তিনি স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। তখন পরমাত্মাকে পাইয়া আত্মা পরম ধন প্রাপ্ত হয়—ও তাহার সকল অভাবেরই পরিসমাপ্তি হয়।

আমাদের সাংসারিক নানা অভাবের নানাদিকে লক্ষ্য; এক অভাব সমুচিত পূরণ করিতে গেলে, আর আর অভাবের প্রতি অযত্ন হইয়া দাঁড়ায়;—যে ব্যক্তি অর্থের অভাব পূরণ করিবার জন্য প্রাণ-পণ যত্ন করে সে ব্যক্তির হয় তো জ্ঞান-প্রেমের অভাব পূরণ করিবার অবসর থাকে না; যে ব্যক্তি জ্ঞানের অভাব পূরণের জন্য দিবারাত্রি কঠোর বিজ্ঞানের আলোচনায় মস্তক বিভ্রান্ত করে, সে ব্যক্তির হৃদয় হয় তো অতৃপ্তি এবং অশান্তির আলয় হইয়া উঠে; ইহার বিপরীত এই দেখিতে পাওয়া যায় যে, এক কেবল আত্মার অভাব পূরণেই আমাদের সমস্ত অভাবেরই পূরণ হয়। সাংসারিক সমস্ত অভাবই বহির্মুখী; বহির্মুখী অভাব-সকলের প্রকৃতিই এই যে, একটির পূরণে অধিক মাত্রা যত্ন সমর্পিত হইলে অন্যগুলি নিতান্তই উপেক্ষিত হয়। কিন্তু আমরা যদি আমাদের সমস্ত অভাবের মুখ বাহির হইতে অন্তরের দিকে ফিরাইয়া দিই, তাহা হইলে সমস্ত অভাব আত্মাতে সমাহিত হইয়া একটি-মাত্র অভাবে পর্য্যবসিত হয়;—সে অভাব কি? না পরমাত্মার জন্য আত্মার পিপাসা। এই একটি অভাব আমাদের সমস্ত অভাব-নদীর সাগর-সঙ্গম; এ অভাব-টি চরিতার্থ হইলে আমাদের সমস্ত অভাবই চরিতার্থ হয়। যে ভগবদ্ভক্ত ব্যক্তির এই প্রধান অভাব-টি পরমাত্মার অপর্য্যাপ্ত প্রেমভাণ্ডার দ্বারা নিরন্তর আপূর্য্যমান—তাঁহার সম্বন্ধেই ভগবৎগীতা বলিয়াছেন

"আপূর্য্যমাণমচল-প্রতিষ্ঠং সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ। তদ্বৎ কামা যং প্রবিশন্তি সর্ব্বে স শান্তিমাপ্নোতি ন কামকামী।"

স্থির-প্রতিষ্ঠিত আপূর্য্যমান সমুদ্রে যেমন জলরাশি প্রবেশ করে, তেমনি কাম্য বিষয় সকল যাঁহাতে প্রবেশ করে তিনিই শান্তি লাভ করেন, যিনি কাম্য বিষয়ের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হ'ন—তিনি নহেন।" ইহার অর্থ এই যে, পরমাত্মার জন্য আত্মার যে, কামনা, তাহা সমস্ত কামনার সাগর-সঙ্গম-স্বরূপ। আত্মা যেমন সমস্ত ইন্দ্রিয়ের—সমস্ত মনোবৃত্তির—সাগর-সঙ্গম; আত্মার পরমার্থ-কামনাও সেইরূপ আমাদের সমস্ত কামনারই সাগর-সঙ্গম। যে ভাগ্যবান্ ব্যক্তির সেই পরমার্থ কামনাটি—অর্থাৎ ঈশ্বর-স্পৃহা—সুন্দর-রূপে চরিতার্থ হইয়াছে, তাঁহাকে আর কোন কামনার জন্য ভাবিতে হয় না; কেন না সমস্ত নদীর জল যেমন সাগর-সঙ্গমের অন্তর্ভূত, সেইরূপ আমাদের সমস্ত কামনা সেই এক মহা-কামনার অন্তর্ভূত; এই জন্য আমাদের ঈশ্বর-স্পৃহা চরিতার্থ হইলে সকল কামনাই আপনা-আপনি প্রশান্তি লাভ করে। কিন্তু যাঁহারা ঈশ্বরকে ছাড়িয়া কাম্য বস্তুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হ'ন, তাঁহাদের কামনা কোন-ক্রমেই শান্তি-লাভ করিতে পারে না; তাঁহাদের বিক্ষিপ্ত মন এক কামনা হইতে অন্য কামনায়, অন্য কামনা হইতে অন্যতর কামনায়, আবার ঘুরিয়া ফিরিয়া সেই প্রথম কামনায় ক্রমাগত চক্রিত হইতে থাকে,—কোন কামনাই প্রকৃত শান্তি-লাভে কৃতকার্য্য হয় না; তাই ব্রাহ্মধর্ম্ম বলেন

"ন জাতু কামঃ কামানাং উপভোগেন শাম্যতি, হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে।"

কাম্য বস্তু সকলের উপভোগ দ্বারা কামনার কখনো নিবৃত্তি হয় না—প্রত্যুত ঘৃত-প্রাপ্ত বহ্নির ন্যায় আরো বৃদ্ধি পাইতে থাকে। কিন্তু পরমাত্মার জন্য আত্মার যে, পিপাসা, এ অভাব-টি আমাদের সকল অভাবেরই মূল অভাব—এজন্য এ অভাবটিকে যেমন আমরা সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত নিষ্ক-

ন্টকে চরিতার্থ করিতে পারি এমন আর কোন অভাবকেই নহে; আর, এ অভাবটির যতই পূরণ হয় ততই আর আর অভাবের বৈধ চরিতার্থতার পথ সহজে উন্মুক্ত হইয়া যায়। কোন বিদেশীয় ভগবদ্ভক্ত মহাত্মা বলিয়াছেন যে সর্ব্বাগ্রে ঈশ্বরের অমৃত নিকেতন অন্বেষণ কর—আর যাহা কিছু তোমার আবশ্যক সমস্তই যথাকালে তোমাতে আসিয়া বর্ত্তিবে। ইহার অর্থ এ নয় যে, কল্যকার জন্য অদ্য আমাদিগকে ভাবিতে হইবে না—এ নহে যে, আমরা হস্তপদ গুটাইয়া বসিয়া থাকিলে আমাদের সমস্ত কর্ত্তব্য কার্য্য আপনা-আপনি সুনিষ্পন্ন হইয়া যাইবে—এ নহে যে, সংসার ছাড়িয়া বনে গিয়া ঈশ্বরান্বেষণ করিতে হইবে। আমরা যখন সংসার-যন্ত্রণায় অস্থির হই, তখন মনে হয় বটে যে, অরণ্যের নিভৃত প্রদেশে আমরা শান্তি পাইতে পারি; কিন্তু আমাদের সংসার-যন্ত্রণার মূল কি—তাহা যদি আমরা একবার ভাবিয়া দেখি, তবে দেখিতে পাই যে, আমরা ঈশ্বর হইতে স্বতন্ত্র হইয়া সংসার-কার্য্যে প্রবৃত্ত হই বলিয়া, আমাদের সহজ কার্য্যও কঠিন হইয়া উঠে, ভাল বস্তুও বিষাক্ত হইয়া উঠে, জীবন যন্ত্রণাময় হইয়া উঠে। যেখানে কোন যন্ত্রণারই সম্ভাবনা ছিল না—বহির্মুখী অশান্ত মন সেখান-হইতেও যন্ত্রণা টানিয়া আনিয়া হৃদয়াভ্যন্তরে হলাহলের ভাণ্ডার পূর্ণ করিতে থাকে। এ অবস্থায় আমরা বনেই যাই, আর, গৃহেই থাকি,—কোথাও আমাদের শান্তি নাই। কিন্তু অগ্রে যদি আমরা ঈশ্বরকে হৃদয়ে আহ্বান করি, তাহা হইলে তাঁহার অমৃত বারিতে আমাদের মন এরূপ প্রশান্ত উজ্জ্বল ও সুস্নিগ্ধ হয় যে, সংসার-যন্ত্রণার তখন আর বিষ থাকে না; তখন আমাদের মনের ভাব ফিরিয়া যায়; কর্ত্তব্যের পথ যাহা পূর্ব্বে আমাদের নিকট অন্ধকারাচ্ছন্ন ও জটিল বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছিল—তখন তাহা তিমির-মুক্ত, সরল এবং পরিষ্কার দেখিতে পাওয়া যায়; তখন সে পথে চলা যন্ত্রণা-দায়ক হওয়া দূরে থাকুক্—তাহা তৃপ্তির আকর হইয়া উঠে। পূর্ব্বে যেরূপ মনের ভাব ছিল তাহা শান্তির মধ্য হইতেও যন্ত্রণা আকর্ষণ করিয়া আনিত, এখন যেরূপ মনের ভাব—তাহা যন্ত্রণার মধ্য হইতেও শান্তি আকর্ষণ করিয়া আনিয়া হৃদয়ে অমৃতের ভাণ্ডার পূর্ণ করিতে থাকে। আমাদের আত্মাতে যদি প্রাণ-স্বরূপ পরমাত্মার বিন্দু-মাত্র অমৃতরস নিপতিত হয়, তবে আমাদের স্পর্শেন্দ্রিয় হইতে তাহার প্রভাব বিনির্গত হইয়া বায়ুর দোষ নষ্ট করে—চক্ষুরিন্দ্রিয় হইতে তাহার প্রভা বিনির্গত হইয়া আলোকের দোষ নষ্ট করে, আমাদের চতুর্দ্দিকে পুণ্যের জ্যোতি উদ্ভাসিত হয়। সমস্ত প্রকৃতির সার মন্থন করিয়া যে অমৃত পাওয়া যায়—পৃথিবী হইতে সৌরভামৃত, বারি হইতে রসামৃত, অগ্নি হইতে তেজোঽমৃত, বায়ু হইতে স্পর্শামৃত, আকাশ হইতে শব্দামৃত, এইরূপ যেখান হইতে যত কিছু অমৃত মন্থন করিয়া পাওয়া যায়, সমস্ত অমৃত যদি একপাত্রে জড়ো করা যায়, তবে তাহা ঈশ্বরের প্রেমামৃতের কণা মাত্র বলিয়াও গণ্য হয় না; অতএব যাঁহার আত্মা ঈশ্বরের প্রেমামৃতে পরিপূর্ণ হয়, তিনি যে প্রকৃতিতে নূতন প্রকৃতি বিতরণ করিবেন—ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ঈশ্বরের প্রেমোন্মত্ত একা এক ব্যক্তি কোথায় কোন্ এক কোণে আবির্ভূত হ'ন—আর, কতিপয় শতাব্দীর মধ্যে সমস্ত পৃথিবীর শ্রী ফিরিয়া যায়। সেই দেব-স্পৃহনীয় অমৃত-রসের জন্য এখানে আমরা সবান্ধবে সমাগত হইয়াছি—তাহার

যৎকিঞ্চিৎ উপার্জ্জন না করিয়া আমরা যেন এখান হইতে না উঠি। তিনি আমাদের আত্মার অভ্যন্তরেই বর্ত্তমান আছেন—আমাদিগকে দূরে যাইতে হইবে না। প্রাণ আমাদের কত না যত্নের সামগ্রী—তবে, যিনি সাক্ষাৎ প্রাণ-স্বরূপ, তাঁহাকে কেনই বা যত্নপূর্ব্বক হৃদয়াভ্যন্তরে সঞ্চিত না করিব? তাঁহাকে আমরা আত্মার অভ্যন্তরে উপার্জ্জন করিতে পারিলে, বর্ত্তমান মুহূর্ত্তেই অনন্ত জীবন উপার্জ্জন করি—তিনিই অমৃত জীবনের একমাত্র উৎস। অতএব তাঁহাকে আইস আমরা হৃদয়ের সহিত আত্মার অন্তরতম নিকেতনে আহ্বান করি।

হে পরমাত্মন্—আমাদের তৃষিত আত্মার জীবন বারি। তুমি আমাদের সমস্ত হৃদয় পূর্ণ করিয়া আমাদের আত্মাতে আসীন হও। আমাদের হৃদয়ের অন্তরতম কামনা তোমারই পদ-তলে বিলীন হইতেছে, তোমার অমৃত বারির জন্য আমাদের প্রাণ হা হা করিয়া ক্রন্দন করিতেছে;—মাতা যেমন শিশুকে অন্ন পান দিয়া শীতল করে, বন্ধু যেমন বন্ধুকে মধুর সান্ত্বনা বাক্যে শীতল করে—সেইরূপ তুমি তোমার অমৃত প্রেমবারি বর্ষণ করিয়া আমাদের তপ্ত হৃদয়কে শীতল কর—তাহা হইলেই আমরা ইহ-কাল পরকাল—অনন্ত জীবনের মত কৃতকৃতার্থ হই।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

ধর্ম্মের নিয়ম।

নানা দেশের নানা প্রকার আচার-ব্যবহার পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে সহসা মনে হইতে পারে যে, ধর্ম্ম-নিয়মের কিছুই স্থিরতা নাই—ধর্ম্ম কেবল একটা কথার কথা। কিন্তু সেই-সকল বিভিন্ন আচার-ব্যবহারের মধ্যে স্থির-চিত্তে তলাইয়া দেখিলে তাহার অবিকল বিপরীত দেখিতে পাওয়া যাইবে; দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, সর্ব্বত্রই মনুষ্যের অন্তঃকরণে ধর্ম্মের নিয়ম ন্যূনাধিক পরিমাণে কার্য্য করিয়া আসিতেছে। আফ্রিকাদেশের জঙ্গুলিয়ারা (Bushmen) ব্যাধ-বৃত্তি ভিন্ন আর কিছুই জানে না; যাহা উপস্থিত পায় তাহাই ভক্ষণ করে; কল্য কি খাইবে অদ্য তাহা ভাবে না; খাদ্য সম্মুখে পাইলে থামিতে জানে না; উপবাস করিতেছে তো উপবাসই করিতেছে,—কিন্তু দৈব-যোগে যদি একটা বড়-রকমের শিকার সংগ্রহ করিতে পারিল, তবে তাহার সমস্তটা যতক্ষণ না উদরস্থ করে, ততক্ষণ তাহাকে ছাড়ে না; অদ্যকার পুঁজি অদ্যই পার করিয়া দেয়, কল্যকার জন্য কিছুই অবশিষ্ট রাখে না। ইহাদের মধ্যে যদি কোন অসাধারণ ব্যক্তি একটা শা-যোরোগের বারো আনা অংশ ধ্বংশ করিয়া চারি আনা অংশ কল্যকার জন্য সঞ্চিত করিয়া রাখে, তবে সে-তাহার অসামান্য কার্য্য কত-না ধৈর্য্য সহিষ্ণুতা ও মনঃসংযমের পরিচয় প্রদান করে। এইরূপ কার্য্যই এখানকার এক মাত্র ধর্ম্ম কার্য্য। এ ধর্ম্ম কার্য্য—আর কিছুই নয়—কল্যকার প্রতি লক্ষ্য করিয়া অদ্যকার লোভ প্রবৃত্তিকে দমন করা; এরূপ কার্য্যের লক্ষ্য স্বার্থের অধিক আর কিছুই নহে। স্বার্থ-শব্দ এখানে নিতান্ত চলিত অর্থে ব্যবহৃত হইতেছে—এটি যেন সর্ব্বদা মনে থাকে। আপনি ভাল খা'ব—ভাল পর'ব, ইহাই যাহার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য তাহাকেই লোকে স্বার্থপর বলে; শুদ্ধ কেবল আপনার কায়িক কুশলই প্রধানতঃ স্বার্থ-শব্দের বাচ্য। যেখানে স্বার্থের উপরে আর কোন নিয়ামক নাই, সেখানে শারীরিক কুশল এবং মানসিক কুশল এ-দুয়ের মধ্যে অতি অল্পই

প্রভেদ। স্নেহ-প্রেমাদি বৃত্তির চরিতার্থতার উপরেই মানসিক কুশল নির্ভর করে; কিন্তু স্নেহ-প্রেমাদির লক্ষ্যের ভিতর—শুধু কেবল আপনার হিত নহে—অন্যেরও হিত—অন্তর্ভূত রহিয়াছে,—সুতরাং এ-সকল বৃত্তির পরিচালনা স্বার্থকে ছাড়াইয়া উঠে; প্রত্যুত, যেখানে শুদ্ধ কেবল আপনার শারীরিক সুখ-স্বচ্ছন্দতা মনুষ্যের একমাত্র কাম্য বস্তু, সেখানে অন্যের হিতের প্রতি লক্ষ্য-সমাধানের পথ এখনো উন্মুক্ত হয় নাই; সুতরাং সেইখানেই স্বার্থের—খাঁটি স্বার্থের—নিজ মূর্ত্তি দর্শক-সন্নিধানে দেখা দেয়। এই স্বার্থোদ্দিষ্ট কায়িক কুশল-টি নির্ব্বিঘ্নে রক্ষা করিতে হইলে লোভাদি প্রবৃত্তি-সকলকে কিয়ৎ পরিমাণে দমন করা আবশ্যক,—ইহারই নাম স্বার্থ দ্বারা প্রবৃত্তিকে নিয়মিত করা; বিষয় তো এই—কিন্তু ইহাই এখানকার পক্ষে এমনি কঠিন কার্য্য যে, অতি অল্প লোকেই তাহা পারে;—যে ব্যক্তি দুই দিনের খাদ্য সম্মুখে পাইলে এক দিনেই তাহা উদরস্থ না করে, সে ব্যক্তি এখানকার অসাধারণ ব্যক্তি।

এই সকল জঙ্গুলিয়াদিগের অনতিদূরে গৃহস্থ কাফ্রীদের বসতি-স্থান। গৃহস্থ কাফ্রীদের ভবিষ্যৎ দৃষ্টি অপেক্ষাকৃত প্রস্ফুটিত হওয়াতে ইহারা স্বার্থের আস্বাদ বিশেষরূপে অবগত হইয়াছে। মৃগয়া-লব্ধ পশুর মাংস তো আছেই—তদ্ভিন্ন গো-দুগ্ধ ও ভুট্টা ইহাদের প্রধান উপজীবিকা। হস্তীর মাংস—বিশেষতঃ হস্তীর পদ-পল্লব—ইহাদের নিকট সর্ব্বাপেক্ষা উপাদেয় খাদ্য সামগ্রী। ইহাদের এক এক পুরুষের অনেকগুলি স্ত্রী; আর, গৃহপতির নিজের একটি স্বতন্ত্র কুটীর তো আছেই, তদ্ভিন্ন, যাহার যতগুলি স্ত্রী—তাহার আলয় ততগুলি কুটীরের সমষ্টি; আর, এক-একটি কুটীর এক-একটি স্ত্রীর বাসস্থান। সেই কুটীর-গুলি চক্রাকারে সন্নিবেশিত হইয়া মাঝখানকার উঠানের চারি দিক্ বেষ্টন করিয়া অবস্থিতি করে, ও সেই উঠানে গৃহের গরুরা মুক্ত ভাবে বিচরণ করে। এক কথায় বলিতে হইলে—এক-একটি আলয় এক একটি অনাবৃত গোয়াল ঘর, ও তাহার চারিদিগের কুটীর-মণ্ডলী সেই গোয়াল ঘরের বেষ্টন-পরিধি। ইহাদের কৃষি-কার্য্য এরূপ অপকৃষ্ট যে, ইহারা হল-কর্ষণ জানে না। ইহাদের স্ত্রীরা শুদ্ধ কেবল রন্ধনাদি করিয়াই পার পায় না; ক্ষেত্রের কার্য্য, কুটীর-নির্ম্মাণ, মোট বহা, প্রভৃতি যত কিছু কষ্টকর ব্যাপার—সমস্তই স্ত্রীর স্কন্ধে চাপাইয়া, স্বামী, বাহিরে পশু-হত্যা ও গৃহে স্ত্রী-হত্যার কাছাকাছি, এই দুয়ের মধ্যে এ-পাশ ও-পাশ করিয়া দিনপাত করে। স্ত্রীকে দিয়া মুটে-মজুরের কার্য্য করাইয়া লইবার জন্যই স্বামী তাহাকে ঘরে রাখে ও প্রতিপালন করে—নহিলে তাহাকে ঘর হইতে বাহির করিয়া দিবার কোন আপত্তি ছিল না। স্বামী আপনার স্বার্থের উদ্দেশে—যত অল্প ব্যয়ে পারে—স্ত্রীকে প্রাণে বাঁচাইয়া রাখিতে চেষ্টা করে; ও স্বামীর উচ্ছিষ্টাবশেষ যৎ-স্বল্প অন্নের একমাত্র ভরসায়, স্ত্রী, জীবন এবং মৃত্যুর সন্ধিস্থলে কায়-ক্লেশে বর্ত্তিয়া থাকে। এক তো আধ-পেটা অন্ন, তাহার উপর কঠোর পরিশ্রম, তাহার উপর সন্তান প্রতিপালন, তাহার উপর সপত্নী-কলহ, তাহার উপর স্বামীর উৎপীড়ন,—স্ত্রীরা যে মধ্য-যৌবন পার হইতে-না-হইতেই বার্দ্ধক্যে পদার্পণ করিয়া মানব-লীলা সম্বরণ করে—ইহাতে তাহাদের কোন অপরাধ নাই; আর, বিবেচনা করিয়া দেখিলে—তাহাই তাহাদের পরম সৌভাগ্য। এই সকল গৃহস্থ কাফ্রীরা জঙ্গুলিয়াদিগের অপেক্ষা অনেক পরিমাণে সভ্য। পূর্ব্ব কথিত

জঙ্গুলিয়াদের ধর্ম্ম-নিয়ম বড় জোর এই পর্য্যন্ত সম্ভবে যে, প্রবৃত্তি-বিশেষকে স্বার্থ দ্বারা নিয়মিত করিতে হইবে। গৃহস্থ কাফ্রীরা অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে স্বার্থের নিয়মটি মানিয়া চলে; তদ্ব্যতীত, এখানকার নূতন আর-একটি ধর্ম্ম-নিয়ম এই হওয়া উচিত যে, স্বার্থকে গার্হস্থ্য দ্বারা নিয়মিত করিতে হইবে,—উচিত কেবল নয়—হইতে-করিতে কালে তাহাই হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু গার্হস্থ্যের এখানে নিতান্তই হীনাবস্থা;—কন্যা-বিক্রয়ই এখানকার কন্যা-সম্প্রদান; স্ত্রী এখানে স্বামীর সহধর্ম্মিণী হওয়া দূরে থাকুক্—দাসী অপেক্ষাও অধম। পুত্র বড় হইলে পাছে সে মাতাকে ঘরের দাসী অপেক্ষা অধিক কিছু মনে করে, এজন্য এখানকার শাস্ত্র এই যে, বয়ঃপ্রাপ্ত পুত্রের পক্ষে মাতার বাধ্য হওয়া কা-পুরুষের লক্ষণ; কিন্তু পুত্রের গোঁপ দাড়ি উঠিতে না উঠিতেই সে যদি মাতাকে প্রহার করিতে শেখে, তবে কালে সে যে একজন বীর-পুরুষ হইবে—এ বিষয়ে আর কাহারো অণু-মাত্র সংশয় থাকে না। কৌলীন্য বলিয়া একটা যে, সামগ্রী, অর্থাৎ যাহাকে আমরা সৎকুলোচিত ভদ্র ব্যবহার বলি, তাহা এখানকার ত্রিসীমায় স্থান পাইতে পারে না। ইহাদের মধ্যে কেহ যদি সুবুদ্ধি এবং স্নেহ-মমতার বশবর্ত্তী হইয়া গার্হস্থ্যের নিয়ম কিয়ৎ পরিমাণে মানিয়া চলে, স্বার্থকে কিয়ৎ-পরিমাণে গার্হস্থ্য-দ্বারা নিয়মিত করে,—স্ত্রীকে মর্ম্মান্তিক প্রহার না করে ও নিতান্ত গর্দ্দভের মত না খাটায়, তবে তাহাই তাহার পক্ষে যথেষ্ট ধর্ম্ম-কার্য্য।

অতপরঃ আরব দেশের মরুভূমির মধ্যে একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করা যা'ক। চারি দিকে বিশাল মরুভূমি ধূ ধূ করিতেছে—তাহার মধ্যে এখানে তিন চারি ঘর গৃহস্থ (গৃহস্থ ঠিক্ নয়—তাঁবুস্থ) ও তাহার বহু দূরে ঐরূপ আর কতক-গুলি ঘর, বাস করিতেছে। খর্জ্জুরের ফল, কূপের জল, উষ্ট্রের দুগ্ধ, মেষ মাংস, কদাচিৎ কখনো বা উষ্ট্রের মাংস ইহাদের জীবনের একমাত্র সম্বল। কাজেই, লোকাচার বলিয়া একটা যে, সামগ্রী, অর্থাৎ সমাজের নানা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সংঘর্ষে যেরূপ আচার ব্যবহার প্রসূত হয়—সেরূপ কোন-কিছু, এখানে স্থান পাইতে পারে না; তথাপি কুল-পরম্পরা-ক্রমে যেরূপ আচার-ব্যবহার চলিয়া আসিতেছে, তাহা এখানে সকলেরই সম্ভজনীয়; কুলাচারই এখানে সর্ব্ব-প্রধান নিয়ামক। কৌলীন্যের মর্য্যাদা ইহারা কিয়ৎপরিমাণে অবগত আছে; ইহার সামান্য একটি উদাহরণ এই যে ইহাদের অনেকের নামের সঙ্গে "অমুকের সন্তান" এই ভাবের একটি উপাধি গ্রথিত থাকে,—যেমন বেন্-জামিন্ অর্থাৎ জামিন বংশের সন্তান। এই সকল অসভ্য আরবেরা যদিচ দস্যুবৃত্তি ভিন্ন আর কিছুই জানে না, তথাপি, শুদ্ধ কেবল কুলাচারের বশবর্ত্তী হইয়া অভ্যাগত অতিথির দ্রব্যাদি হরণে ক্ষান্ত থাকে;—ইহাই ইহাদের পক্ষে যথেষ্ট ধর্ম্ম-কার্য্য। এরূপ অসভ্য লোকেরা যদি কুলাচারকেই সর্ব্বোচ্চ ধর্ম্ম-নিয়ম মনে করে—তবে তাহাদের সে কথা নিতান্ত অবজ্ঞার সামগ্রী নহে; এখানকার পক্ষে তাহা বাস্তবিকই সর্ব্বোচ্চ ধর্ম্ম-নিয়ম—তাহা বাস্তবিকই ঈশ্বরের আদেশ; কারণ, এখানে তাহা অপেক্ষা উচ্চ আদর্শ আর কিছুই হইতে পারে না। ইহাদের স্ত্রী-পুত্রেরা স্নেহ এবং যত্নের সামগ্রী—গৃহপতিরা ভক্তির পাত্র। স্বার্থ, এখানে, গার্হস্থ্যের অধীন,—শারীরিক প্রাণ মানসিক প্রাণের অধীন; মানসিক প্রাণ—অর্থাৎ স্নেহ মমতা। অভ্যাগত অতিথির রীতিমত সৎকার না করিলে—শুধু কেবল আপনার নয়—কিন্তু সমস্ত গৃহের অকল্যাণ হইবে, এই ভাবিয়া

ইহারা সাধ্য-মতে অতিথি-সেবার ত্রুটি করে না। কঠোপনিষদে আছে "বৈশ্বানরঃ প্রবিশত্যতিথির্ব্রাহ্মণো গৃহান্" অগ্নির ন্যায় অতিথি গৃহে প্রবেশ করেন, অর্থাৎ তাঁহাকে যদি না শান্ত করা যায় তবে তাঁহার নিশ্বাসে গৃহ দগ্ধ হইয়া যাইবে। হইলে হয় কি,—আরব দেশীয় অসভ্যদিগের আতিথ্য কিছু অদ্ভুত প্রকার;—অতিথি যতক্ষণ গৃহে থাকে, ততক্ষণ সে মস্তকের মণি; কিন্তু সেই অতিথি যখন গৃহাভিমুখে আসিতেছে—গৃহে প্রবেশ করিতে কেবল বাকি—তখন ঐ আরব তস্করেরা তাহার সর্ব্বস্ব অপহরণ করিতে কিছুমাত্র লজ্জিত বা কুণ্ঠিত হয় না; তবে, অতিথির ভার-লাঘব কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া—তাহার পর—তাহাকে গৃহে আনিয়া তাহার যথোচিত সৎকার করে ও তাহাকে গন্তব্য পথে নিরাপদে অগ্রসর করিয়া দেয়; এই যে করে—ইহাই এখানকার পক্ষে যথেষ্ট ধর্ম্ম কার্য্য। পূর্ব্বে যে দুইটি নিয়মের কথা বলা হইয়াছে, কি না—প্রবৃত্তিকে স্বার্থ দ্বারা ও স্বার্থকে গার্হস্থ্য দ্বারা নিয়মিত করিতে হইবে, এ দুইটি নিয়ম এখানে অপেক্ষা-কৃত অধিক পরিমাণে প্রচলিত; তদ্ব্যতীত, এখানে নবোন্মেষিত আর-একটি ধর্ম্ম-নিয়ম এই যে, কৌলীন্য দ্বারা (অর্থাৎ কুলোচিত ভদ্রতা-দ্বারা) গার্হস্থ্যকে নিয়মিত করিতে হইবে। গার্হস্থ্য হইতে কৌলীন্য, অথবা যাহা একই কথা—ভদ্রতা, কিরূপে অল্পে অল্পে উন্মেষিত হয়, এই স্থলে তাহার প্রতি একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করা আবশ্যক।

গৃহপতির যখন সন্তান সন্ততি বিস্তৃত হইয়া এক গৃহের অধিবাসীরা নানা গৃহে ছট্‌কিয়া পড়ে, তখন গৃহপতি সেই সকল গৃহের মধ্যস্থলে বাস করিয়া কুলপতি হইয়া দাঁড়া'ন। তিনি সকলকেই আপনার সন্তান-সন্ততি জানিয়া সকলেরই মঙ্গল কামনা করেন; কাজেই সকলে তাঁহাকে ভক্তি-শ্রদ্ধা করে ও তাঁহার আদেশ পালন করে। তিনি যদি অবিবেচনা-পূর্ব্বক যাহাকে তাহাকে যাহা তাহা আদেশ করেন, তবে তাঁহার শাসন অচিরে উচ্ছৃঙ্খল হইয়া যায়; তাহা না করিয়া, যে-সকল মঙ্গল-নিয়ম পুরুষানুক্রমে চলিয়া আসিতেছে, তাহাই তিনি আদর্শ-পদবীতে দাঁড় করাইতে প্রয়াস পা'ন। তিনি উপদেশ এবং দৃষ্টান্ত দ্বারা এই অভিপ্রায়-টি ব্যক্ত করেন যে, "আমিই এখানে সর্ব্বে সর্ব্বা—আমার উপরে আর কেহই নাই—আমি যাহা ইচ্ছা করি তাহাই করিতে পারি, তবুও দেখ—পূর্ব্ব-পুরুষদিগের মঙ্গল নিয়মের অধীনে মস্তক অবনত করিয়া আমি আপনাকে কৃতার্থ মনে করিতেছি; অতএব সেরূপ করা তোমাদের আরো কত না কর্ত্তব্য।" কুলের কোন অবাধ্য সন্তান যদি কোন-প্রকার কুতর্ক উত্থাপন করে, তবে কুলপতি পূর্ব্বপুরুষদিগের নজির দেখাইয়া তাহার মুখ বন্ধ করিবার চেষ্টা করেন;—তিনি হয় তো বলেন "পূর্ব্বপুরুষেরা অমুক অমুক নিয়মে চলিতেন বলিয়া তাঁহারা তিন শত বৎসর জীবিত থাকিতেন; তাঁহাদের বাহুবল এরূপ ছিল যে, সমগ্র একটা তাল-গাছ তাঁহারা অবলীলাক্রমে উৎপাটন করিয়া ফেলিতেন; তোমরাও সেইরূপ নিয়মে চলিলে তোমরাও তাঁহাদের মত আয়ুষ্মান্ বলবান্ ও বীর্য্যবান্ হইবে।" এরূপ বলবৎ এবং অকাট্য প্রমাণের উপর কাহারো আর কোন কথা চলিতে পারে না! এই স্থান-টিতেই ইতিহাস-পুরাণাদির বীজ-বপনের প্রথম সূত্রপাত হয়। এইরূপ করিয়া ক্রমে যখন কুলোচিত আচার-ব্যবহার রীতি-নীতি কুলক্ষেত্রে বদ্ধমূল হয়, তখন সমস্ত গৃহের গার্হস্থ্য সেই সকল রীতি নীতি দ্বারা নিয়মিত হয়। প্রসঙ্গাধীন, এই একটি কথার

উল্লেখ এখানে আবশ্যক মনে হইতেছে যে, যত কিছু বলা হইল সমস্তই— যুদ্ধ বিগ্রহাদি কাঁটা খোঁচা বাদ দিয়া যত সংক্ষেপে পারা যায়—বলা হইল। সমস্ত বিবরণ যদি আদ্যোপান্ত খুলিয়া বলিতে হয়, তবে তাহার এ স্থানও নহে—এ সময়ও নহে; তাহা করিতে গেলে এক-তো পুঁথি বাড়িয়া যায়, তাহাতে আবার, তাহার নানা দিকে নানা ছিদ্র পাইয়া বহুতর অপ্রাসঙ্গিক কথার বন্যা আসিয়া প্রকৃত প্রস্তাবটিকে সাত হাত জলের নীচে নিক্ষেপ করিয়া দেয়। এখানকার বীজ মন্ত্র এই যে, "যৎস্বল্পং তন্মিষ্টং" যাহা অল্প তাহাই মিষ্ট।

এক গৃহ হইতে যেমন নানা গৃহ প্রসূত হইয়া সকলে একই কুল-সূত্রে গ্রথিত হয়, সেইরূপ এক কুল হইতে নানা কুল প্রসূত হইয়া সকলে একই সমাজ-সূত্রে গ্রথিত হয়। এই সময়ে কুলপতির সিংহাসনে লোকপতি আবির্ভূত হ'ন; কুলপতিদিগের মধ্যে যিনি সর্ব্বাপেক্ষা ওজস্বী, তিনি দেশের রাজা হইয়া দাঁড়া'ন। এখন রাজসভাই সমস্ত দেশের মথিত সারাংশ এবং অনুকরণীয় আদর্শ। যে গ্রাম রাজধানীর যত নিকটবর্ত্তী, সে গ্রাম সভ্যতা-সোপানে তত অগ্রবর্ত্তী। ক্রমে রাজ-সভার সভ্যতা সমস্ত দেশময় ন্যূনাধিক পরিব্যাপ্ত হইয়া—তাহাই দেশের সভ্যতা হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু দূর-দূর-স্থিত পল্লীগ্রামের প্রজারা সে সভ্যতার বড় একটা ধার ধারে না; তাহারা পূর্ব্বে যেমন স্ব স্ব কুলপতির অধীনে অবস্থিতি করিত, এখনো অনেকটা সেই ভাবেই অবস্থিতি করে। যে প্রদেশ রাজধানীর যত নিকটবর্ত্তী, সেই প্রদেশের কুলাচার ততই লোকাচার দ্বারা নিয়মিত হয়। পূর্ব্বে যে তিনটি ধর্ম্ম-নিয়মের কথা বলা হইয়াছে, কি না—প্রবৃত্তিকে স্বার্থ দ্বারা, স্বার্থকে গার্হস্থ্য দ্বারা, গার্হস্থ্যকে কৌলীন্য দ্বারা, নিয়মিত করিতে হইবে, এ তিনটি নিয়ম তো আছেই—তদ্ব্যতীত—এখানে নবোন্মেষিত আর-একটি ধর্ম্ম-নিয়ম এই যে, কৌলীন্যকে সভ্যতা-দ্বারা নিয়মিত করিতে হইবে।

সভ্যতার নূতন উদ্রেকের সময়, রাজধানীর নিকটবর্ত্তী কুলপতিদিগের প্রাধান্য রাজার দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপের অভ্যন্তরে কবলিত হইয়া যায়; কিন্তু দূরবর্ত্তী কুলপতিদিগের প্রতাপ ন্যূনাধিক পরিমাণে অব্যাহত থাকে। এই-সকল অপেক্ষাকৃত স্বাধীন কুলপতিরা দলবদ্ধ হইয়া লোকপতির প্রতাপ প্রতিরোধ করিবার চেষ্টা করে। এরূপ অবস্থায়—একদিকে লোকপতি রাজা এবং আর-এক দিকে কুপতি-ব্যূহ উভয়েই জনসাধারণকে আপনার আপনার দলে টানিতে সবিশেষ প্রয়াস পা'ন; সুতরাং লোকরঞ্জন দুই দলেরই প্রধানতম কার্য্য হইয়া দাঁড়ায়। ইহার ফল এই হয় যে, জন-সাধারণের উপর রাজা এবং কুলপতি-ব্যূহ উভয়েরই অত্যাচারের পথ ক্রমশই সংকীর্ণ হইয়া আসিতে থাকে; অবশেষে সে পথ এরূপ অবরুদ্ধ হইয়া যায় যে, রাজা ধর্ম্মের অনুবর্ত্তী হইয়া রাজ্য শাসন না করিলে তাঁহার রাজত্ব কিছুতেই রক্ষা পাইতে পারে না। পূর্ব্বতন কালে আমাদের দেশের ক্ষত্রিয়-প্রতাপ ব্রাহ্মণের ব্রহ্মতেজ দ্বারা সময়ে সময়ে পরিশোধিত হইত; এজন্য এরূপ অনুমান নিতান্ত অসঙ্গত নহে যে, অতীব পূর্ব্বকালে লোকপতির দল ক্রমে ক্রমে ক্ষত্রিয় জাতিতে ও কুলপতির দল ক্রমে ক্রমে ব্রাহ্মণ জাতিতে পরিণত হইয়াছিল। কুলপতিরা যে, লোকপতির সহিত বাহুবলে আঁটিয়া উঠিতে পারিবেন—তাহার অতি অল্পই সম্ভাবনা; কাজেই, গত্যন্তর-বিহীন কুলপতিরা লোকরঞ্জন-কার্য্যে সমধিক আগ্রহান্বিত

হইলেন ও প্রতাপোন্মত্ত রাজা সে দিকে ততটা মনোযোগী হইলেন না। ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে যে, বাক্যই বশিষ্ঠ (অর্থাৎ লোককে বশ করিতে পারে—তাই বশিষ্ঠ); বাক্যকে যিনি বশিষ্ঠ জানেন তিনি জ্ঞাতি-বর্গের মধ্যে বশিষ্ঠ হ'ন (অর্থাৎ তাঁহাদিগকে বশ করেন)। ইহাতে সহজেই প্রতীয়মান হইতে পারে যে, পুরাকালে বশিষ্ঠ নামক বিশেষ একজন মহর্ষি থাকুন বা না থাকুন—কিন্তু এটা স্থির যে, ঐ নামটি প্রধান প্রধান কুলপতিদিগের উপাধি ছিল। এই সময়ে, রাজা বাহুবল দ্বারা লোকের বল-বীর্য্য বশ করিলেন, কুলপতিরা সদ্ভাব দ্বারা লোকের হৃদয় বশ করিলেন। জন-সাধারণের হৃদয় কিছু কম সামগ্রী নহে,—তাহার বলে বলী হইয়া কুলপতির শাপাস্ত্র যে, সময়ে সময়ে লোকপতির শরাস্ত্রের উপরে জয়লাভ করিবে ইহা কিছুই আশ্চর্য্য নহে। কুলপতি-বশিষ্ঠের সহিত লোকপতি-বিশ্বামিত্রের সংগ্রামের অভ্যন্তরে কত-যে ঐতিহাসিক রত্ন মাটি-চাপা রহিয়াছে,তাহা কে বলিতে পারে? বিশ্বামিত্র নামটিই ইঙ্গিতচ্ছলে ব্যক্ত করিতেছে যে, বিশ্বামিত্র কুলপতিদিগের ন্যায় মৈত্রী-দ্বারা বিশ্বের লোককে অর্থাৎ জনসাধারণকে বশ করিতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন—কুলপতিদিগের নিজের অস্ত্রে কুলপতিদিগের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ঐতিহাসিক গুহা-গহ্বরে আর অধিক প্রবেশ না করিয়া এখানে আমার যাহা প্রকৃত বক্তব্য তাহাই বলি; তাহা এই যে, একদিকে লোকপতির দল, আর একদিকে কুলপতির দল, এই দুই দলের ঘর্ষাঘর্ষি হইতে বিশুদ্ধ ধর্ম্ম সভ্য-সমাজে প্রসূত হইয়া দীপ্ত হুতাসনের ন্যায় সর্ব্বোপরি মস্তক উত্তোলন করিয়া উঠে। এই শুভ ঘটনাটি যখন উপস্থিত হয়, তখন বিশুদ্ধ ধর্ম্ম রাজারও রাজা হইয়া দাঁড়ায়। পূর্ব্বে রাজ-সভা-হইতে সভ্যতা উৎসারিত হইয়া দেশ-ময় পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল, এখন রাজা-প্রজার মধ্য হইতে বিশুদ্ধ ধর্ম্ম উদ্ভাসিত হইয়া সভ্যতাকে নিয়মিত করিতে লাগিল। এখন ধর্ম্মই প্রকৃত পক্ষে রাজা; রাজা ধর্ম্মের সর্ব্বপ্রধান কর্ম্মচারী—এই মাত্র। এখনকার এই ধর্ম্মরাজ্যে রাজা যখন সিংহাসনে উপবিষ্ট হ'ন, তখন ধর্ম্ম তাঁহার হৃদয়-সিংহাসনে উপবিষ্ট হয়। পূর্ব্বে রাজা লোকপতি হইয়া লোকাচার ও সভ্যতা দেশ-ময় বিকীর্ণ করিয়াছিলেন—এখন তিনি ধর্ম্মাবতার হইয়া ধর্ম্মের আদেশ প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন। মনুরাজা এইরূপ একজন রাজা ছিলেন ও মানব-ধর্ম্মশাস্ত্র মানব-সমাজের একটি অদ্বিতীয় এবং অবিনশ্বর কীর্ত্তি-স্তম্ভ। তিনি কুলপতিদিগের অধিকার স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন, লোকপতিরও অধিকার নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন; কুলপতি-দিগের আর যোটবদ্ধ হইবার আবশ্যকতা রহিল না, সুতরাং তাঁহাদের যোট ভাঙ্গিয়া গেল; সকল শ্রেণীর লোকেরই স্ব স্ব অধিকার সুনির্দ্দিষ্ট হইল; শান্তি-সূর্য্য অভ্যুদিত হইল, ও ধর্ম্ম-রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইল।

এতক্ষণ ধরিয়া আমরা কি ফল লাভ করিলাম তাহা একবার গণনা করিয়া দেখা যা'ক্। ধর্ম্ম-সোপানের প্রথম পংক্তিতে আমরা দেখিয়াছি যে, প্রবৃত্তিকে স্বার্থ-দ্বারা নিয়মিত করিতে হইবে, ইহাই সেখানকার একমাত্র ধর্ম্ম-নিয়ম। এক প্রকার অধম কীটাণু আছে যাহার সমস্ত শরীরটাই উদর;—এরূপ জীবের উদরকে তাহার শরীরের অঙ্গ বলিতে পারা যায় না—যেহেতু তাহার উদরই তাহার শরীর, ও তাহার শরীরই তাহার উদর; এখানে সেইরূপ স্বার্থকে ধর্ম্মের অঙ্গ বলিতে পারা যায় না, যেহেতু স্বার্থই এখানকার একমাত্র ধর্ম্ম। দ্বিতীয়

পংক্তিতে ও-নিয়মটি তো আছেই (কিনা স্বার্থ দ্বারা প্রবৃত্তিকে নিয়মিত করিতে হইবে, এই নিয়মটি), তদ্ব্যতীত—এখানে আর একটি ধর্ম্ম-নিয়ম এই যে, গার্হস্থ্য দ্বারা স্বার্থকে নিয়মিত করিতে হইবে। পূর্ব্ব পংক্তিতে ধর্ম্ম স্বার্থ-পাশে জড়িত হইয়াছিল; এখানে সেই স্থূলতম পাশ হইতে প্রত্যাহৃত হইয়া, ধর্ম্ম, অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্ম-পাশে—গার্হস্থ্য-পাশে—আটক পড়িয়া রহিল। গার্হস্থ্যই এখানে সাক্ষাৎ ধর্ম্ম—স্বার্থ ধর্ম্মের অঙ্গ মাত্র। তৃতীয় পংক্তিতে ও-দুইটি ধর্ম্মের নিয়ম তো আছেই—কিনা প্রবৃত্তিকে স্বার্থ দ্বারা ও স্বার্থকে গার্হস্থ্য দ্বারা নিয়মিত করিতে হইবে; তদ্ব্যতীত, এখানে আর একটি ধর্ম্ম-নিয়ম এই যে, কৌলীন্য দ্বারা—অর্থাৎ কুলোচিত ভদ্রতা দ্বারা—গার্হস্থ্যকে নিয়মিত করিতে হইবে। এখানে গার্হস্থ্য-পাশ হইতে প্রত্যাহৃত হইয়া, ধর্ম্ম, তদপেক্ষা সূক্ষ্মতর পাশে—কৌলীন্য-পাশে—আটক পড়িয়া রহিল; এখানে কৌলীন্য সাক্ষাৎ ধর্ম্ম-স্থানীয়, ও গার্হস্থ্য এবং স্বার্থ ধর্ম্মের অঙ্গ-স্থানীয়। চতুর্থ পংক্তিতে ও-তিনটি ধর্ম্মের নিয়ম তো আছেই—কি না প্রবৃত্তিকে স্বার্থ-দ্বারা, স্বার্থকে গার্হস্থ্য দ্বারা, গার্হস্থ্যকে কৌলীন্য-দ্বারা নিয়মিত করিতে হইবে; তদ্ব্যতীত, এখানে আর-একটি ধর্ম্ম-নিয়ম এই যে, কৌলীন্যকে সভ্যতা-দ্বারা, অর্থাৎ লোকারাধ্য আচার-ব্যবহার দ্বারা—এক কথায় লৌকিকতা দ্বারা—নিয়মিত করিতে হইবে। এখানে কৌলীন্য-পাশ হইতে প্রত্যাহৃত হইয়া, ধর্ম্ম, তদপেক্ষা আরো সূক্ষ্মতর পাশে—সভ্যতা-পাশে—আটক পড়িয়া রহিল। এখানে সভ্যতাই সাক্ষাৎ ধর্ম্ম-স্থানীয়, ও কৌলীন্য গার্হস্থ্য এবং স্বার্থ ধর্ম্মের অঙ্গ-স্থানীয়। যেখানে সভ্যতার উপরে—বা লোকাচারের উপরে—আর কোন নিয়ামক নাই, সেখানে লোকাচার যে, সর্ব্বাংশে নির্দ্দোষ হইবে, তাহা হইতেই পারে না; এরূপ নির্ম্মস্তক লোকাচারের সভ্য রীতি নীতির সঙ্গে অনেক-এমন কুরীতি জড়িত থাকে, যাহা বিশুদ্ধ ধর্ম্মের বশবর্ত্তী হইয়া ক্রমে ক্রমে পরিবর্ত্তিত হইয়া যাওয়া প্রার্থনীয়। এ পর্য্যন্ত যে-সকল ধর্ম্ম-নিয়মের কথা বলা হইল, তাহাদের কাহারো এত দূর চক্ষু ফুটে নাই যে, ভাল বস্তুকে মন্দ বস্তু হইতে বাছিয়া লইতে পারে; কিন্তু ধর্ম্ম যখন সভ্যতা-হইতেও উপরে উঠিয়া নিজের বিশুদ্ধ স্বরূপে দণ্ডায়মান হয়—আত্ম-বিস্মৃত অজ্ঞাত-বাসের বেশ ভূষা পরিত্যাগ করিয়া যখন সে নিজ মূর্ত্তি ধারণ করে, তখন কি ভাল ও কি মন্দ তাহা সে স্পষ্টাক্ষরে দেখিতে পায়। প্রথম পংক্তির স্বার্থ-ধর্ম্ম আপনার শারীরিক কুশলকে (সংক্ষেপে শরীরকে) অবলম্বন করিয়া বর্ত্তিয়া থাকে; দ্বিতীয় পংক্তির গার্হস্থ্য ধর্ম্ম স্ত্রী-পুত্রাদিকে এবং প্রধানতঃ গৃহপতিকে; তৃতীয় পংক্তির কৌলীন্য-ধর্ম্ম জ্ঞাতি-বন্ধুকে এবং প্রধানতঃ কুলপতিকে; চতুর্থ পংক্তির লৌকিক ধর্ম্ম দেশকে এবং প্রধানতঃ দেশের রাজাকে অবলম্বন করিয়া বর্ত্তিয়া থাকে; কিন্তু পঞ্চম পংক্তির বিশুদ্ধ ধর্ম্ম দেশেরও উপরের বস্তু—তাহার অবলম্বন কে? যখন সমস্ত দেশ একদিকে ও গালিলিও একদিকে—গালিলিওর সেই অবস্থাটি এক বার মনে ভাবিয়া দেখ। সে অবস্থায় কয়-জন লোকের প্রকম্পিত আড়ষ্ট কণ্ঠ-নলী হইতে সত্য মস্তক উত্তোলন করিয়া বাহির হইতে পারে? গালিলিও যখন ধীর গম্ভীর স্বরে বলিলেন যে, "সূর্য্য স্থির রহিয়াছে—পৃথিবী তাহার চতুর্দ্দিকে ঘুরিতেছে" তখন তাঁহার অবলম্বন জগতের কেহই নহে—তখন অন্তরতম বিশুদ্ধ সত্যই তাঁহার একমাত্র অবলম্বন। এইরূপ দেশকাল-নিরপেক্ষ বিশুদ্ধ ধর্ম্মের আর-

এক নাম পরমার্থ। বিশুদ্ধ ধর্ম্মের নিয়ম দেশ-বিশেষে বা কাল-বিশেষে বা জাতি-বিশেষে বদ্ধ থাকিবার নহে। এইরূপ বিশুদ্ধ ধর্ম্ম-নিয়ম যোগ-শাস্ত্রে "সার্ব্বভৌম মহাব্রত" বলিয়া উক্ত হইয়াছে; যথা,

"এতে তু জাতি-দেশ-কাল-সময়ানবচ্ছিন্নাঃ সার্ব্বভৌমা মহাব্রতং"।

পঞ্চম পংক্তিতে পূর্ব্বেকার চারিটি নিয়ম তো আছেই—কি না প্রবৃত্তিকে স্বার্থ দ্বারা, স্বার্থকে গার্হস্থ্য দ্বারা, গার্হস্থ্যকে কৌলীন্য দ্বারা, কৌলীন্যকে সভ্যতা দ্বারা, নিয়মিত করিতে হইবে; তদ্ব্যতীত এখানকার আর একটি ধর্ম্ম-নিয়ম এই যে, সভ্যতাকে পরমার্থ দ্বারা নিয়মিত করিতে হইবে; অথবা যাহা একই কথা—লোকাচারকে সার্ব্বভৌমিক বিশুদ্ধ ধর্ম্ম দ্বারা নিয়মিত করিতে হইবে। পঞ্চম পংক্তিতে পরমার্থই ধর্ম্ম-স্থানীয়, ও সভ্যতা কৌলীন্য গার্হস্থ্য এবং স্বার্থ এ সমস্তই ধর্ম্মের অঙ্গ-স্থানীয়। পরমার্থ আবির্ভূত হইলে নিম্ন-নিম্ন সমস্ত পংক্তিরই শ্রী ফিরিয়া যায়; তাহার নির্নিমেষ চক্ষে পড়িয়া, সভ্যতা হইতে কুরীতির সমস্ত দলবল ঘর-দ্বার উঠাইয়া লইয়া একে একে প্রস্থান করিতে থাকে; এখন সভ্যতা শুদ্ধ কেবল সভ্যতা-মাত্রেই ক্ষান্ত থাকে না, সভ্যতা এখন সুসভ্যতা হইয়া দাঁড়ায়; সুসভ্যতার প্রভাবে কৌলীন্য সুশোভন ভদ্রতা হইয়া দাঁড়ায়; সুশোভন ভদ্রতার প্রভাবে গার্হস্থ্য এবং স্বার্থ উভয়েই নব-তর কল্যাণ-তর মূর্ত্তি ধারণ করে।

এই স্থল-টিতে বিষম এক কুতর্ক উপস্থিত হইতে পারে—সে-টি এই যে, ধর্ম্ম-শব্দের অর্থ নিতান্তই চলতি-মুখে পড়িয়া আছে—তাহার অর্থের কোন ঠিকানা নাই; এক-দেশে (যেমন জঙ্গুলিয়া দেশে) স্বার্থই পরাকাষ্ঠা ধর্ম্ম, আর-এক দেশে স্বার্থকে দমন করাই পরাকাষ্ঠা ধর্ম্ম; তবে আর ধর্ম্মের স্থিরত্ব কোথায়? স্থিরত্ব যে, কোথায়, তাহা উপরি-উক্ত ধর্ম্ম-সোপানের প্রতি একটু প্রণিধান করিলেই দেদীপ্যমান হইয়া উঠিবে। ধর্ম্ম-সোপানের পাঁচটি পংক্তির পাঁচটি ধর্ম্ম-নিয়ম পাঁচ প্রকার নহে কিন্তু একই প্রকার। মূল নিয়ম একটি মাত্র; সেটি এই যে, অন্তঃকরণের বিশেষ বৃত্তিকে সাধারণ বৃত্তি দ্বারা নিয়মিত করিতে হইবে। ইহা-অপেক্ষা সুস্পষ্ট আর কি হইতে পারে যে,লোভাদি প্রবৃত্তি অপেক্ষা আপনার শারীরিক মঙ্গল-ইচ্ছা সাধারণ বৃত্তি; আপনার শারীরিক মঙ্গল-ইচ্ছা অপেক্ষা গৃহের মঙ্গল-ইচ্ছা সাধারণ বৃত্তি; গৃহের মঙ্গল-ইচ্ছা অপেক্ষা কুলের মঙ্গল-ইচ্ছা সাধারণ বৃত্তি; কুলের মঙ্গল-ইচ্ছা অপেক্ষা দেশের মঙ্গল-ইচ্ছা সাধারণ বৃত্তি; দেশের মঙ্গল-ইচ্ছা অপেক্ষা সার্ব্বভৌমিক বিশুদ্ধ মঙ্গল-ইচ্ছা সাধারণ বৃত্তি; সুতরাং সকল পংক্তিরই ধর্ম্ম-নিয়ম এই যে, বিশেষ বৃত্তিকে সাধারণ-বৃত্তি দ্বারা নিয়মিত করিতে হইবে। শাস্ত্রোক্ত অন্তঃকরণের বৃত্তি-বিভাগের সহিত এখানকার এই ধর্ম্ম-সোপানের পংক্তি-বিভাগের চমৎকার মিল রহিয়াছে। আমাদের দেশের প্রচলিত শাস্ত্রানুসারে, প্রথমে প্রাণ, তাহার পর মন, তাহার পর অহঙ্কার, তাহার পর বুদ্ধি, তাহার পর আত্মা, উত্তরোত্তর প্রধান-পদবীতে আরূঢ়। প্রথম, প্রাণ;—শরীর-রক্ষাই প্রাণের ধর্ম্ম; স্বার্থের পংক্তিতে আমরা দেখিয়াছি যে, পশুবৎ জঙ্গুলিয়া-দিগের প্রাণে বাঁচিয়া থাকাই জীবনের প্রধান-তম কার্য্য। দ্বিতীয়, মন;—প্রাণে বাঁচিয়া থাকা তো আছেই—তাহার উপর স্ত্রী পুত্রের মুখ-দর্শন করিয়া মনকে সুখে রাখা গার্হস্থ্যের উদ্দেশ্য। তৃতীয়, অহঙ্কার; বাহিরের বিষয় দ্বারা উপরঞ্জিত হওয়া (স্ত্রীপুত্রের মুখ-

দর্শনে সুখী হওয়া) যেমন মনের ধর্ম্ম, তেমনি আপনার পৌরুস-কার্য্যে আপনাকে প্রতিবিম্বিত দেখা অহঙ্কারের ধর্ম্ম। মনের দৃষ্টি সম্মুখ পানে—সম্মুখস্থিত বিষয়-সমুহে; অহঙ্কারের দৃষ্টি পশ্চাৎপানে,—পৌরুষ কার্য্য করিয়া অর্থাৎ কর্ত্তৃত্ব করিয়া—"আমি এই কার্য্য করিলাম" এই বলিয়া আপনার প্রতি ফিরিয়া দেখা, অহঙ্কারের লক্ষণ। পূর্ব্ব পুরুষদিগের কীর্ত্তির প্রতি ফিরিয়া দেখাও আপনার পৌরুষ দ্বারা সেই কীর্ত্তিতে নূতন জীবন সঞ্চার করা, আর, পুত্র-পৌত্রাদিকে তাহার উপযুক্ত করিয়া গড়িয়া তোলা, কৌলীন্যের প্রধান উদ্দেশ্য; কৌলীন্য এইরূপ অহঙ্কার-প্রধান। এখানে এইটি দেখা কর্ত্তব্য যে, যেখানে পারমার্থিক ধর্ম্ম পরিস্ফুট হয় নাই, সেখানে কমৃটের শাস্ত্রানুযায়ী লৌকিক ধর্ম্মই সর্ব্বোচ্চ ধর্ম্ম ও সেখানকার পক্ষে তাহা ভাল বই মন্দ নহে; তেমনি আবার, যেখানে লৌকিক ধর্ম্ম পরিস্ফুট হয় নাই, সেখানে ইউরোপের মধ্যাব্দীয় অহঙ্কার-প্রধান কৌলিক ধর্ম্ম, যাহা Chivalry নামে প্রসিদ্ধ, তাহাই সর্ব্বোচ্চ ধর্ম্ম; সুতরাং সেখানে তাহাই শ্রেয়স্কর। দেশকাল-পাত্রোচিত শোভন অহঙ্কার মনের উপর কর্ত্তৃত্ব করিয়া নীচ প্রবৃত্তির পথ-রোধ করে—সুতরাং তাহা ভাল বই মন্দ নহে; কিন্তু যদি অহঙ্কার মাত্রা ছাড়াইয়া উঠিয়া অযোগ্য তীব্র ভাব ধারণ করে, তাহা হইলে তাহা অবশ্যই নিন্দনীয়। এমন কি, অহঙ্কারে অতি মাত্র স্ফীত হইলে, মনুষ্য উন্মাদ হইয়া উঠিতে পারে; Don Quixot-এর উপন্যাস ইহার একটি পরিপাটী উদাহরণ। অহঙ্কারের উত্তেজনায় মনুষ্যের স্পর্দ্ধা কখনো কখনো আকাশ ছাড়াইয়া উঠে,—ক্ষুদ্র মনুষ্য পরাৎপর পরমেশ্বরের স্থলাভিষিক্ত হইতে লজ্জিত হয় না,—ভেক ফুলিয়া হস্তী হওয়া ইহার কাছে কোথায় লাগে। কিন্তু "আমি ভদ্র-সন্তান" বলিয়া মনুষ্যের যে-একটা দেশ কাল পাত্রোচিত কৌলীন্য-অহংকার, তাহা নিন্দনীয় হওয়া দূরে থাকুক, তাহাই ধর্ম্ম-সোপানের মধ্যম পংক্তি। চতুর্থ, বুদ্ধি;—কৌশল দ্বারা কার্য্য সমাধা করাই বুদ্ধির ধর্ম্ম; বুদ্ধির প্রধান লক্ষ্য আপনার পৌরুষের প্রতি নহে, কিন্তু কার্য্যোদ্ধারের প্রতি। একাকী সকল-কার্য্যে কর্ত্তৃত্ব করিলে আপনার পৌরুষেরই পরিচয় দেওয়া হয়—কিন্তু তাহাতে কার্য্য ভাল হয় না; সকলে মিলিয়া সকলের জন্য কার্য্য করিলে আপনার আপনার পৌরুষ অনেকটা চাপা পড়িয়া যায় বটে, কিন্তু তাহাতে কার্য্য যেমন ভাল হয়—তেমন আর কিছুতেই নহে; এইরূপ সুকৌশলে কার্য্য সুনির্ব্বাহ করা সভ্যতার একটি প্রধান লক্ষণ। কৌলীন্য যেমন অহঙ্কার-প্রধান, সভ্যতা সেইরূপ বুদ্ধি-প্রধান। পঞ্চম, আত্মা;—সার্ব্বভৌমিক মঙ্গল, বিশুদ্ধ মঙ্গল, পরিপূর্ণ মঙ্গল, এক কথায় পরমার্থ, বহির্জ্জগতের কুত্রাপি দৃষ্ট হইতে পারে না—আত্মাই তাহার একমাত্র বসতিস্থান। স্বার্থ যেমন শরীরের মঙ্গল, গার্হস্থ্য যেমন মনের মঙ্গল, কৌলীন্য যেমন অহঙ্কারের মঙ্গল, সভ্যতা যেমন বুদ্ধির মঙ্গল, পরমার্থ সেইরূপ আত্মার মঙ্গল। মনুষ্য-জাতির আত্মার মঙ্গল সাধিত হইলে—মনুষ্য-জাতির আত্মা সার্ব্ব-ভৌমিক বিশুদ্ধ মঙ্গল-ইচ্ছায় পরিপূর্ণ হইলে—দেশের—কুলের গৃহের—শরীরের—সমস্তেরই মঙ্গল সেই-এক মহা-মঙ্গলের অনুগামী হয়। আর একটি কথা এখানে বক্তব্য এই যে, অহংকার যেমন মনের উপর কর্ত্তৃত্ব করে—আত্মা (স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানের আকর আত্মা) সেইরূপ বুদ্ধির উপর কর্ত্তৃত্ব করে; বুদ্ধি যেমন উচ্চতর মন—আত্মা সেইরূপ উচ্চতর অহং। অহঙ্কার মনের কেন্দ্রস্থানে,—আত্মা বুদ্ধির কেন্দ্রস্থানে—

অধিরূঢ়। এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, শাস্ত্রোক্ত অন্তঃকরণের বৃত্তিবিভাগের সহিত ধর্ম্ম-সোপানের পংক্তি-বিভাগের আগা-গোড়া মিল রহিয়াছে। এখন বক্তব্য এই যে, বিশেষ বৃত্তিকে সাধারণ বৃত্তি দ্বারা নিয়মিত করিতে হইবে—এ নিয়মটি এমনি স্থির যে, কোথাও ইহার বিন্দু-বিসর্গেরও অন্যথা হইতে পারে না; ইহাকে ধর্ম্ম-সোপানের যে পংক্তিতে খাটাও, সেই পংক্তিতে খাটিবে। জ্যোতিষের একটি মূল নিয়ম এই যে, গুরুমণ্ডলের চতুর্দ্দিকে লঘু মণ্ডল ঘুরিবে; এই নিয়মটিকে যখন সূর্য্য-মণ্ডলে প্রয়োগ করি, তখন পাই যে, সূর্য্য বৃহত্তর আর-একটা সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে ঘুরিতেছে; উহাকে যখন ভূমণ্ডলে প্রয়োগ করি তখন পাই যে, সূর্য্য অপেক্ষাকৃত স্থির ও পৃথিবী তাহার চতুর্দ্দিকে ঘুরিতেছে; উহাকে যখন চন্দ্রমণ্ডলে প্রয়োগ করি, তখন পাই যে, পৃথিবী অপেক্ষাকৃত স্থির ও চন্দ্র তাহার চতুর্দ্দিকে ঘুরিতেছে; কিন্তু তাহা বলিয়া উপরি-উক্ত ভারাকর্ষণের নিয়ম তিন নিয়ম নহে—উহা একই নিয়ম। ইহারই ন্যায়, এ নিয়মটি একই নিয়ম যে অন্তঃকরণের বিশেষ বৃত্তিকে সাধারণ বৃত্তি দ্বারা নিয়মিত করিতে হইবে;—এ নিয়মটিকে প্রথম পংক্তিতে প্রয়োগ করিয়া পাইতেছি যে, প্রবৃত্তিকে আপনার শারীরিক মঙ্গল-ইচ্ছা দ্বারা নিয়মিত করিতে হইবে; দ্বিতীয় পংক্তিতে প্রয়োগ করিয়া পাইতেছি যে, গৃহের মঙ্গল-ইচ্ছা দ্বারা আপনার স্বার্থকে নিয়মিত করিতে হইবে; তৃতীয় পংক্তিতে প্রয়োগ করিয়া পাইতেছি যে, কুলের মঙ্গল-ইচ্ছা দ্বারা গৃহের মঙ্গল-ইচ্ছাকে নিয়মিত করিতে হইবে; চতুর্থ পংক্তিতে প্রয়োগ করিয়া পাইতেছি যে, লোকের বা দেশের মঙ্গল-ইচ্ছা দ্বারা কুলের মঙ্গল-ইচ্ছাকে নিয়মিত করিতে হইবে; পঞ্চম পংক্তিতে প্রয়োগ করিয়া পাইতেছি যে, সমস্ত মঙ্গল-ইচ্ছাকে নিরপেক্ষ সার্ব্বভৌমিক মঙ্গল ইচ্ছা দ্বারা নিয়মিত করিতে হইবে, ইহাই পারমার্থিক ধর্ম্ম-নিয়ম। ধর্ম্মের মূল নিয়মটি (অর্থাৎ সাধারণ বৃত্তি দ্বারা বিশেষ বৃত্তিকে নিয়মিত করিতে হইবে,এই নিয়মটি) যদি ঐ পাঁচ পংক্তির একটি-কোন স্থানে না খাটিত, তবেই বলিতে পারিতাম যে, ধর্ম্ম-নিয়মের কোন স্থিরত্ব নাই; কিন্তু যখন দেখিতেছি যে, ও নিয়ম-টি এমনি অটল ও অপরিবর্ত্তনীয় যে, কোথাও উহার বিন্দু-বিসর্গেরও অন্যথা হইতে পারে না, তখন কোন্ লজ্জায় এরূপ কথা মুখে আনিব যে, ধর্ম্ম-নিয়মের কিছুই স্থিরতা নাই। কেহ বলিতে পারেন যে, গার্হস্থ্যও তো এক প্রকার স্বার্থ; স্ত্রী-পুত্র তো আমারই স্ত্রীপুত্র; স্ত্রীপুত্রের মঙ্গল তো আমার আপনারই মঙ্গল; ইহার উত্তর এই যে তোমার নিজের স্বার্থ (অর্থাৎ আপনি খাওয়া আপনি পরা) স্ত্রী-পুত্রের মঙ্গল-ইচ্ছা দ্বারা এরূপ ওতপ্রোত হইয়া রহিয়াছে যে, এখন তাহাকে চেনা ভার; তোমার স্বার্থ গৃহের মঙ্গলের মধ্যে এরূপ কবলিত হইয়া রহিয়াছে যে, স্বার্থ বলিবামাত্রই গৃহের মঙ্গল তোমার মনোমধ্যে উদিত হয়; ইহাতে কেবল ইহাই প্রমাণ হইতেছে যে, তোমার স্বার্থ অনেক কাল-যাবৎ গার্হস্থ্য দ্বারা নিয়মিত হইয়া চুকিয়াছে; সুতরাং তোমাকে এরূপ উপদেশ দেওয়া বাহুল্য যে, স্বার্থকে গার্হস্থ্য দ্বারা নিয়মিত করিতে হইবে; কিন্তু একজন জঙ্গুলিয়া—যে প্রথম পংক্তির ঊর্দ্ধে উঠে নাই—তাহার পক্ষে ঐ নিয়মটিই সর্ব্বোচ্চ ধর্ম্ম-নিয়ম। কোন পংক্তির নিয়ম কাহারো পক্ষে সহজ, কাহারো পক্ষে কঠিন—কিন্তু তাহা বলিয়া তাহার নিয়মত্বের এক-চুলও ব্যতিক্রম হইতে পারে না। ধর্ম্ম-নিয়মের স্থিরত্ব সংস্থাপিত হইল, এখন, আর-

একটি বিষয়ের মীমাংসা কেবল অবশিষ্ট—সেইটি হইয়া গেলেই আজিকের মত আমার বক্তব্যের পরিসমাপ্তি হয়।

স্বার্থ ধর্ম্ম-সোপানের সর্ব্বাপেক্ষা নিম্ন পংক্তি, এবং পরমার্থ সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ পংক্তি। স্বার্থ সহজত্বের আদর্শ এবং পরমার্থ উৎকর্ষের আদর্শ। গার্হস্থ্য যখন স্বার্থের ন্যায় সহজ হইয়া দাঁড়ায়, তখন তাহাই গার্হস্থ্যের সিদ্ধাবস্থা; কৌলীন্য এবং সভ্যতা যখন স্বার্থের ন্যায় সহজ হইয়া দাঁড়ায়, তখন তাহাই কৌলীন্য ও সভ্যতার সিদ্ধাবস্থা; পরমার্থ যখন স্বার্থের ন্যায় সহজ হইয়া দাঁড়ায়, তখন তাহাই মনুষ্যের চরম সিদ্ধাবস্থা ও পরম পুরুষার্থ; আর, তাহার সাধন মনুষ্যের অনন্তকালের উপজীবিকা। স্বার্থ যে কি—তাহা কাহাকেও বুঝাইবার প্রয়োজন হয় না; কিন্তু পরমার্থ যে কি, তাহা বিশেষরূপে বুঝাইয়া না বলিলে—নানা লোকে তাহার নানা প্রকার বিপরীত অর্থ বুঝিতে পারেন। পরমার্থ কি—ইহা ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে, প্রথমে পরমার্থের দিক্ নিরূপণ করা আবশ্যক। পূর্ব্ব-কথিত পংক্তি-গুলির মধ্যে যেখানে পরমার্থ প্রকাশ্য ভাবে নাই, সেখানেও পরমার্থের দিক্ আছে; অর্থাৎ যেখানে পরমার্থের ভাব পরিস্ফুট হয় নাই, সেখানেও পরমার্থের দিকে গতি চলিতেছে। স্বার্থ যদিচ পরমার্থ নহে, কিন্তু প্রবৃত্তি হইতে স্বার্থের দিক্ পরমার্থের দিক্; স্বার্থ হইতে গার্হস্থ্যের দিক্ পরমার্থের দিক্; গার্হস্থ্য হইতে কৌলীন্যের দিক্ পরমার্থের দিক্; কৌলীন্য হইতে সভ্যতার দিক্ পরমার্থের দিক্; সভ্যতা হইতে সার্ব্বভৌমিক মঙ্গলের দিক্ পরমার্থের দিক্। জনসাধারণের শুধু নয়—কিন্তু প্রতি জনেরই—শৈশব কাল হইতে পরমার্থের দিকে গতি চলিতে থাকে। নিতান্ত শিশুর, প্রথমে, কেবল স্তন পানের দিকেই ঝোঁক। তাহার পর সে মাতাকে ভাল বাসিতে আরম্ভ করে; মাতাকে লইয়াই শিশুর গার্হস্থ্য—কেননা শিশুর নিকটে মাতাই গৃহের সর্ব্বস্ব ধন। তাহার পর শিশু পিতাকে ভাল বাসিতে আরম্ভ করে। শিশুর নিকটে পিতা-অপেক্ষা ক্ষমতাশীল ব্যক্তি জগতে আর কেহই নাই; কাজেই "সেই অদ্বিতীয় ক্ষমতাশীল ব্যক্তি আমার স্নেহের বশ" এই বলিয়া তাহার মনোমধ্যে অহঙ্কারের মতো একটা সামগ্রী দেখা দেয়; এ অহঙ্কার নিতান্ত শিশু-অহঙ্কার, ইহার এখনো বিষ দাঁত বাহির হয় নাই—এটি যেন মনে থাকে। মাতাকে লইয়াই যেমন শিশুর গার্হস্থ্য, সেইরূপ পিতাকে লইয়াই শিশুর কৌলীন্য। দাম্ভিক কুলীন যেমন সমাজকে জ্বালাইয়া তোলে, আদুরে ছেলে সেইরূপ বাড়ি মাথায় করিয়া তোলে; প্রভেদ কেবল এই যে, শিশুর অহঙ্কার নির্ব্বিষ, সুতরাং একটুতে শান্ত হয়;—দাম্ভিক কুলীনের অহঙ্কার বিষাক্ত সুতরাং কিছুতেই শান্তি মানে না। আমরা দেখাইলাম যে, নিতান্ত শিশুর কেবল স্তনপানের দিকেই একমাত্র ঝোঁক,—ইহাই শিশু স্বার্থ; তাহার পর সে মাতাকে ভালবাসিতে আরম্ভ করে,—ইহাই শিশু গার্হস্থ্য; তাহার পর পিতাকে ভালবাসিতে শেখে, ও "পিতা, যাঁহা-অপেক্ষা উচ্চ আর কেহই নাই, তাঁহার আমি স্নেহের পাত্র" এই বলিয়া অহঙ্কৃত হয়, ইহাই শিশু কৌলীন্য;—গৃহের বালকেরা এখানে কুল, ও পিতা এখানে কুলপতি। অতঃপর বক্তব্য এই যে, শিশুর কিঞ্চিৎ বয়োবৃদ্ধি হইলে সে যখন পর-গৃহের সমবয়স্কদিগের সহিত ক্রীড়া কলহ ও পাঠাভ্যাসে রত হয়, তখন অনেকের টক্‌রাটক্‌রিতে তাহার অহঙ্কারের উপশম হইয়া বুদ্ধির উদ্রেক হয়; সমবয়স্কদিগের স-

হিত সদ্ভাবে মিলিত হওয়াই শিশু সভ্যতা বা শিশু লৌকিকতা। তাহার পর এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায় যে, মিথ্যা কহিতে কোন কোন বালকের রসনায় বাধে ; কোন কোন বালক অনর্গল মিথ্যা কহে ; এইরূপ বালকগণের মধ্যেও পারমার্থিক ধর্ম্ম-ভাবের তারতম্য দেখিতে পাওয়া যায়। যে বালক মিথ্যা কহে না—পিতামাতার বাধ্য—দুর্ব্বলতর বালকের সহায়, তাহার মনোমধ্যে পরমার্থের ভাব নবোন্মেষিত হইয়াছে—এরূপ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এই তো গেল বালকের,—এখন যুবার কিরূপ ধর্ম্ম-সোপান—দেখা যা'ক। শিশুর যেমন স্তনপান—যুবার সেইরূপ অর্থোপার্জ্জন—উভয়ই জীবন-ধারণের জন্য ; এইটি স্বার্থের পংক্তি। প্রাণকে কুশলে রাখিবার জন্য যেমন অর্থোপার্জ্জন, তেমনি মনকে ভাল রাখিবার জন্য বিবাহ ; শিশুর যেমন মাতা—যুবার সেইরূপ স্ত্রী—মনের শূন্য যত-কিছু সমস্তই পূর্ণ করে ;—এইটি গার্হস্থ্যের পংক্তি। তাহার পর বৃদ্ধ পিতামাতার সেবা, আপনার প্রভুত্ব এবং কর্ত্তৃত্ব সমর্থন, ও দৃষ্টান্ত এবং উপদেশ-দ্বারা পুত্র কন্যাগণকে কুলোচিত রীতি নীতি ও বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া, জ্ঞাতি বন্ধুকে সদ্ভাব-দ্বারা বশীভূত করা, ইহাই কৌলীন্যের পংক্তি ; তাহার পর দেশহিতৈষী বিজ্ঞ-মণ্ডলীর সহিত মিলিয়া-মিশিয়া দেশের হিতানুষ্ঠানে লিপ্ত হওয়া,—এইটি সভ্যতার পংক্তি ; তাহার পর, আত্মার নিগূঢ় আকাঙ্ক্ষা মিটাইবার জন্য পরমাত্মার সহিত যোগযুক্ত হওয়া, এইটি পরমার্থের পংক্তি। এখানে এইটি দেখা আবশ্যক যে, যে যে ভাব যে যে পংক্তির অধিকারস্থিত—সেই সেই ভাব যে, সেই সেই পংক্তিতে সহসা আসিয়া আবির্ভূত হয়, তাহা নহে ; তাহা পূর্ব্ব পূর্ব্ব পংক্তিতে অপেক্ষাকৃত অপরিস্ফুট ভাবে বিদ্যমান থাকে—স্বপংক্তিতে আসিয়া পরিস্ফুট ভাব ধারণ করে, এই মাত্র। আর একটি কথা এখানে বিবেচ্য ; সে-টি এই যে, যে পংক্তির যে-টি—সে পংক্তির সে-টি নহিলে আর কিছুতেই আশ মিটিতে পারে না। গার্হস্থ্য-ভিন্ন আর কিছুতেই—মনের—আশ মিটিতে পারে না ; কিন্তু অহংকারের আশ মিটাইতে হইলে গৃহ তাহার স্থান নহে,—স্ত্রীপুত্রের উপর কর্ত্তৃত্ব করিয়া অহঙ্কারের পেট ভরিতে পারে না,—জ্ঞাতি বন্ধুকে সদ্‌গুণ-পাশে বদ্ধ করিতে পারিলেই অহঙ্কার রীতিমত পরিতৃপ্ত হয় ; তেমনি আবার, পল্লীগ্রাম-সুলভ দলাদলি-ব্যাপারে তীক্ষ্ণ বুদ্ধির সমস্ত ঝোঁক সমর্পণ করিলে, বুদ্ধির নিতান্ত অপব্যয় করা হয়,—অথচ তাহাতে বুদ্ধির পেট ভরে না ; দেশের হিতসাধন কার্য্যে বুদ্ধির যেমন উদর-পূর্ত্তি হয়, এমন আর কিছুতেই নহে। এখানে আরও-একটি কথা বিবেচ্য ; সেটি এই যে, উচ্চ পংক্তির অধিকার নিম্ন-পংক্তিতেও বলবৎ ;—লোকার্থ (অর্থাৎ দেশের মঙ্গল) বুদ্ধির স্বপংক্তি-সুলভ লক্ষ্য, কিন্তু বুদ্ধির অধিকার শুদ্ধ কেবল তাহার স্বপংক্তিতে বদ্ধ নহে—কৌলীন্য এবং গার্হস্থ্য পংক্তি ভেদ করিয়া তাহা স্বার্থ-পর্য্যন্ত প্রসারিত। ইহার ঠিক্ বিপরীত এই দেখা যায় যে, উচ্চ পংক্তিতে নিম্ন পংক্তির জোর খাটে না ; বুদ্ধির পংক্তিতে অহঙ্কারের তেজ নরম পড়িয়া যায় ; অহঙ্কারের পংক্তিতে স্নেহ-মমতার কোমল কলিকা মুসড়িয়া যায় ; গার্হস্থ্য-পংক্তিতে স্বার্থের স্বাতন্ত্র্য চাপা পড়িয়া যায়। এখানে, আর একটি দ্রষ্টব্য এই যে, সাধারণ বৃত্তি-দ্বারা বিশেষ বৃত্তির নিয়মিত হওয়া উচিত, এ কথার অর্থ কেহ যেন এরূপ না বোঝেন যে, বিশেষ বৃত্তিকে উচ্ছেদ করিয়া সাধারণ বৃত্তিকে তাহার স্থলাভিষিক্ত করা উচিত ;—

এমন অনেক ব্যক্তি আছেন—যাঁহারা আপনি না খাইয়া না পরিয়া—শরীরের স্বাস্থ্য নষ্ট করিয়া —পুত্র পৌত্রাদির জন্য ক্রমাগতই অর্থ সঞ্চয় করিতে থাকেন,—এরূপ ব্যক্তি গার্হস্থ্যের অনুরোধে স্বার্থে একেবারেই জলাঞ্জলি দে'ন,—ইহা কর্ত্তব্য নহে; তাই শাস্ত্রে আছে

"প্রাপ্য চাপ্যুত্তমং জন্ম লব্ধ্বা চেন্দ্রিয়সৌষ্ঠবং।
ন বেত্ত্যাত্মহিতং যস্তু স ভবেদাত্মঘাতকঃ॥"

যিনি উত্তম মনুষ্য জন্ম এবং ইন্দ্রিয়-সৌষ্ঠব লাভ করিয়া আপনার হিত জানেন না তিনি আত্ম-ঘাতী।

আবার, এমন অনেক ব্যক্তি আছেন যাঁহাদের স্ত্রীপুত্র পরিবার কষ্টে দিনপাত করিতেছে—তাহা তাঁহারা দেখিয়াও দেখেন না—অথচ কৌলীন্য-অহঙ্কারের বশবর্ত্তী হইয়া প্রভূত দান-কার্য্যে রত;—এরূপ কৌলীন্য গার্হস্থ্যের শোণিত শোষণ করে, তাই শাস্ত্রে আছে—

"শক্তঃ পরজনে দাতা স্বজনে দুঃখজীবিনি।
মধ্বাপাতো বিষাস্বাদঃ স ধর্ম্ম-প্রতিরূপকঃ॥

যে ব্যক্তি ক্ষমতা সত্ত্বেও দুঃখজীবী স্বজনের প্রতি উপেক্ষা করিয়া পরজনে দাতৃত্ব করেন, তাঁহার সে কার্য্য আপাততঃ মধু কিন্তু পরিণামে বিষ—তাহা ধর্ম্মের ভান মাত্র।

এই রূপ স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে স্বার্থকে উচ্ছেদ করিয়া গার্হস্থ্যকে তাহার স্থলাভিষিক্ত করা অথবা গার্হস্থ্যকে উচ্ছেদ করিয়া কৌলীন্যকে তাহার স্থলাভিষিক্ত করা,—সাধারণতঃ—বিশেষ বৃত্তিকে উচ্ছেদ করিয়া সাধারণ বৃত্তিকে তাহার স্থলাভিষিক্ত করা, ধর্ম্ম নহে—ধর্ম্মের ভান-মাত্র; বিশেষ বৃত্তিকে উচ্ছেদ করা নহে—কিন্তু তাহাকে সাধারণ বৃত্তি দ্বারা নিয়মিত করাই প্রকৃত ধর্ম্ম কার্য্য। পঞ্চম পংক্তির আদর্শ সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ; পরমাত্মা ভিন্ন আর কোন কিছুতেই আত্মার আশ মিটিতে পারে না; এটি কেবল এখানে উল্লেখ মাত্র করিলাম, পরিশেষে ইহার প্রমাণ প্রদর্শন করিব। ফরাসীস্ দেশীয় কম্‌ট্—স্ত্রী কন্যা ও মাতা দ্বারা আত্মার আশ মিটাইতে বৃথা আয়াস পাইয়াছেন! গার্হস্থ্যের দৌড় মন পর্য্যন্ত;—আত্মার সাগর-স্পৃহা শান্ত করা সে-এক-ফোঁটা শিশিরের কর্ম্ম নহে! স্ত্রীলোক এবং প্রাকৃত লোকদিগের আত্মার তৃপ্তির জন্য, কম্‌ট্, গার্হস্থ্যকেই আদর্শরূপে বরণ করিয়াছেন,—কিন্তু পণ্ডিত লোকেরা তাহাতে ভুলিবার পাত্র ন'ন,—ইহাঁদের আত্মার তৃপ্তির জন্য তিনি 'মনুষ্যত্ব' বলিয়া একটি দেব-মূর্ত্তি সাজাইয়া তুলিয়াছেন; আর, সভ্যতার মূল-প্রবর্ত্তক পিতৃপুরুষদিগকে জড়ো করিয়া তাঁহাদের নামের মন্ত্র-বলে সেই মূর্ত্তিটির প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। এ চেষ্টাও বৃথা চেষ্টা; কেননা সভ্যতার দৌড় বুদ্ধি পর্য্যন্ত—তাহার উপরে নহে; সভ্যতা কিছু আর পরমার্থ নহে—যে, আত্মার পিপাসা শান্তি করিবে! লোকে কথায় বলে "দুধের সাধ ঘোলে মেটে না"——এ কথাটি দিব্য এখানে ফলিয়াছে; যে পংক্তির যে টি নহিলে নয়—সে পংক্তিতে তাহার বদলে আর-একটা কিছু আনিয়া দাঁড় করানো নিতান্তই বাল্য-ক্রীড়া। আমরা ওরূপ 'গায়ের জোর' প্রকটনে ক্ষান্ত হইয়া—স্বভাবতঃ যে পংক্তির পর যে পংক্তি আইসে, ও সত্য-সত্যই যাহাতে যে-পংক্তির অভাব-পূরণ হয়, তাহাই যথা-ক্রমে প্রদর্শন করিলাম। এইরূপ, কি পৃথিবীর নানা দেশ-বিদেশ, কি ব্যক্তি-বিশেষের জীবন, যেখানেই আমরা দৃষ্টিপাত করি না কেন—সেইখানেই দেখিতে পাই যে, স্বার্থ হইতে পরমার্থের দিকে গতিই—দৈহিক মঙ্গল হইতে আধ্যাত্মিক মঙ্গলের দিকে গতিই—জড়ত্ব হইতে মনুষ্যত্বের দিকে গতিই—প্রকৃতির অন্তরতম উদ্দেশ্য; আর, প্রকৃতিকে যদি অন্ধভাবে না

দেখিয়া চক্ষুষ্মান্ ভাবে দেখা যায়, তবে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাহাই ঈশ্বরের অভিপ্রেত ; আবার, আত্মাতে যদি পরমাত্মার প্রভাব হৃদয়ঙ্গম করা যায়, তবে বুঝিতে পারা যায় যে, তাহাই ঈশ্বরের আদেশ।

পরমার্থের দিক্ নিরূপিত হইল ; এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, পরমার্থ বস্তুটা কি ?

জগতে যদিও নানা প্রকার অমঙ্গল রহিয়াছে, কিন্তু সকলেরই গতি যে, মঙ্গলের দিকে, ইহা সহজ বুদ্ধিতে সকলেরই ধারণা হয় ; কিন্তু ইহার উপর তর্ক চালাইলে বিধিমত প্রমাণ প্রয়োগ ভিন্ন তাহার মীমাংসা হইতে পারে না ; কিন্তু সে-সকল প্রমাণ কেবা ধৈর্য্য ধরিয়া অনুসন্ধান করে, কেবা ধৈর্য্য ধরিয়া আদ্যোপান্ত লিপিবদ্ধ করে, কেবা ধৈর্য্য ধরিয়া শ্রবণ বা অধ্যয়ন করে। সরল-বুদ্ধি বা সহজ-বুদ্ধি বিনা-প্রমাণেই শ্রেয়ঃ হৃদয়ঙ্গম করে ; কুটিল-বুদ্ধি বা বিকৃত বুদ্ধি বিনা-প্রমাণেই তাহা অগ্রাহ্য করে ; প্রমাণ যিনি—তিনি সপক্ষ এবং বিপক্ষ দুই পক্ষেরই নিকট তাড়া খাইয়া নতশিরে স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন ও চারিদিকের জান্‌লা কপাট বন্ধ করিয়া দে'ন। মনে কর অপরাহ্ণের কোন একটি নির্দ্দিষ্ট মুহূর্ত্তে দুইটা তালগাছের দুইটা ভূতল-শায়ী ছায়ার দৈর্ঘ্য মাপিয়া এইরূপ দেখা গেল যে, ছায়া-দ্বয়ের দৈর্ঘ্য অবিকল সমান ; যিনিই ঐরূপে ঐদুটা ছায়া মাপিয়া দেখিবেন তিনিই বলিবেন যে, ও-দুই বৃক্ষের আয়তন অবিকল সমান—কেহই তাহার প্রমাণ চাহিবেন না ; কিন্তু যদি কেহ তাহার প্রমাণ চাহেন, তবে তাঁহাকে তাহার প্রমাণ প্রদর্শন করা কি ভয়ানক কষ্ট-কর ব্যাপার। তিনি হয় তো জ্যামিতির নামও শুনেন নাই, অথচ তাঁহার নিকট আদ্যোপান্ত জ্যামিতির সমস্ত সিদ্ধান্ত-গুলির মর্ম্ম ব্যাখ্যা করিতে হইবে ; তাহার দুই পংক্তি শুনিয়াই তিনি হয় তো মর্ম্মে জ্বলিয়া বলিবেন "থা'ক্—যথেষ্ট হইয়াছে—আমি এখন বিদায় হই।" সহজ বিষয়ের প্রমাণ এইরূপ ভয়ানক কঠিন ব্যাপার। যাহা প্রমাণ করা কঠিন, তাহাই যে অপ্রামাণ্য—এ কথার কোন অর্থ নাই। জগতে নানা প্রকার অমঙ্গল রহিয়াছে—এইটির প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়াই তার্কিকেরা মনে করেন যে, ঈশ্বর যে—মঙ্গল স্বরূপ নহেন—তাহার যথেষ্ট প্রমাণ দেখানো হইল ; কিন্তু জগতে যদি সহস্র অমঙ্গল থাকে, তাহা হইলেও এটি অপ্রমাণ হয় না যে, সকল অমঙ্গলেরই গতি মঙ্গলের দিকে। সকল অমঙ্গলেরই গতি মঙ্গলের দিকে—ইহাই ঈশ্বরের অসীম শক্তি এবং মঙ্গল-ভাবের পরিচয় দিতেছে। জগৎ কিছু-আর পূর্ণ মঙ্গল নহে—স্বয়ং ঈশ্বর নহে—সুতরাং জগতে ন্যূনাধিক পরিমাণে অমঙ্গল থাকিবারই কথা ; কিন্তু জগতের মূলে ঈশ্বরের অপরিসীম শক্তি এবং মঙ্গল ইচ্ছা বর্ত্তমান আছে বলিয়াই, যাবতীয় অমঙ্গল উত্তরোত্তর-ক্রমে মঙ্গল হইতে মঙ্গলে পরিণত হইতেছে। নিরীশ্বর মহলে এই কথাটি অকাট্য প্রমাণ বলিয়া গৃহীত হয় যে, ঈশ্বর যদি সর্ব্ব-শক্তিমান্—তবে কেন তিনি জগৎকে পূর্ণ মঙ্গল করিয়া সৃষ্টি না করিলেন ? ইহার উত্তর এই যে, এরূপ কতকগুলি কার্য্য আছে—যাহা পাগলে স্বচ্ছন্দে করিতে পারে,—বিজ্ঞলোক কোন মতেই করিতে পারে না ;—কিন্তু বিজ্ঞ-লোক পাগলের কার্য্য করিতে পারে না বলিয়া—আমরা কি তাঁহাকে ক্ষমতাহীন বলিব ? গোল-চতুষ্কোণ—দুই পূর্ণ মঙ্গল—দুই মহাকাশ—সমস্তই উন্মাদের কল্পনা ; চতুষ্কোণ বলিবা মাত্রই অ-গোল চতুষ্কোণ বুঝায়—

জগৎ বলিবামাত্রই অপূর্ণ জগৎ বুঝায়;— ঈশ্বরের আবির্ভাব অল্পে অল্পে জগতে পরিস্ফুট হইতেছে,—কিন্তু ঈশ্বরের সর্ব্বাঙ্গীন ভাব জগতে থাকিতে পারে না,—তাই জগৎ অপূর্ণ। গোল-চতুষ্কোণ যেমন অসঙ্গত— দুই মহাকাশ যেমন অসঙ্গত—দুই ঈশ্বর যেমন অসঙ্গত—দুই পূর্ণ-মঙ্গল সেইরূপ অসঙ্গত। দুই ঈশ্বর যেমন অসঙ্গত—দুই পূর্ণ-মঙ্গল সেইরূপ অসঙ্গত। গোল-চতুষ্কোণ হইতে পারে—এরূপ মনে করাই উন্মাদের লক্ষণ,—তাহাতে বুদ্ধির শক্তিহীনতাই প্রকাশ পায়—ক্ষমতার পরিবর্ত্তে অক্ষমতাই প্রকাশ পায়। গোল-চতুষ্কোণ সৃষ্টি করা তো অনেক দূরের কথা—গোল-চতুষ্কোণের সম্ভাব্যতা বিশ্বাস করা পর্য্যন্ত অশক্তির লক্ষণ—নির্বুদ্ধিতার লক্ষণ। গোল চতুষ্কোণ—দুই পূর্ণমঙ্গল—পাগলের জ্ঞানেই স্থান পাইতে পারে, ঈশ্বরের সুমহৎ জ্ঞানে তাহা কিরূপে স্থান পাইবে? ঈশ্বরের জ্ঞানে, যাহা, স্থান পাইবার অযোগ্য— তাঁহার সৃষ্টিতে তাহা কিরূপে স্থান পাইবে? বাহিরে যেমন দুই মহাকাশ অসম্ভব, অন্তরে যেমন দুই জীবাত্মা অসম্ভব, জগতে সেইরূপ দুই পরমাত্মা অসম্ভব; পরমাত্মা স্বয়ংই পূর্ণ মঙ্গল, দ্বিতীয় পূর্ণ মঙ্গল অসম্ভব। গোল-চতুষ্কোণ জানা বুদ্ধি-বিপর্য্যয়েরই লক্ষণ,—যাহা বাস্তবিক সত্য তাহা জানা (যেমন জ্যোতিষ জানা)—ইহাই জ্ঞানের লক্ষণ। সেইরূপ, যাহা জ্ঞান-সঙ্গত নহে—তাহা করিতে না পারা অশক্তির লক্ষণ নহে; উল্টা আরো, তাহা করিতে পারা যায়—এরূপ মনে করাই অশক্তির লক্ষণ। ঈশ্বর সর্ব্বগত হইয়া সমস্তই জানিতেছেন; কিন্তু গোল-চতুষ্কোণ—দুই পূর্ণ মঙ্গল—এ সমস্ত অলীক কথা, যাহা আমাদেরই জ্ঞানের অযোগ্য, তাহা তাঁহার পরিশুদ্ধ জ্ঞানে স্থান পাইতে পারে না;— যাহা তাঁহার জ্ঞানে স্থান পাইবার অযোগ্য, তাহা তাঁহার সৃষ্টিতে কিরূপে আসিবে? জগতে যখন পূর্ণ মঙ্গল নাই—তখন জগতে অমঙ্গল অবশ্যই আছে; কিন্তু ঈশ্বরের অপরিসীম শক্তির প্রভাবে জগৎ মঙ্গলের দিকে আকৃষ্ট রহিয়াছে—জগৎ মঙ্গলের জন্য নানা-বিধ বেদনা অনুভব করিতেছে—নানাবিধ শক্তি প্রকটন করিতেছে;—সকল শক্তির মূলে ঈশ্বরের মহতী শক্তি বিদ্যমান—এই অর্থে ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান্; ও ঈশ্বরের মহতী-শক্তি ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান কোন ঘটনাতেই পর্য্যাপ্ত হইতে পারে না— এই অর্থে ঈশ্বরের শক্তি অসীম শক্তি। অতএব, "ঈশ্বর গোল-চতুষ্কোণ সৃষ্টি করিতে পারেন না" বলিলে নহে—কিন্তু "পারেন" বলিলেই তাঁহার জ্ঞান এবং শক্তিতে কলঙ্ক আরোপ করা হয়। পরমার্থ কি—ইহা যিনি সত্যসত্যই প্রমাণ-দ্বারা অবগত হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহার প্রথম কর্ত্তব্য এই যে, তিনি শেষ-পর্য্যন্ত ধৈর্য্য ধরিয়া যত্ন-পূর্ব্বক তাহার অনুসন্ধান করেন—একটুতেই অধৈর্য্য না হ'ন। আপনি অনুসন্ধান করা স্বতন্ত্র, আর, তর্ক দ্বারা অন্যের মত খণ্ডন করা স্বতন্ত্র; তর্কের ভিতর নানা প্রকার কুতর্ক প্রবেশ করিতে পারে, কিন্তু সযত্ন অনুসন্ধানের মধ্যে কুতর্ক প্রবেশ করিতে পথ পায় না। অনুসন্ধান নিষ্ফল হইতে পারে,—তাহা হইলে সত্য জানা গেল না—এই পর্য্যন্ত; কিন্তু কুতর্ক যেমন সত্যের পরিবর্ত্তে মিথ্যা দাঁড় করায়—অনুসন্ধান সে পাপে লিপ্ত হয় না। কোন একটা স্বাভিপ্রেত বিষয়—যাহা আমরা নিজে বুঝি না, তাহা যখন আমরা অন্যকে বুঝাইতে যাই, তখন আমরা কুতর্ক দ্বারা তাহার চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিবার চেষ্টা

করি; কিন্তু আমরা যখন প্রাণপণ যত্নে কোন-একটা বিষয়ের প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হইতে যাই, তখন আমরা পারৎপক্ষে আপনার চক্ষে সেরূপ ধূলি নিক্ষেপ করি না। পরন্তু যেখানে সত্য অনুসন্ধান নহে—কেবল জয়-পরাজয়ই আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য, সেখানে আমরা আপনার চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিব—তাহাও স্বীকার, তথাপি—কোটি বজায় রাখিতেই হইবে—তাহা প্রাণান্তেও ছাড়া হইবে না—এইটি আমাদের সংকল্প। অতএব পরমার্থ কি—ইহা যাঁহারা সত্যসত্যই জ্ঞানে আয়ত্ত করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা যত্নপূর্ব্বক তাহার তত্ত্বান্বেষণে প্রবৃত্ত হউন্; অন্য কাহাকেও তাহার অস্তিত্ব বা নাস্তিত্ব বুঝাইতে না গিয়া, অগ্রে যত্ন-পূর্ব্বক আপনি তাহা বুঝিতে চেষ্টা করুন। পরমার্থ-সম্বন্ধে তাঁহার মনো-মধ্যে যদি কোন প্রশ্ন উদিত হইয়া থাকে—"পরমার্থ আছে অথবা পরমার্থ নাই" এইরূপ যদি কোন প্রশ্ন উদিত হইয়া থাকে, তবে তিনি আপনি সেই প্রশ্নের ভিতর তলাইয়া দেখুন,—তাঁহার যত্ন নিতান্ত নিষ্ফল হইবে না। তাঁহার প্রশ্নের গভীর অভ্যন্তরে তিনি যে এক মুহূর্ত্তেই তলাইতে পারিবেন—এরূপ প্রত্যাশা করাই অন্যায়; ধৈর্য্য ধরিয়া তাঁহাকে অল্প অল্প করিয়া তলাইতে হইবে,—ক্রমে তিনি দেখিবেন যে, সেই প্রশ্নের গভীর অন্তস্তলে তাহার উত্তর ঝক্‌মক্ করিতেছে; দেখিবেন যে, সে উত্তর মনুষ্য-জ্ঞানের নিতান্ত অগম্য নহে। এখন, পরমার্থ কি, এই প্রশ্নটির ভিতর কি জ্যোতির্ম্ময় রত্ন প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, তাহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হওয়া যা'ক্।

পরমার্থ কি? অর্থাৎ মনুষ্য-জীবনের পরম অর্থ কি? এ প্রশ্নের ভিতর আর একটি প্রশ্ন প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে; সে-টি এই যে, মনুষ্য জীবনের পরম অভাব কি? ক্ষুধারূপী অভাব যদি আমাদের না থাকিত, তবে ধান্য আমাদের অর্থের মধ্যে পরিগণিত হইত না। ক্ষুধা আছে বলিয়াই ধান্যের অন্বেষণ; পরম অভাব আছে বলিয়াই পরম অর্থের অন্বেষণ। ক্ষুধা-তৃষ্ণা আমাদের বিশেষ একজাতীয় অভাব; কিন্তু তাহা ছাড়া আরো অসংখ্য-জাতীয় অভাব আমাদের আছে; কারাগারস্থিত ব্যক্তির ক্ষুধা-তৃষ্ণার জন্য কোন ভাবনা নাই, কিন্তু তাহার সমস্ত হৃদয়ই অভাবে পরিপূর্ণ। আমাদের বিশেষ-বিশেষ নানাজাতীয় অভাবের মধ্যে সর্ব্বসাধারণ অভাব কি? পরম অভাব কি? আমরা পরিমিত—এইটিই আমাদের পরম অভাব। বিশেষ বিশেষ অভাবের বিশেষ বিশেষ আধার আছে এবং বিশেষ বিশেষ আকাঙ্ক্ষার বিষয় আছে;—অন্ধকাররূপী অভাবের আধার চক্ষুরিন্দ্রিয়; যে জীবের মূলেই চক্ষুরিন্দ্রিয় নাই, সে জীব আলোকের অভাব (কি না অন্ধকার) উপলব্ধি করে না; অন্ধকার-রূপী অভাবের আধার চক্ষুরিন্দ্রিয়, এবং তাহার আকাঙ্ক্ষার বিষয়—আলোক। নিস্তব্ধতা-রূপী অভাবের আধার শ্রবণেন্দ্রিয় এবং তাহার আকাঙ্ক্ষার বিষয়—শব্দ। এখানে দেখিতে হইবে যে, চক্ষু কেবল অন্ধকার-রূপী একটি-মাত্র অভাবের আধার; কর্ণ কেবল নিস্তব্ধতা-রূপী একটি মাত্র অভাবের আধার; উভয়ের কেহই সাধারণতঃ সকল অভাবের আধার নহে; কিন্তু "আমরা পরিমিত" ইহা আমাদের সকল অভাবের মূলস্থিত সাধারণ অভাব—এই সাধারণ অভাব-টির আধার কে? আত্মাই, চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি সমস্ত ইন্দ্রিয়ের সাধারণ মধ্যস্থল; ইহাতেই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, আত্মাই ঐ সাধারণ অভাবটির আধার; আত্মাই অপূর্ণতা-রূপী অভাবের আধার। আত্মার এই যে, পরম

অভাব, ইহার অর্থ (কি না আকাঙ্ক্ষার বিষয়) কাজেই পরম অর্থ—এক কথায়—পরমার্থ। সে পরমার্থ কি? চাক্ষুষ অভাব যে, অন্ধকার, তাহার আকাঙ্ক্ষার বিষয় অন্ধকারের অবিকল বিপরীত; কি? না আলোক; তেমনি আত্মার অভাব যে, অপূর্ণতা, তাহার আকাঙ্ক্ষার বিষয় অপূর্ণতার অবিকল বিপরীত—কি?—না পূর্ণ মঙ্গল। অতএব, পূর্ণ মঙ্গলই আত্মার পরম অর্থ—এক কথায়—পরমার্থ। এখন চক্ষু অন্ধকার-রূপী অভাবের আধার, আত্মা অপূর্ণতা-রূপী অভাবের আধার, এ যেন হইল; কিন্তু আলোকের আধার কে? পূর্ণ মঙ্গলের আধার কে? আলোকের আধার—সূর্য্য; পূর্ণ মঙ্গলের আধার—পরমাত্মা।

পরমার্থের দিক্ যে কি, তাহা আমরা ইতিপূর্ব্বে দেখিয়াছি; প্রবৃত্তি হইতে স্বার্থের দিক্ পরমার্থের দিক্, স্বার্থ হইতে লোকার্থের দিক্ পরমার্থের দিক্, লোকার্থ হইতে নিরপেক্ষ মঙ্গলের দিক্ পরমার্থের দিক্; এখন পাইতেছি যে, পূর্ণ মঙ্গলই পরমার্থ এবং তাহার আধার—পরমাত্মা। প্রকৃতির অভ্যন্তরে কোথাও সাক্ষাৎ পরমার্থ নাই—পূর্ণ মঙ্গল নাই; কিন্তু প্রকৃতির সর্ব্ব স্থানেই পরমার্থের দিকে—পূর্ণ মঙ্গলের দিকে—গতি নিরন্তর চলিতেছে; তাই, অসভ্যতার মধ্য হইতে সভ্যতা, অধর্ম্মের মধ্য হইতে ধর্ম্ম, অজ্ঞানের মধ্য হইতে জ্ঞান, ক্রমে ক্রমে অভিব্যক্ত হইতেছে। কোথায় কোন্ এক অলক্ষিত ভাণ্ডার রহিয়াছে (আছে এই খানেই—আমরা মনে করিতেছি কতই না জানি দূরে) সেই পরমাশ্চর্য্য অলৌকিক ভাণ্ডার হইতে মনুষ্যের আত্মার অভাব-নিত্য নিত্য পরিপূরিত হইয়া আসিতেছে; সে ভাণ্ডার পূর্ণ ভাণ্ডার—সে ভাণ্ডার অক্ষয় ভাণ্ডার; তাহার নাম পূর্ণ মঙ্গল এবং তাহার অধ্যক্ষ এক অদ্বিতীয় পরমাত্মা। পরমাত্মার এই পূর্ণ মঙ্গল—যাহা সমস্ত প্রকৃতির মূলে কার্য্য করিয়া সকলকেই নিম্ন পংক্তি হইতে ক্রমে ক্রমে উচ্চ পংক্তিতে উঠাইয়া দিতেছে—এই পূর্ণ মঙ্গলের সহিত আমরা যদি আমাদের ইচ্ছাকে একতানে মিলিত করি, তাহা হইলে—যদি সমস্ত জগতের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয় তবেই আমাদের ইচ্ছা ব্যর্থ হইবে, কিন্তু বরং সূর্য্য পশ্চিমে উদিত হইতে পারে, নিখিল আকাশ রসাতলে নিমগ্ন হইতে পারে, তথাপি পূর্ণ মঙ্গলের একটি রেণু-কণাও বিচলিত হইতে পারে না, যথার্থ ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তির আধ্যাত্মিক অন্তঃসারের দূরতম প্রভাবও ব্যর্থ হইতে পারে না।

সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন যে, এ পর্য্যন্ত যত কিছু বলা হইল, সমস্তই কাঁটা খোঁচা বাদ দিয়া বলা হইল। কিন্তু উপসংহার-স্থলে কাঁটা খোঁচা সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলা আবশ্যক। অনেক কাল প্রসব বেদনা ভোগ করিয়া, স্বার্থ—গার্হস্থ্য প্রসব করে, গার্হস্থ্য কৌলীন্য প্রসব করে, কৌলীন্য—সভ্যতা প্রসব করে, সভ্যতা—পরমার্থ প্রসব করে। এই সব প্রসব-বেদনা বিপ্লব নামে প্রসিদ্ধ। ধর্ম্ম-সোপানের প্রত্যেক পংক্তিতে হাঁ এবং না এই দুইটি দিক্ আছে; তাহার মধ্যে না'য়ের দিকে লোকের বেশী ঝোঁক পড়িলেই লোক-সমাজে বিপ্লব ও মাতামাতি উপস্থিত হয়। গত শতাব্দীর ফরাসিস্ রাজ্য-বিপ্লব ইহার একটি জাজ্বল্যমান প্রমাণ। গত শতাব্দীতে, ইউরোপে, সভ্যতা-পংক্তি হইতে পরমার্থ-পংক্তিতে উত্থান করিবার একটা অব্যবস্থিত উদ্যম—আঁকুবাঁকু—চারিদিকে মস্তক উত্তোলন করিয়া উঠিয়াছিল। এ অবস্থায়, সভ্যতা-পংক্তি ছাড়িয়া দেওয়া না'য়ের দিক্ (প্রসিদ্ধ ফরাসীস্ গ্রন্থকার রোসো ইহার পথ প্রদর্শক), ও পরমার্থ পংক্তি

অবলম্বন করা হাঁ'য়ের দিক্। যাঁহাদের মনোমধ্যে হাঁ'য়ের দিক্ আদর্শ পদবীতে উত্থান করিয়াছিল, সে-সকল জ্ঞানী লোকের সংখ্যা অতীব অল্প হইবারই কথা। জ্ঞানী-লোকদিগের জ্ঞানাধিষ্ঠিত আদর্শ সাধারণ লোকেরা কেমন করিয়াই বা বুঝিতে পারিবে—কাজেই সাধারণ লোকের মনে না'য়ের দিক্‌টাই বিপরীত প্রবল হইয়া উঠিল। সভ্যতা ভাঙিয়া ফেলিতে হইবে—এইটিই তাহাদের একমাত্র ব্রত হইয়া উঠিল; ও পরমার্থ-পংক্তিতে আরোহণ করিতে হইবে—এ ভাবটি সাত হাত জলের নীচে চাপা পড়িয়া গেল। ইহার ফল কি হইল? জন-সাধারণের উপদ্রবে সভ্যতা তো ছারখার হইয়া গেল—এখন উপায় কি? পরমার্থের আকর্ষণ এখনো এত প্রবল হয় নাই যে, তাহা জনসাধারণকে উপরে টানিয়া তুলিবে; কাজেই স্বার্থের আকর্ষণ নিজ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া জন-সমাজকে নীচে টানিতে বিলক্ষণ সুযোগ পাইল। স্বাধীনতা, সমতা, ভ্রাতৃভাব, এই শব্দগুলি শুনিতে কেমন সুমধুর,—সাক্ষাৎ পরমার্থ। কিন্তু ফরাসীস্ বিপ্লবের অভিধান খুলিয়া দেখ দেখিবে—কি ভয়ানক! স্বাধীনতার অর্থ স্বেচ্ছাচার, সমতার অর্থ নীচতা, ভ্রাতৃভাবের অর্থ ভ্রাতৃবধ! বর্ত্তমান শতাব্দী সভ্যতা পংক্তি হইতে পরমার্থ পংক্তিতে উত্থান করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে; কিন্তু না'য়ের দিক্‌কে—মায়াবিনী না'য়ের দিক্‌কে—সাবধান! আমরা সভ্যতা লৌকিকতা এবং সামাজিকতা পরিত্যাগ করিতে উদ্যত;—অনেকেই আমরা মনে মনে ঠাহরাইয়াছি যে, আমরা পারমার্থিক লোক—লৌকিকতা বা সামাজিকতা আমাদের জন্য নহে; লোককে (অর্থাৎ অক্ষম লোককে—ক্ষমতাশীল লোকের কথা স্বতন্ত্র!) আমরা ডরাই না,—লোক যেন শুধু-কেবল ডরাইবারই সামগ্রী—ভাল বাসিবার সামগ্রী নহে! মনে কর যেন আমরা আমাদের দেশারাধ্য যতকিছু আচার ব্যবহার রীতি-নীতি সভ্যতা সমস্তই ছারখার করিয়া ফেলিলাম—তাহার পর আমাদের দশা কি হইবে? বর্ত্তমান কালে পরমার্থের আকর্ষণ কি এতদূর প্রবল হইয়াছে যে, তাহা আমাদিগকে সভ্যতা-পংক্তি হইতে পরমার্থ-পংক্তিতে এক নিমেষে টানিয়া তুলিবে? কখনই না—হইবে যাহা তাহা স্পষ্টই দেখা যাইতেছে; আমাদের যুগযুগান্তরের সঞ্চিত সভ্যতাকে, স্বার্থ, এক আছাড়ে ধূলিসাৎ করিয়া ফেলিবে—এই মাত্র। ইউরোপে এখন সভ্যতার না-অঞ্চলে, Nihilism (অর্থাৎ নাকিঞ্চিৎকা), নূতন দেখা দিয়াছে; সে যে কি কাণ্ড করে—তাহা এখন ভবিষ্যৎ-গর্ভে! এই সকল দেখিয়া শুনিয়া আমাদের উচিত যে, আমরা দেশ-কাল পাত্রোচিত সামাজিকতা লৌকিকতা এবং সভ্যতা যতদূর পারি অব্যাহত রাখিয়া অল্পে অল্পে পরমার্থের দিকে পদনিক্ষেপ করি;—পূর্ব্বতন সভ্য রীতি-নীতি সমস্তই পরিত্যাগ না করিয়া—শুদ্ধ কেবল তাহার অসার অংশ-গুলিই পরিত্যাগ করি ও তাহার সমস্ত সারাংশ নিষ্কর্ষণ করিয়া তাহার উপরেই পরমার্থের মূল-পত্তন আরম্ভ করি,—তাহা হইলেই আমাদের ইতিহাস পড়া সার্থক হইবে, ও আমাদের অভীষ্ট কার্য্য রীতিমত অগ্রসর হইবে। আর-একটি কথা এই যে, কৌলীন্যের কাল এখন গিয়াছে, এখনকার কাল সভ্যতার কাল। পূর্ব্বে পূর্ব্বে যেমন এক এক জন অসাধারণ ব্যক্তি উত্থিত হইয়া আর-আর ব্যক্তিকে অনেক দূর পশ্চাতে ফেলিয়া দিতেন, এখনকার কালে সেরূপ প্রাধান্য লাভ করা সহজ ব্যাপার নহে। এখনকার কাল পৌরুষ-প্রকাশের কাল নহে, কিন্তু কার্য্যোদ্ধারের কাল; যাহাতে বিশিষ্ট-

রূপে কার্য্যোদ্ধার হয়—তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া সকলে সমবেত হইয়া কার্য্য করাই এখনকার কালে শোভা পায়। কিন্তু আমাদের দেশে এখনো কৌলীন্যের এমনি প্রাদুর্ভাব ও সভ্যতার এমনি হীনাবস্থা যে, কোন একটি কার্য্য-সাধনের অভিপ্রায়ে দশ-জন একত্র হইলেই কার্য্যোদ্ধারের দিকে কাহারো লক্ষ্য থাকে না—আপনার আপনার প্রাধান্যের দিকে সকলেরই লক্ষ্য সন্নিবিষ্ট হয়। ইউরোপীয় কার্য্য-ক্ষেত্রে, অগ্রে কার্য্যোদ্ধার—তাহার পরে আর যাহা কিছু; এই-যে-একটি ভাব দেখিতে পাওয়া যায়, ইহাই সভ্যতার সর্ব্বপ্রধান পরিচায়ক। ইউরোপীয়দিগের নিকট হইতে আমরা আর-কিছু শিখি বা না শিখি—এই পরস্পরাধীনতার ভাবটি শিক্ষা করা আমাদের পক্ষে নিতান্তই আবশ্যক হইয়াছে। আমার আপনার দ্বারাই বা কি কার্য্য ও কতটা কার্য্য হইতে পারে, এইটি নিরপেক্ষ ভাবে পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিয়া আপনি আপনার উপযুক্ত কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া এবং অন্যকে তাহার আপনার উপযুক্ত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে দেওয়া—তাহার সে কার্য্যে কোন প্রকার বাধা নিক্ষেপ না করা, এইটি হইলেই সকলে সমবেত হইয়া কার্য্য করিবার পথ—এক কথায় সভ্যতার সোপান—আমাদের দেশে উন্মুক্ত হইয়া যায়। এরূপ হইলে, সভ্যতা-পংক্তি হইতে পরমার্থ পংক্তিতে উত্থান করিবার পথ এখনকার অপেক্ষা অনেক পরিমাণে নিষ্কণ্টক হইয়া যায়।

প্রাপ্তি স্বীকার।

আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে নিম্ন লিখিত ও পুস্তক পত্রিকাগুলি উপহার প্রাপ্ত হইয়াছি।

১। ঈশ্বর স্তোত্র ও প্রার্থনা। বাঁকুড়া ব্রাহ্ম-সমাজ হইতে দ্বিতীয়বার মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত।

২। নবগীত মঞ্জরি, প্রথম খণ্ড। শ্রী নবীনচন্দ্র দাস প্রণীত।

৩। শাঙ্খ্য-সূত্র। কপিল মহর্ষিকৃত। অনিরুদ্ধ ভট্টকৃত বৃত্তি ও বঙ্গানুবাদ সহিত শ্রী কালীবর বেদান্ত-বাগীশ কর্ত্তৃক সংশোধিত ও প্রকাশিত।

৪। জীবন পরীক্ষা বা ভীষণ স্বপ্ন চতুষ্টয়। শ্রী প্রিয়নাথ চক্রবর্ত্তী দ্বারা বিরচিত।

৫। শতদল। শ্রী হিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত।

৬। ভক্তি ও ভক্ত। শ্রীশ্রী কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন কর্ত্তৃক ব্যাখ্যাত।

৭। নীতি পদ্য ও নীতিপ্রভা। শ্রী ঈশানচন্দ্র বসু বিরচিত।

৮। মধ্য বাঙ্গালা সম্মিলনীর চতুর্থ সাংবৎসরিক কার্য্য বিবরণ। বঙ্গাব্দ ১২৯২-৯৩।

৯। হোমিও প্যাথিক চিকিৎসা সার। শ্রী হৃদয়-কৃষ্ণ সামন্ত কর্ত্তৃক সঙ্কলিত।

১০। Phrenological relation of the brain in its mental functions by Nursing chandra Haldar.

Jurnal of the Asiatic Society of Bengal Vol LV. Part 1. No. 111. 1886.

Proceedings of the Asiatic Society of Bengal November 1886.

Theosophist—December 1886.

Hindu Reformer, December 1889.

Fellow-Worker—November 1886.

ভারতী ও বালক। অগ্রহায়ণ ১২৯৩।

নব্য ভারত। মাঘ ঐ।

বামাবোধিনী। অগ্রহায়ণ ঐ।

বেদব্যাস। ঐ ঐ।

বীণা। ঐ ঐ।

সজ্জন তোষণী। কার্ত্তিক ঐ।

বান্ধব। ঐ ঐ।

ধর্ম্ম প্রচারক। কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ ঐ।

আর্য্য-প্রতিভা। অগ্রহায়ণ ঐ

বৈষ্ণব। ভক্তি প্রচারক পত্রিকা। কার্ত্তিক ঐ।

বিজ্ঞাপন।

বহুকাল হইল আদি ব্রাহ্ম-সমাজের গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে। এখন ইহা নিতান্ত জীর্ণ। ১১ মাঘের উৎসব উপলক্ষে বহু লোকের সমাগম হয়। ইহাতে বিলক্ষণ অনিষ্টের আশঙ্কা আছে। এ জন্য ট্রষ্টীরা এস্থানে ঐ উৎসবের অনুষ্ঠান করিতে নিষেধ করিয়াছেন। পরে আদি ব্রাহ্ম-সমাজের অধ্যক্ষেরা শ্রীমৎ প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের নিকট প্রার্থনা করাতে তিনি আপনার বাটীর বহিঃপ্রাঙ্গণে মাঘোৎসবের স্থান স্থির করিয়া দিয়াছেন। অতএব আগামী ১১ মাঘ রবিবার প্রাতঃকালের ব্রহ্মোপাসনা আদি ব্রাহ্ম-সমাজের ত্রিতল গৃহে না হইয়া শ্রীমৎ প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের বাটীর বহিঃপ্রাঙ্গণে হইবে। ঐ দিন সর্ব্বসাধারণে প্রাতঃকাল ৮ ঘটিকার সময় ঐ স্থানে উপস্থিত হইয়া ব্রহ্মোপাসনা করিবেন।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

আদি ব্রাহ্মসমাজের নিযুক্ত কর্ম্মচারী।

সভাপতি।

শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু।

অধ্যক্ষ।

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (পাথুরেঘাটা)
" রাজারাম মুখোপাধ্যায়।
" রমণীমোহন চট্টোপাধ্যায়।
" সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়।
" শ্রীনাথ মিত্র।
" দ্বিপেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
" প্রিয়নাথ শাস্ত্রী।
" আশুতোষ চৌধুরী।
" অমিয়নাথ মুখোপাধ্যায়।
" রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সম্পাদক।

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সহকারী সম্পাদক ও যন্ত্রাধ্যক্ষ।

শ্রীযুক্ত নীলমণি চট্টোপাধ্যায়।

ধনাধ্যক্ষ।

শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ মিত্র।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক।

শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সহকারী সম্পাদক।

শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন।

আয় ব্যয়।

শ্রাবণ হইতে কার্ত্তিক পর্য্যন্ত ব্রাহ্ম সম্বৎ ৫৭।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	১৭৪৪৸৶০
পূর্ব্বকার স্থিত ...	২৯৮০৸ ৬
সমষ্টি	৪৭২৫॥৶৬
ব্যয় ...	২০৩১॥ ৬
স্থিত	২৬৯৪৶০

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ	১৩৯॥৵৩

মাসিক দান।

শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর	
ব্রহ্ম সঙ্গীত বিদ্যালয়ের সাহার্য্য	৪৫৲
শ্রীযুক্ত বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	১৮৲
" " রমণীমোহন চট্টোপাধ্যায়	২৲
" " শ্রীনাথ মিত্র	১৲
" " বৈকুণ্ঠনাথ সেন	২৲

সাম্বৎসরিক দান।

রায় রমণীমোহন চৌধুরী ভুবভাণ্ডার	২৫৲
শ্রীযুক্ত বাবু জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর	১০৲
" " গগণেন্দ্রনাথ ঠাকুর	১০৲
" " নীলকমল মুখোপাধ্যায়	১০৲
" " কাশীনাথ দত্ত	২৲
শ্রীযুক্ত বাবু ভুমেশচন্দ্র বসু	২৲
" " কৈলাশচন্দ্র সিংহ	১৲
" " নকুড়চন্দ্র বিশ্বাস	১৲

শুভকর্ম্মের দান।

শ্রীযুক্ত বাবু শ্যামাপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়	১৲
দানাধারে প্রাপ্ত	৯॥৵৩
	১৩৯॥৵৩

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ...	২৮৬॥৬
পুস্তকালয় ...	৫০।৵৬
যন্ত্রালয় ..	৮৩৯।০
গচ্ছিত ...	২৩৯ /৯
ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ প্রকাশের মুলধন	৩২৸০
ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার ...	৬০৲
দাতব্য ...	৮৬৲
অধ্যাত্ম রামায়ণ	১১।০
সমষ্টি	১৭৪৪৸৶০

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ	৩৮১॥/৬
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ...	৩৪৯॥৩
পুস্তকালয়	৬৯/০
যন্ত্রালয়	১০০৮/৩
গচ্ছিত	৩৬ ৶৬
ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ প্রকাশের মুলধন	১৭/০
ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার	৬০৲
দাতব্য	৯৫৲
অধ্যাত্ম রামায়ণ	১৫৲
সমষ্টি	২০৩১॥ ৬

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

ব্রহ্মবাএকমিদমগ্রআসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

৪ মাঘ রবিবার ব্রাহ্ম সম্বৎ ৫৭।

আচার্য্যের উপদেশ।

আমরা প্রতিজনেই আপনাকে আপনাকে দুই ভাবে দেখিতে পারি,—নিখিল সমস্তের সহিত সংযুক্ত ভাবে, এবং নিখিল সমস্ত হইতে বিচ্ছিন্ন ভাবে। সমস্তের সহিত সংযুক্ত ভাবই পারমার্থিক ভাব, আর সমস্ত হইতে বিচ্ছিন্ন ভাবই সাংসারিক ভাব। এই পারমার্থিক ভাবের মূল কেন্দ্র স্বয়ং পরমাত্মা, এবং এই সাংসারিক ভাবের মূল কেন্দ্র জীবাত্মা। পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার যোগ—পরমার্থের সহিত সংসারের যোগ—অকাল মহাকালের সহিত বর্ত্তমান কালের যোগ—ইহাই অধ্যাত্ম-যোগ। অধ্যাত্ম-যোগের নানা পদ্ধতি নানা শাস্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে, কিন্তু যে পদ্ধতি ব্রাহ্ম দগের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেয় তাহাই ব্রাহ্মধর্ম্মে উপদিষ্ট হইয়াছে; তাহা এই,—

"প্রণবোধনুঃ শরোহ্যাত্মা ব্রহ্ম তল্লক্ষ্যমুচ্যতে অপ্রমত্তেন বেদ্ধব্যং শরবৎ তন্ময়োভবেৎ"

ওঙ্কার ধনু স্বরূপ জীবাত্মা শর স্বরূপ এবং পরমাত্মা লক্ষ্যস্বরূপ; প্রমাদশূন্য হইয়া এরূপে সেই শর বিদ্ধ করিবে—যেন তাহা পরব্রহ্মেতে তন্ময়ীভূত হইয়া যায়। ইহার মধ্যে কঠিন কার্য্য প্রমাদশূন্য হওয়া। প্রমাদ-শূন্য হইতে হইলে প্রমাদের মূল কারণকে অন্তঃকরণ হইতে উচ্ছিন্ন করা আবশ্যক। প্রমাদের মূল কারণ আমাদের আত্মগরিমা; আত্ম-গরিমার উচ্ছেদের একমাত্র উপায় এই—পরমাত্মা হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে জীবাত্মা যে কি প্রগাঢ় হীনাবস্থায় নিপতিত হয়, তাহা আপনাতে সাক্ষাৎ উপলব্ধি করা। আপনার ঐকান্তিক অকিঞ্চনতা উপলব্ধি করা, আর, পরমাত্মার অপার মাহাত্ম্য উপলব্ধি করা—এ দুই উপলব্ধি-কার্য্য বাস্তবিকই কিছু আর দুই কার্য্য নহে—ইহা একই কার্য্যের দুই পৃষ্ঠ। আপনার প্রগাঢ় অকিঞ্চনতার উপলব্ধিতেই পরমাত্মার অপার মাহাত্ম্যের উপলব্ধি হয়, এবং পরমাত্মার অপার মাহাত্ম্যের উপলব্ধিতেই আপনার প্রগাঢ় অকিঞ্চনতার উপলব্ধি হয়। এ কথার সত্যাসত্য যদি পরীক্ষা করিতে চাও—তবে দ্বিপ্রহর রজনীতে একাকী কোন ঝিল্লিকা-নিনাদিত গহন অরণ্যে প্রবেশ কর—পর্ব্বত

প্রদেশে এমন অনেক অরণ্য আছে যেখানে হিংস্র জন্তুর গতিবিধি নাই—সেইরূপ কোন অরণ্যে দ্বিপ্রহর রজনীতে একাকী প্রবেশ কর, তাহা হইলেই—এক দিকে আপনি এবং আর-এক দিকে নিখিল সমস্ত—এই দুয়ের তুলনায় আপনার প্রগাঢ় অকিঞ্চনতা দেদীপ্যমান হইয়া উঠিবে; সেই নিস্তব্ধ মুহূর্ত্তে নিখিল সমস্ত ভেদ করিয়া যখন ঈশ্বরের পবিত্র চক্ষু অনাবৃত আত্মার গভীরে নিপতিত হইবে—তখন পাপ-কলুষিত আত্মা আপাদ-মস্তক প্রকম্পিত হইয়া উঠিয়া লুকাইবার আর স্থান পাইবে না; এই সময়ে যখন সাধক উচ্চৈঃস্বরে ওঙ্কার ধ্বনি উচ্চারণ করিয়া পরমাত্মার অপার করুণার অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন, তখনই ওঙ্কার ধনুর অবলম্বনে জীবাত্মারূপ শর পরব্রহ্মরূপ লক্ষ্যেতে তন্ময়ীভূত হইয়া যায়।

পরমাত্মার সহিত যোগযুক্ত হইতে হইলে আত্মাই তাহার একমাত্র দ্বার—তদ্ভিন্ন দ্বিতীয় দ্বার নাই। আত্মার দ্বার তিনটি—জ্ঞান প্রেম এবং কর্ম্ম; তাই অধ্যাত্ম-যোগ ত্রিধা-বিভক্ত—জ্ঞান-যোগ, প্রেম-যোগ এবং কর্ম্মযোগ। আপনার প্রগাঢ় অজ্ঞতা-জ্ঞানের দ্বার দিয়া ঈশ্বরের সর্ব্বজ্ঞতা উপলব্ধি করাই জ্ঞান-যোগের আরম্ভ-সূত্র। আমরা অসত্য জানি না—"দুই আর দুয়ে পাঁচ হয়" জানি না—ইহা আমাদের অজ্ঞতার লক্ষণ নহে,—কিন্তু আমরা সত্য জানি না—এক গাছি ক্ষুদ্র তৃণেরও প্রকৃত তত্ত্ব জানি না—ইহাই আমাদের অজ্ঞতার লক্ষণ। "দুই আর দুয়ে পাঁচ হয়" ইহা আমরা জানিও না—জানিতে চাহিও না; এই জন্য আমরা তাহা জানি না বলিয়া আমাদের খেদের কোন কারণ নাই। জ্ঞানের সহিত যাহার আদবেই কোন সম্পর্ক নাই—এরূপ সত্তা আমরা জানি না বলিয়া ইউরোপীয় তার্কিকেরা অত্যন্ত খেদ প্রকাশ করিয়া থাকেন; কিন্তু "দুই আর দুয়ে পাঁচ" যেমন হইতেই পারে না—পৃষ্ঠা-রহিত পত্র যেমন হইতেই পারে না, সেইরূপ জ্ঞানের সহিত একেবারেই সম্পর্ক-রহিত—এরূপ সত্তা হইতেই পারে না,—অতএব তাহা না জানা'র জন্য খেদের কোন কারণ দেখিতে পাওয়া যায় না। অবশ্য, এমন অনেক সূক্ষ্ম সত্তা আছে, যাহা আমাদের ক্ষুদ্র জ্ঞানের অগোচর,—কিন্তু যাহা একেবারেই জ্ঞানের অগোচর—ঈশ্বরেরও জ্ঞানের অগোচর—এরূপ সত্তা হইতেই পারে না; "দুই আর দুয়ে পাঁচ" যেমন অসঙ্গত, ওরূপ অন্ধ সত্তাও সেইরূপ অসঙ্গত; অতএব ওরূপ সর্ব্বজ্ঞান-বহির্ভূত সত্তা আমরা জানি না বলিয়া—অসত্য জানি না বলিয়া—আমাদের খেদের কোন কারণ নাই। আমাদের খেদের কারণ কেবল এই যে, আমরা একগাছি তৃণেরও প্রকৃত তত্ত্ব জানি না, অথচ আমরা আপনাকে বিপর্য্যয় জ্ঞানী মনে করি। আমরা যে কত অজ্ঞান, তাহা যদি আমরা একবার প্রণিধান-পূর্ব্বক হৃদয়ঙ্গম করি, তবে সেই সঙ্গে আমরা এই মহান্ সত্যটি হৃদয়ঙ্গম করি যে, ঈশ্বর সমস্তই জানিতেছেন। অতএব আমাদের অজ্ঞতাবাদ ইউরোপীয় অজ্ঞতাবাদের ন্যায় অলীক এবং নৈরাশ্যপূর্ণ নহে, কিন্তু আমাদের অজ্ঞতা ঈশ্বর-প্রসাদে ক্রমশই জ্ঞানে পরিণত হইতে থাকিবে এইরূপ আশায় পরিপূর্ণ।

এখন, জ্ঞান-যোগ কি? আপনার অজ্ঞতা-উপলব্ধির মধ্য দিয়া পরমাত্মার পূর্ণ জ্ঞানে যুক্ত হওয়াই জ্ঞান-যোগ; আপনার অজ্ঞতা-জ্ঞান এখানে শর-স্বরূপ ও পরমাত্মার পূর্ণ জ্ঞান এখানে লক্ষ্য-স্বরূপ। প্রেম-যোগ কি? না বিষয়ে অতৃপ্তি-জনিত ব্যা-

কুলতায় মধ্য দিয়া পরমাত্মার পূর্ণ আনন্দে যুক্ত হওয়া; অন্তঃকরণের ব্যাকুলতা এখানে শর-স্বরূপ ও পরমাত্মার পূর্ণ আনন্দ এখানে লক্ষ্য-স্বরূপ। কর্ম্ম-যোগ কি? না আপনার প্রগাঢ় দৈন্যের মধ্য দিয়া পরমাত্মার মঙ্গলময় শক্তিতে যুক্ত হইয়া তাঁহার আদিষ্ট কর্ম্ম সাধন করা; এখানে আপনার দৈন্যই শর-স্বরূপ ও পরমাত্মার মঙ্গলময় শক্তিই লক্ষ্যস্বরূপ। এইরূপ যত প্রকার যোগ আছে—আপনার অকিঞ্চনতা এবং পরমাত্মার করুণাই সমস্তেরই সার সম্বল।

হে পরমাত্মন্! এই ভয়াবহ সংসার-সমুদ্রে তুমিই আমাদের একমাত্র কর্ণধার। আমরা অজ্ঞান ও মোহে আচ্ছন্ন হইয়া বিপথে পড়িলে তুমিই আমাদিগকে জ্ঞানালোক প্রদর্শন কর; আমাদের প্রাণ অধীরে ক্রন্দন করিলে তুমিই তোমার প্রেম-মুখ প্রদর্শন করিয়া আমাদের ব্যাকুলতা হরণ কর; আমরা দীন হীন অসহায় হইলে তুমিই আমাদের একমাত্র সহায় হইয়া আমাদিগকে অমোঘ আশ্রয় প্রদান কর; তুমি আমাদিগকে পরিত্যাগ কর নাই—আমরা যেন তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া সংসারের বিষময় পথে বিচরণ না করি—তুমি কৃপা করিয়া আমাদিগকে তোমার প্রসাদ বিতরণ কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

সপ্তপঞ্চাশ সাংবৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ।

১১ মাঘ রবিবার ৫৭ ব্রাহ্ম সম্বৎ।

প্রাতঃকাল।

এবারে পূজ্যপাদ শ্রীমৎ প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের বাটীর বহিঃপ্রাঙ্গণে ১১ মাঘের প্রাতঃকালীন মহোৎসব হইয়াছিল। তথায় অতি বিস্তীর্ণ চন্দ্রাতপের নিম্নে ও বাহিরে বহু সংখ্য লোক উপবিষ্ট হন। প্রাতঃকালে এরূপ জনতা ও উৎসাহ কখন দৃষ্ট হয় নাই। ব্রহ্মনামের কি গূঢ় ও গভীর আকর্ষণ। এই মহোৎসবে কোন বাহ্যাড়ম্বর নাই অথচ লোকের এইরূপ অনুরাগ। ইহা বাস্তবিকই ব্রাহ্মের মনে ভবিষ্যতের আশা প্রদীপ্ত করিয়া দেয়। ক্রমশ জন-কোলাহল নিস্তব্ধ হইলে বন্দনাগীত আরম্ভ হইল। পরে আচার্য্যেরা বেদি গ্রহণ করিলে পণ্ডিত শ্রীহেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন দণ্ডায়মান হইয়া নিম্নের উপদেশ ও উদ্বোধন পাঠ করিলেন।

ধর্ম্মসাধনই ব্রহ্মলাভের কারণ। কিন্তু কথাটী বড় সহজ নয়। ইহার জন্য ইচ্ছা চিন্তা ও কার্য্যের ক্রমশ সম্প্রসারণ আবশ্যক। কিন্তু কোন্ উপায়ে ইহা সহজ। মনুষ্যের যখন সমাজবন্ধন হয় নাই তখন প্রবৃত্তি তাহার নিয়ন্তা ছিল। এই প্রবৃত্তি হইতে স্বার্থের জন্ম এবং স্বার্থ হইতে গার্হস্থ্যের ভিত্তি নির্ম্মাণ হয়। এই অবস্থায় কেবল স্বার্থের আর একাধিপত্য থাকিতে পারে না। সমাজের স্থিতির নিমিত্ত পরার্থও দুরপনেয় হইয়া উঠে। আমি যখন সমাজ-সূত্রে আর পাঁচ জনের সহিত সম্বদ্ধ তখন তাহাদের স্বার্থ আমার উপেক্ষার বিষয় হইলে চলে না। সুতরাং গার্হস্থ্যই আত্মসম্প্রসারণের সহজ ও সুন্দর উপায়।

এক্ষণে দেখা যাক্ কোন্ সমাজের গার্হস্থ্য ব্যবস্থা ইহার অনুকূল। তুমি পৃথিবীর যে কোন সমাজ পরীক্ষা কর তন্মধ্যে স্বার্থ ও পরার্থের সঙ্কোচন ও প্রসারণ দেখিতে পাইবে কিন্তু প্রাচীন ভারতের গার্হস্থ্য সর্ব্বাপেক্ষা স্বতন্ত্র। এখানে পরার্থই স্বার্থ এবং পরমার্থ তাহার নিয়ন্তা। এই পরমার্থের নামান্তর সার্ব্বভৌম মহাব্রত। অর্থাৎ ইহা দেশকাল-নিরপেক্ষ বিশুদ্ধ ধর্ম্মনিয়ম।

এই মহাব্রতে প্রাচীন ভারতের গার্হস্থ্য জীবন নিয়মিত হইত। আমি এই প্রসঙ্গে অধিক বলিতে চাই না, ছত্রিশ বৎসর ত্রৈবেদিক ব্রত সমাপনের পর গার্হস্থ্যে প্রবেশ করিয়া লোকে যাহা করিত তাহারই একটী উল্লেখ করিব। প্রাচীন সমস্ত গার্হস্থ্য কার্য্যের একমাত্র পৃষ্ঠবংশ পঞ্চযজ্ঞ। এই পঞ্চযজ্ঞ শব্দে হয়তো অনেকে মনে করিতে পারেন ইহা প্রাচীন কালের কুসংস্কারোপহত একটী সংকীর্ণ ক্রিয়া মাত্র। বাস্তব ইহা ক্রিয়া বটে কিন্তু ইহার প্রসার বিশ্বব্যাপক। এখনকার গার্হস্থ্য নিয়মে স্বগৃহের বড় জোর প্রতিবাসীর কতকটা শ্রেয় সাধিত হয় কিন্তু এই প্রাচীন পঞ্চযজ্ঞানুষ্ঠায়ী গৃহীর গৃহ্য ধর্ম্ম স্বপরনির্ব্বিশেষে সার্ব্বভৌমিক মঙ্গলে প্রসারিত হইয়াছে। এই জন্যই বলিয়াছি পরমার্থ ইহার নিয়ন্তা। ফলত ইহা গৃহীর দৈনিক একটী অপরিহার্য্য কার্য্য ছিল। ইহাতে ঐহিক ও পারত্রিক সমস্ত শ্রেয় সম্পূর্ণ নির্ভর করিত এবং ইহা দ্বারা ইচ্ছা চিন্তা ও কার্য্য ক্রমশ সম্প্রসারিত হইয়া পরম পুরুষার্থ লাভের পথ উন্মুক্ত করিয়া দিত।

দেব, ঋষি, পিতৃ, মনুষ্য ও তির্য্যক্‌জাতির সেবা এই পঞ্চযজ্ঞের অন্তর্ভূত। ব্রহ্মধ্যান ব্রহ্মপূজা দেবসেবা। অধ্যয়ন ও অধ্যাপন ঋষিসেবা। লোকান্তরিত আত্মার স্মরণ পিতৃসেবা। অভ্যাগতের অন্নদান মনুষ্যসেবা। আর পশুপক্ষ্যাদির তৃপ্তিসাধন ভুতসেবা। ভগবান মনু বলিয়াছেন যিনি প্রতিদিন এই পঞ্চযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন তিনি ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন। ব্রহ্ম সর্ব্বব্যাপক ও সমদর্শী। তাঁহার দয়ার অন্ত নাই, স্নেহের পার নাই। তিনি এক পলকে আমাদের ইহ কাল ও পরকাল উভয়ই প্রত্যক্ষ করিতেছেন। এই মহান্ আদর্শে ক্ষুদ্র আত্মশক্তি প্রসারণের চেষ্টাই হিন্দুর ধর্ম্মসাধন ও দেবসেবা। পঞ্চযজ্ঞের এই কএকটী কার্য্যে তাহাই সিদ্ধ হইয়া থাকে। জ্ঞান দ্বারা অন্যকে মোহমুক্ত করা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কার্য্য আর নাই, এই বুঝিয়া ষট্‌ত্রিংশৎ বৎসরের সমষ্টি জ্ঞানের উপর আরও আহরণ ও মুক্ত হস্তে তাহা বিতরণ করা হইত। ইহা জ্ঞানযোগে জনসমাজে আত্মপ্রসারণ। প্রাচীন হিন্দুর হৃদয় কেবল জীবিতের শুভ কামনায় তৃপ্ত নয় এই জন্য যে সমস্ত আত্মা পৃথিবীর মায়াবন্ধন ছিঁড়িয়া লোকান্তরে বাস করিতেছে, যেবাং ন মাতা, যাহাদের মাতা নাই ঈশ্বরই মাতা, ন পিতা, পিতা নাই ঈশ্বরই পিতা, ন বন্ধুঃ, বন্ধু নাই ঈশ্বরই বন্ধু, নৈবান্নসিদ্ধিঃ, অন্নসিদ্ধি নাই ঈশ্বরই অন্ন, শ্রদ্ধার সহিত প্রতিদিন তাহাদিগকে স্মরণ ও তাহাদিগের ঔর্দ্ধদেহিক শুভ কামনা করা হইত। ইহা শ্রদ্ধাযোগে লোকান্তরে আত্মসম্প্রসারণ। প্রাচীন হিন্দুর দৃঢ় বিশ্বাস নিজের নিমিত্ত পাক করা পাপ আহার করার তুল্য, এই জন্য যে অন্নপূর্ণার স্থালীকটাহে তাঁহাদের একমুষ্টি ছিল তদ্দ্বারা বর্ণ ও জাতি নির্ব্বিশেষে ক্ষুৎপিপাসায় শ্রান্ত ক্লান্ত অভ্যাগত অন্ধ আতুর সকল প্রকার লোককে তৃপ্ত করা হইত। ইহা সাম্যযোগে আত্মপ্রসারণ। পৃথিবীর পশু পক্ষী প্রভৃতিকে আর কে কৃপার চক্ষে দেখিয়া থাকে, উহারা তো মনুষ্যের সদর্প পদক্ষেপেই দলিত হয়, কিন্তু পূর্ব্বের গার্হস্থ্য নিয়মে তাহাদিগেরও ক্ষুৎপিপাসা উপেক্ষিত হইত না। ইহা করুণাযোগে আত্মপ্রসারণ।

এই তো পঞ্চযজ্ঞ। এখন বুঝিয়া দেখ এই সমস্ত কার্য্য কেবলই পরার্থ এবং এই পরার্থে স্বার্থ অন্তর্ভূত। এইরূপ গৃহ্য নিয়ম কেবল নিজের ও প্রতিবাসীর নয় কিন্তু সমস্ত বিশ্বের মঙ্গল সাধন করিতেছে। সুতরাং

ইহা পরমার্থে কি না সার্ব্বভৌমিক মঙ্গলে প্রতিষ্ঠিত।

ইতিপূর্ব্বেই বলিলাম মহান আদর্শে ক্ষুদ্র আত্মশক্তি প্রসারণের চেষ্টাই হিন্দুর ধর্ম্মসাধন ও দেবসেবা। ক্ষুদ্র মনুষ্য অনন্ত কাল তাহাই করিবে। যে কার্য্য অনন্ত কালের জন্য হিন্দুর গার্হস্থ্যে তাহারই প্রতিষ্ঠা এবং পঞ্চযজ্ঞে তাহারই পূর্ণ বিকাশ। ফলত এই একটি কার্য্যে ঐহিক ও পারত্রিক উভয় উদ্দেশ্যই সাধিত হইতেছে। ইহা এক দিকে যেমন আত্মশক্তি প্রসারণ বা ধর্ম্মসাধনের উপযোগী তেমনি আর এক দিকে সামাজিক উৎকর্ষ সাধনের উপযোগী। দেবসেবায় আধ্যাত্মিক শক্তি, ঋষিসেবায় দিব্য জ্ঞান, পিতৃসেবায় লোকান্তরে বিশ্বাস, মনুষ্যসেবায় সাম্য, এবং ভূতসেবায় বিশ্বজনীন দয়া ও স্নেহ। ইহার একটীকে ছাড়িলে মনুষ্যের ধর্ম্মসাধন অসম্ভব হইয়া উঠে। পঞ্চযজ্ঞের এই হইল পারত্রিক উপযোগিতা। আবার ইহার ঐহিক উপযোগিতা কতদূর তাহাও দেখ।

জনসমাজের সর্ব্বাঙ্গীন শ্রীবৃদ্ধি করা দেহ ধারণের অপর একটি উচ্চ লক্ষ্য। কিন্তু এই বিষয়ে মুখ্যত এই কএকটি গুণ থাকা চাই। আধ্যাত্মিক বল, জ্ঞান, প্রাচীন সদ্ব্যবস্থার প্রতি সম্মান, সাম্য ও দয়া। পঞ্চযজ্ঞ দ্বারা তাহাও সিদ্ধ হইতেছে। কর্ত্তব্য সাধনের প্রতি উপেক্ষা থাকিলে সংসারের স্থিতি নষ্ট হয়। ইহার জন্য আধ্যাত্মিক বল চাই। আবার সর্ব্বাপেক্ষা দেবসেবাই মনুষ্যের শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্যসাধন। ইহার প্রভাবে অন্যান্য গুলি সহজ ও সুগম হয়। সুতরাং দেবসেবা হইতেই মনুষ্যের কর্ত্তব্যসাধনে আধ্যাত্মিক বল। জ্ঞান ব্যতীত হিতাহিত উৎকর্ষাপকর্ষ কিছুই বোধ হয় না, ঋষিসেবায় সেই জ্ঞান। পূর্ব্ব পূর্ব্ব পুরুষের চিন্তা, বুদ্ধি, জীবন পরম্পরায় প্রবাহিত হইয়া জনসমাজের ধর্ম্ম নীতি ও আচারাদি নির্দ্ধারণে স্পষ্ট কথায় সমাজগঠনে তোমার সহকারিতা করিতেছে। তোমার তরুণ জ্ঞানের ঔদ্ধত্য ইহার নিকট নতমস্তকে থাকুক নতুবা সমস্তই বিপর্য্যস্ত হয় এই জন্য পিতৃসেবা অর্থাৎ প্রাচীন সদ্ব্যবস্থায় সম্মান। কোন ব্যবধান না মানিয়া জনসমাজের শান্তিভঙ্গ নিবারণের জন্য জাতি বর্ণ নির্ব্বিশেষে অভ্যাগতের সম্মান নৃসেবা অর্থাৎ সাম্যরক্ষা। যাহার অভাবে মনুষ্য নিষ্ঠুর রাক্ষস, যদ্ব্যতীত সামাজিক বন্ধনের মর্ম্মসন্ধি ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া যায় কৃমি কীটাদি ভূতসেবায় সেই বিশ্বজনীন দয়া। ফলত ইহার একটিকে ছাড়িলে ঐহিক উৎকর্ষ-সিদ্ধি বা সমাজস্থিতি অসম্ভব হইয়া উঠে। প্রাচীন হিন্দুর এই পঞ্চযজ্ঞ। গার্হস্থ্যের একটী নিয়মে ইহকাল ও পরকাল অনুস্যূত রহিয়াছে। এই জন্যই বলিয়াছি হিন্দুর গার্হস্থ্য পরমার্থে কি না সার্ব্বভৌমিক বিশুদ্ধ ধর্ম্মনিয়মে প্রতিষ্ঠিত।

এই পঞ্চযজ্ঞের অনুষ্ঠান হিন্দুর নিত্য কার্য্য ছিল। জীবনের এই মহৎ উদ্দেশ্যে সহায়তা করিবার নিমিত্তই তাহার দার গ্রহণ। এই জন্য হিন্দুস্ত্রীর অপর নাম সহধর্ম্মিণী হইয়াছে। স্ত্রীলোকের হৃদয়ের শিক্ষাই শিক্ষা। এখনকার ন্যায় পূর্ব্বকালে স্ত্রীশিক্ষার বিশেষ যে কোন প্রণালী ছিল তাহা বোধ হয় না কিন্তু স্বামীর এই দৈনিক ধর্ম্মকার্য্যে তাহারা যার পর নাই হৃদয়ের শিক্ষা লাভ করিত। যে দোষ গৃহের শ্রী নষ্ট করে প্রাচীন গার্হস্থ্যের পরার্থপরতা স্ত্রীলোকের সেই আত্মম্ভরিতা নির্ম্মূল করিয়া দিত। গৃহের বৃদ্ধ আতুর স্ত্রী বালক এবং অতিথি ও পশুপক্ষ্যাদি তৃপ্ত হইলে পরে দম্পতীর জলস্পর্শ করিবার ব্যবস্থা। এই জন্য মহর্ষি মনু দম্পতীকে শেষভুক্ বলিয়া

নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ফলত এইরূপ ধর্ম্মবোধে অকাতরে স্বহস্তে আতিথ্য সৎকার, স্বহস্তে বৃদ্ধ আতুরের পরিচর্য্যা, স্বহস্তে বাক্‌শক্তিহীন পশুপক্ষ্যাদি সেবা পূর্ব্বকালে এই সমস্ত কার্য্য স্ত্রীজাতির হৃদয়ের শিক্ষায় কত দূর না অনুকূল ছিল। আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে বোধ হয় গার্হস্থ্যে বিদ্যাবতী অপেক্ষা হৃদয়বতীই পূজ্য। কারণ উদার স্ত্রীহৃদয়ে সংসার-দাব-দগ্ধ গৃহীর সকল ক্লেশেরই শান্তি হয়। ফলত প্রাচীন গার্হস্থ্যে স্ত্রী পুরুষ নির্ব্বিশেষে জনসমাজের শ্রীবৃদ্ধি হইত।

কৃতবিদ্য ব্রাহ্মগণ, ইহাই হিন্দুর পঞ্চযজ্ঞ। এই এক অনুষ্ঠানে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সকল প্রকার উন্নতির বীজ নিহিত। কি ধর্ম্ম কি জনসমাজ কি ব্যক্তিগত কি জাতিগত সকল স্বার্থই ইহার অন্তর্ভূত রহিয়াছে। হিন্দুর বিরাট হৃদয়ের এই বিরাট অনুষ্ঠান। তোমরা আজিও যে বিদ্যা বুদ্ধি সদাচার সভ্যতা যে কোন বিষয়ের পূর্ব্বগৌরব কীর্ত্তন কর সকলের বীজ এই এক অনুষ্ঠানে পূর্ণ বিকাশ পাইয়াছিল। ইহা কি উচ্চ কি গভীর কি ব্যাপক। ভাগ্যক্রমে তোমরা সেই জাতিতে জন্মিয়াছ এবং ভাগ্যক্রমে তোমরা এই সমস্ত পূর্ব্বসমৃদ্ধির একমাত্র উত্তরাধিকারী হইয়াছ। কিন্তু ভাবিতে হৃৎকম্প হয় তোমাদের সংস্কার-কুঠার অতি সুতীক্ষ্ণ ও যার পর নাই নির্ম্মম। এখন যে উজ্জ্বল গার্হস্থ্যের আদর্শ দেখাইলাম আজিও তাহার ভগ্নাবশেষ ভারতে রহিয়াছে। যদি জীবনে ধর্ম্মসঞ্চয় প্রার্থনীয় হয়, যদি গৃহ ও জনসমাজের শ্রী আবশ্যক হয় ইহা কদাচ নির্ম্মূল করিও না। যদি সামর্থ্য থাকে বরং ইহার সৌষ্ঠব সম্পাদন কর কিন্তু এককালে কদাচ নির্ম্মূল করিও না। বর্ত্তমান শতাব্দীর জ্ঞান কুণ্ঠিত হয় এই প্রাচীন পঞ্চযজ্ঞে এমন বিশেষ কিছুই নাই। ফলত ইহার প্রাণ বড় জ্যোতিষ্মান। তোমরা তদ্দারা স্ব স্ব গৃহ অনুপ্রাণিত কর। আমি নিজে অকিঞ্চন, আমার যা কিছু সমস্তই বিশ্বের জন্য হৃদয়ে এইরূপ দীনতা সঞ্চয় না করিলে দুর্গম ধর্ম্মপথে দাঁড়ানো বড় কঠিন। হিন্দুর এই প্রাচীন গার্হস্থ্যে তাহারই উচ্চ শিক্ষা। ধর্ম্মের কতকগুলি উদার মত অধিকার করিয়া এক দিবসের সামাজিক উপাসনায় ধর্ম্মসাধন হয় না। এই জন্য দিন দিন ধর্ম্মে আপনার জীবন উন্নত করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। ঈশ্বর সকলের জ্ঞানদাতা অন্নদাতা, তাঁহার নিকট জাতি বর্ণের কোন ব্যবধান নাই। এই আদর্শে আপনার আপনার গৃহকে তাঁহারই বিবাশ-ক্ষেত্র কর। কারণ গৃহই ধর্ম্মসাধনের সহজ ও সুন্দর উপায়। তোমরা জাতিতে হিন্দু, ধর্ম্মে হিন্দু। অতএব হিন্দুর বৈদিক প্রকৃতিযোগ, বেদান্তের জ্ঞানযোগ এবং গার্হস্থ্যের এই কর্ম্মযোগ প্রাণপণে বহন কর। ইহাতে তোমার মঙ্গল, আমার মঙ্গল, সমস্ত দেশের মঙ্গল।

আজ ১১ মাঘের মহা মহোৎসব। আজ এই স্বদেশ বিদেশের জনতা দেখিয়া হৃদয় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে। কোন্ কথায় সম্বর্দ্ধনা করিব উদ্বেল হৃদয়ে কিছুই আসিতেছে না। সম্বৎসরান্তে আবার ভ্রাতায় ভ্রাতায় পিতার ক্রোড়ে আসিয়া মিলিলাম। আমরা অর্দ্ধ শতাব্দীর অধিক কাল যে গৃহে এই মহা মহোৎসবের আয়োজন করিতাম আজ তাহার ইষ্টক জীর্ণ। কিন্তু বলিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইব না আজ সেই জীর্ণ গৃহের স্মরণই আমাদের অন্তর্বল বৃদ্ধি করিতেছে। এই ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাকালে চতুর্দ্দিক হইতে কতই উপদ্রব ও উৎপীড়ন আরম্ভ হইয়াছিল। তখন কে ভাবিতে পারিয়াছিলেন কালে ইহার ভিত্তি সুদৃঢ় হইবে। কিন্তু সেই সমাজগৃহের এক এক-

খানি জীর্ণ ইষ্টকই আজ আমাদের এই আশা বদ্ধমূল করিয়া দিতেছে। সত্যের দ্বার রুদ্ধ করে কাহার সাধ্য। আজ সেই সত্য ঈশ্বরেরই উৎসব। আমি প্রারম্ভে স্বস্তিবাচন পূর্ব্বক সকলকে উদ্বোধিত করিয়া দিলাম তোমরা তাহা উপভোগ কর।

পরমেশ্বর আমারদিগের স্বস্তিবিধান করুন।

ওঁ স্বস্তিঃ স্বস্তিঃ স্বস্তিঃ।

ব্রহ্মসঙ্গীত।

গুর্জ্জরী তোড়ি—চৌতাল।

প্রভাতে বিমল আনন্দে, বিকশিত কুসুমগন্ধে,
বিহঙ্গম গীত ছন্দে তোমার আভাস পাই।
জাগে বিশ্ব তব ভবনে প্রতি দিন নব জীবনে,
অগাধ শূন্য পূরে কিরণে, খচিত নিখিল বিচিত্র বরণে,
বিরল আসনে বসি তুমি সব দেখিছ চাহি।
চারি দিকে করে খেলা, বরণ কিরণ জীবন মেলা,
কোথা তুমি অন্তরালে, অন্ত কোথায়, অন্ত কোথায়,
অন্ত তোমার নাহি নাহি।

রামকেলী—কাওয়ালি।

নিকটে দেখিব তোমারে করেছি বাসনা মনে।
চাহিব নাহে চাহিব নাহে দূর দূরান্তর গগনে।
দেখিব তোমারে গৃহ মাঝারে, জননী স্নেহে ভ্রাতৃ প্রেমে
শত সহস্র মঙ্গল বন্ধনে।
হেরিব উৎসব মাঝে, মঙ্গল কাজে, প্রতিদিন হেরিব
জীবনে।
হেরিব উজ্জল বিমল মূর্ত্তি তব শোকে দুঃখে মরণে,
হেরিব সজনে নরনারী মুখে হেরিব বিজনে বিরলে হে
গভীর অন্তর আসনে।

অনন্তর ভক্তিভাজন আচার্য্য শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই উদ্বোধন পাঠ করিলেন।

মাঘের একাদশ দিবস—নিখিল ব্রাহ্মজনের লোচন-আনন্দকর মাঘের একাদশ দিবস, প্রেম-ভক্তির প্রস্রবণ উন্মোচনকারী হৃদয়-কপাট উদ্ঘাটন-কারী অমৃত সাগরের শীকরবাহী মাঘের একাদশ দিবস আমাদের সম্মুখে উপস্থিত। ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মমণ্ডলীর মধ্যে বিষয়ী অদ্য বিষয় কার্য্য বিস্মৃত হইয়াছেন, ধনী মানী অদ্য ধনমান বিস্মৃত হইয়াছেন, দীন দরিদ্র অদ্য দারিদ্র্য দুঃখ বিস্মৃত হইয়াছেন, পরাধীন কর্ম্মচারী অদ্য পরাধীনতা বিস্মৃত হইয়াছেন;—অদ্য আমরা প্রেমময়ের প্রেম নিকেতনে আগমন করিয়াছি, অদ্য তাঁহার প্রসন্ন মুখ-জ্যোতিতে আমাদের সকল দুঃখের অবসান হইয়াছে—সকল অভাবের পরিসমাপ্তি হইয়াছে; অদ্য সংসার-সমুদ্র যতই কেন গর্জ্জন করুক্ না—আমরা আমাদের পরম পিতার পরম মাতার ক্রোড়ে উপবিষ্ট হইয়াছি--অভয় কূলে উপনীত হইয়াছি—আর আমাদের ভয় নাই। আমাদের এই দীন হীন অকিঞ্চন মৃতপ্রায় ভারতভূমিতে—রোগ শোক পাপতাপের অভ্যন্তরে—কাহার সুকোমল হস্ত অদ্য এই অমৃত ভাণ্ডারের দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া দিল? তিনিই আমাদের মাতা। অত্যাচারীর অত্যাচারের উপর কাহার নির্নিমেষ নয়ন জাগ্রত রহিয়াছে—দেশহিতৈষী সাধু জনের শুভ বুদ্ধিতে কাহার অজেয় পরাক্রম অবতীর্ণ হইতেছে? তিনিই আমাদের রাজা। মোহ-রজনী ছিন্ন ভিন্ন করিয়া কাহার জ্ঞান-রশ্মি আত্মাতে প্রস্ফুটিত হইতেছে? তিনিই আমাদের গুরু। সমস্ত অমঙ্গল-রাশি অপসারণ-করিয়া কে আমাদিগকে মঙ্গল পথে আহ্বান করিতেছে? তিনিই আমাদের পিতা। কে আমাদের হৃদয়ে আসিয়া হৃদয়কে শীতল করিতেছেন? তিনিই আমাদের প্রাণ-বন্ধু। অদ্য আমরা সেই মাতার ক্রোড়ে সেই পিতার মঙ্গল-ছায়ায়, সেই গুরুর জ্ঞান-জ্যোতিতে, সেই রাজার শান্তি-রাজ্যে, সেই প্রাণ-সখার অমৃত সহবাসে, সকল সন্তাপ দূরে বিসর্জ্জন দিয়া আনন্দ-সাগরে নিমগ্ন হইব, ইহারই জন্য আমাদের এই মহোৎসব।

অতএব, অদ্য আমাদের মন হইতে সমস্ত দুশ্চিন্তা—সমস্ত বিষয়-চিন্তা—সমস্ত পাপ তাপ মোহ—দূর হইয়া যাক, এবং পরমাত্মাকে লইয়া আত্মা জাগ্রত হইয়া উঠুক্। অদ্য সমস্ত আকাশ ভেদ করিয়া—সসাগরা পৃথিবী কম্পিত করিয়া—আত্মা হইতে ওঙ্কার ধ্বনি উত্থিত হউক্, সমস্ত আকাশমণ্ডল সেই ধ্বনিতে পূর্ণ হইয়া যাউক,—সেই ধ্বনি জ্যোতিষ্কমণ্ডল সূর্য্য হইতে কিরণ-ছটারূপে নিঃসারিত হউক—মেদিনী হইতে ধন ধান্য ফল পুষ্পরূপে উত্থিত হউক্, বেদী হইতে বেদধ্বনিরূপে উদ্ঘোষিত হউক্—সঙ্গীত-মঞ্চ হইতে সঙ্গীত রবে উত্থিত হইয়া প্রশান্ত নিস্তব্ধ দশদিক্ মাধুর্য্যে দ্রবীভূত করিয়া দিক। অদ্য আমাদের শরীরের আত্মা আত্মার আত্মার সহিত সম্বন্ধ-সূত্রে গ্রথিত হইতেছে—এই সম্বন্ধ-সূত্র জ্যোতির্ম্ময় অমৃত জীবনের একমাত্র নিদান। নাড়ীর সম্বন্ধ-সূত্র দিয়া যেমন গর্ব্ভস্থ শিশুতে মাতার প্রাণ সঞ্চারিত হয়, তাহা অপেক্ষা শতগুণ আশ্চর্য্য অনির্ব্বচনীয় সম্বন্ধ-সূত্র দিয়া আমাদের আত্মাতে পরমাত্মার অমৃত জীবন সঞ্চারিত হইতেছে; আমাদের অজ্ঞান অন্ধকার অক্ষয় জ্ঞান-ভাণ্ডার হইতে পরিপূরিত হইতেছে—আমাদের হৃদয়ের পিপাসা সুগভীর প্রেম-সমুদ্র হইতে পরিপূরিত হইতেছে, আমাদের দীন-হীন অকিঞ্চনতা অপর্য্যাপ্ত শক্তি-ভাণ্ডার হইতে পরিপূরিত হইতেছে। পরম প্রেমাস্পদ পরমাত্মার সহিত আমাদের এরূপ অবিচ্ছেদ্য ঘনিষ্ঠ এবং নিগূঢ় সম্বন্ধ যে, তাহা আমাদের রক্তে রক্তে, নিশ্বাসে নিশ্বাসে চিন্তায় চিন্তায় প্রাণে প্রাণে মিশাইয়া রহিয়াছে—তাহাকে ছাড়াইয়া লওয়া মৃত্যুরও অসাধ্য। পরমাত্মার পরম পরাৎপর জ্ঞান-প্রেমের সীমা কোথায়? যাঁহার একবিন্দু প্রসাদ-বারিতে পৃথিবীর ক্ষুদ্র কীট দেব-লোকের অধিকারী হইয়া উঠে—তাঁহার করুণার সীমা কোথায়? আমাদের এই ক্ষুদ্র জ্ঞান-প্রেমের অভ্যন্তরেই কি যে এক পরমাশ্চর্য্য অমৃতের দ্বার প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, সেইখান-হইতে অদ্য পরব্রহ্মের অমোঘ প্রভাব আমাদের আত্মাতে পরিব্যাপ্ত হইয়া আমাদের মুখশ্রী উজ্জ্বল করিতেছে; সেই অমৃত দ্বারে আমাদের অন্তঃকরণের প্রার্থনা পুঞ্জীভূত হইয়া পরম করুণাময়ের অমোঘ প্রসাদ-বারিতে প্লাবিত হইতেছে। আইস আমরা সেই দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া উৎসবের প্রাণকে—পরম প্রেমাস্পদ পরমাত্মাকে—প্রাণের সহিত আহ্বান করি—অদ্যকার এই উৎসবের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করি।

আমাদের যিনি আরাধ্য দেবতা, তিনি জাগ্রত জীবন্ত দেবতা। তিনি অচেতনের অভ্যন্তরেও জাগ্রত—সচেতনের অভ্যন্তরেও জাগ্রত, কোথাও তিনি নিদ্রিত নহেন। এই যে, প্রভাতসূর্য্যকিরণ, ইহার অভ্যন্তরে তিনি জাগিতেছেন, এই যে বায়ু বহিতেছে ইহার অভ্যন্তরে তিনি জাগিতেছেন, নিশ্বাস-প্রশ্বাসের অভ্যন্তরে তিনি জাগিতেছেন, প্রাণের অভ্যন্তরে তিনি জাগিতেছেন,—কোথায় না তিনি জাগ্রত—কখন্ না তিনি জাগ্রত। আদিম সূর্য্য যখন নূতন জাগ্রত হইতেছে, তখন তাহার অভ্যন্তরে তিনি জাগ্রত,—ক্ষুদ্র একটি তড়াগের কমল-কলিকা যখন উন্মেষিত হইতেছে তখন তাহার অভ্যন্তরেও তিনি জাগ্রত; জ্ঞানোজ্জ্বল আত্মার অভ্যন্তরেও তিনি জাগ্রত, প্রেমরসার্দ্র হৃদয়ের অভ্যন্তরেও তিনি জাগ্রত,—সর্ব্বত্রই তিনি জাগ্রত জীবন্ত। এই পবিত্র সাধুসমাগমের মধ্যে এই খানেই এই মুহূর্ত্তেই তিনি জাগ্রত বিরাজমান—এই খানেই তাঁহার মহিমা ভূলোক হইতে অন্তরীক্ষে অন্তরীক্ষ হইতে দ্যুলোকে উদ্ভাসিত

হইতেছে; আমাদের সম্ভজনীয়—ভূর্ভুবঃ স্বঃ তিন লোকের সম্ভজনীয়—এখানে জাগ্রত বিরাজমান; অতএব শ্রদ্ধা-ভক্তিতে বিনম্র হইয়া—প্রেমে পুলকিত হইয়া হৃদয়ের কপাট উদ্ঘাটন করিয়া আইস আমরা তাঁহার সাম্বৎসরিক মহিমা-গানে প্রবৃত্ত হই, ও তাঁহার চরণে প্রীতি-কুসুমাঞ্জলি প্রদান করিয়া জীবন সার্থক করি।

হেমখেম চৌতাল।

সবে মিলি গাওরে, মিলি মঙ্গলাচরো,
ডাকি লহ হৃদয়ে প্রিয়তমে।
মঙ্গল গাও আনন্দ মনে,
মঙ্গল প্রচারো বিশ্ব মাঝে।

আসাবরি—কাওয়ালি।

অনেক দিয়েছ নাথ, আমার বাসনা তবু পূরিল না।
দীন দশা ঘুচিল না অশ্রুবারি মুছিল না,
গভীর প্রাণের তৃষা মিটিল না মিটিল না।
দিয়েছ জীবন মন প্রাণপ্রিয় পরিজন
সুধাস্নিগ্ধ সমীরণ, নীলকান্ত অম্বর
শ্যাম শোভা ধরণী।
এত যদি দিলে সখা আরো দিতে হবে হে,
তোমারে না পেলে আমি ফিরিব না ফিরিব না।

অনন্তর আচার্য্য নিম্নের প্রার্থনা পাঠ করিলেন।

হে পরমাত্মন্—সিদ্ধিদাতা বিধাতা! অদ্য তোমার সাম্বৎসরিক পূজার মানসে আমরা এখানে সমাগত হইয়াছি, তুমি প্রসন্ন হইয়া আমাদের পূজা গ্রহণ কর। তুমি তোমার পরিশুদ্ধ জ্ঞান-নেত্রে সকলেরই মনোগত অভিপ্রায় পরিষ্কার দেখিতেছ—আমাদের যাহার যাহাতে আত্মার পরিতৃপ্তি হয় সেইরূপ শান্তি-পীযূষ বর্ষণ কর,—এখান হইতে আমরা কেহ যেন শূন্য পাত্রে ফিরিয়া না যাই। যাঁহারা তোমার চরণের ভক্ত—তোমার প্রেমে প্রেমী, তাঁহারা জনশূন্য অরণ্যের মধ্যে থাকিলেও শূন্য হৃদয়ের বিষাস্বাদ জানিতে পা'ন না। তোমার প্রেমই তাঁহাদের জীবন—তোমার প্রেমই তাঁহাদের জ্ঞান, তোমার প্রেমই তাঁহাদের ধ্যান, নিরানন্দময় অশান্ত সংসারের অভ্যন্তরে তাঁহারা কি গভীর আনন্দ ও শান্তি উপভোগ করেন! পৃথিবীর কর্ম্মশালায় তাঁহারা কর্ম্ম করেন—পৃথিবীর পান্থ-শালায় তাঁহারা ভোজন করেন—পৃথিবীর রঙ্গ-শালায় তাঁহারা নাট্য দর্শন করেন, কিন্তু তাঁহাদের অন্তঃকরণের নিভৃত নিলয়ে তোমার সহবাসের বিমল আনন্দ নিরন্তর জাগিতেছে—কিছুতেই তাহার ক্ষয় নাই পরিসমাপ্তি নাই; তাহা বিনা-ইন্ধনে প্রজ্বলিত, তাহা নিভিতে জানে না; তাহা বিনা-নিশ্বাসে সম্প্রাণিত, তাহা মৃত্যুকে জানে না; সেই তোমার অমোঘ প্রেমামৃত-রসের বিন্দু-মাত্রের অভিলাষী হইয়া আমরা অদ্যকার এই উৎসবক্ষেত্রে সম্মিলিত হইয়াছি—তোমার অসীম করুণাই আমাদের একমাত্র ভরষা! আমাদের এই মহোৎসব তোমারই পূজার মহোৎসব,—তুমিই ইহার প্রবর্ত্তক—তুমিই ইহার অধ্যক্ষ—তুমিই ইহার অধিদেবতা! আমাদের এই দীন হীন দেশে—দীনহীন হৃদয়ে—অদ্য তুমি সহস্র হস্তে কল্যাণ বর্ষণ করিবে তাই আমাদিগকে এখানে একত্রিত করিয়াছ; আমরা আজ হৃদয় ভরিয়া তোমার অমৃত-রস পান করিব, হৃদয়-থাল-ভার প্রীতি-পুষ্পহার তোমার চরণে সমর্পণ করিয়া আজ আমরা আমাদের জীবনকে সার্থক করিব, আমাদের আজ কত না আনন্দ! হে জীবনের জীবন প্রাণের প্রাণ, তুমি তোমার প্রেমামৃত-কণা বিতরণ করিয়া আমাদের এই উৎসবকে জাগ্রত করিয়া তোলো—এবং এই আনন্দের স্রোত যাহাতে বৎসর বৎসর প্রবাহিত থাকে সেইরূপ উৎস আমাদের অন্তরে উন্মুক্ত করিয়া দেও। অদ্যকার মত চিরদিনই তুমি আমাদের হৃদয়ে প্রীতি ভক্তির কলিকা

উন্মোচিত করিয়া আমাদের পূজা গ্রহণ করিতে থাক, আর আমরা তোমার প্রসাদে বলী হইয়া—তোমার মৃতসঞ্জীবনী করুণামৃত প্রেমামৃত ও আনন্দামৃতে প্রাণ পাইয়া উঠিয়া দিগ্‌দিগন্তরে তোমার মহিমা ঘোষণা করিতে থাকি—এই আমাদের প্রার্থনা।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

গৌড়সারং—চৌতাল।

পেয়েছি সন্ধান তব অন্তর্যামী.
অন্তরে দেখেছি তোমারে।
চকিতে চপল আলোকে হৃদয় শতদল মাঝে
হেরিনু এ কি অপরূপ রূপ।
কোথা ফিরিতেছিলাম পথে পথে দ্বারে দ্বারে,
মাতিয়া কলরবে।
সহসা কোলাহলমাঝে শুনেছি তব আহ্বান,
নিভৃত হৃদয় মাঝে
মধুর গভীর শান্তবাণী।

যোগিয়া বিভাস—একতালা।

নয়ন তোমারে পায় না দেখিতে
রয়েছ নয়নে নয়নে।
হৃদয় তোমারে পায়না জানিতে
হৃদয়ে রয়েছ গোপনে।
বাসনার বশে মন অবিরত
ধায় দশদিশে পাগলের মত,
স্থির আঁখি তুমি মরমে সতত
জাগিছ শয়নে স্বপনে।
সবাই ছেড়েছে নাই যার কেহ,
তুমি আছ তার আছে তব স্নেহ,
নিরাশ্রয় জন পথ যার গেহ,
সেও আছে তব ভবনে।
তুমি ছাড়া কেহ সাথী নাই আর
সমুখে অনন্ত জীবন বিস্তার,
কাল পারাবার করিতেছ পার,
কেহ নাহি জানে কেমনে।
জানি শুধু তুমি আছ তাই আছি,
তুমি প্রাণময় তাই আমি বাঁচি,
যত পাই তোমায় আরো তত যাচি,
যত জানি তত জানিনে।
জানি আমি তোমায় পাব নিরন্তর,
লোক লোকান্তরে যুগ যুগান্তর,
তুমি আর আমি মাঝে কেহ নাই,
কোন বাধা নাই ভুবনে।

সারঙ্গ—ঝাঁপতাল।

অসীম রহস্য মাঝে কে তুমি মহিমাময়।
জগত শিশুর মত চরণে ঘুমায়ে রয়।
অভিমান অহঙ্কার মুছে গেছে নাহি আর
ঘুচে গেছে শোকতাপ, নাহি দুঃখ নাহি ভয়।
কোটি রবি শশি তারা, তোমাতে হয়েছে হারা,
অযুত কিরণ ধারা তোমাতে পাইছে লয়।

ভৈরবী—ঝাঁপতাল।

তোমারে জানিনে হে তবু মন তোমাতে ধায়।
তোমারে না জেনে বিশ্ব তবু তোমাতে বিরাম পায়।
অসীম সৌন্দর্য্য তব কে করেছে অনুভব হে,
সে মাধুরী চির নব,
আমি না জেনে প্রাণ সঁপেছি তোমায়।
তুমি জ্যোতির জ্যোতি আমি অন্ধ আঁধারে,
তুমি মুক্ত মহীয়ান আমি মগ্ন পাথারে,
তুমি অন্তহীন আমি ক্ষুদ্র-দীন,
কি অপূর্ব্ব মিলন তোমায় আমায়।

ভৈরোঁ—ঝাঁপতাল।

বাণী তব নাহি শুনি নাথ হে।
অন্ধ জনে নয়ন দিয়ে অন্ধকারে ফেলিলে,
বিরহে তব কাটে দিন রাত হে।
স্বপন সম মিলাবে যদি কেন গো দিলে চেতনা,
চকিতে শুধু দেখা দিয়ে চির মরম বেদনা,
আপনাপানে চাহি শুধু নয়ন জল পাত হে।
পরশে তব জীবন নব সহসা যদি জাগিল,
কেন জীবন বিফল কর মরণ শরঘাত হে।
অহঙ্কার চূর্ণ কর প্রেমে মন পূর্ণ কর
হৃদয় মন হরণ করি রাখ তব সাথ হে।

দেওগিরি—সুরফাঁকতাল।

দেবাধিদেব মহাদেব।
অসীম সম্পদ অসীম মহিমা।
মহাসভা তব অনন্ত আকাশে
কোটি কণ্ঠ গাহে জয় জয় জয় হে।

ভৈরোঁ—একতালা।

ভয় হয় পাছে তব নামে আমি
আমারে করি প্রচার হে।
মোহবশে পাছে ঘিরে আমায়, তব
নাম-গান অহঙ্কার হে।

তোমার কাছে কিছু নাহিত লুকানো,
অন্তরের কথা তুমি সব জানো,
আমি কত দীন, আমি কত হীন,
কেহ নাহি জানে আর হে।
ক্ষুদ্র কণ্ঠে যবে উঠে তব নাম,
বিশ্ব শুনে তোমায় করে গো প্রণাম,
তাই আমার কাছে জাগে অভিমান,
গ্রাসে আমায় আঁধার হে।
পাছে প্রতারণা করি আপনারে,
তোমার আসনে বসাই আমারে,
রাখ মোহ হতে রাখ তম হতে
রাখ রাখ বার বার হে।

মিশ্র বিভাস—আড়াঠেকা।

এবার বুঝেছি সখা এ খেলা কেবলি খেলা।
মানব জীবন লয়ে এ কেবলি অবহেলা।
তোমারে নহিলে আর ঘুচিবে না হাহাকার
কি দিয়ে ভুলায়ে রাখ কি দিয়ে কাটাও বেলা।
বৃথা হাসে রবি শশি বৃথা আসে দিবানিশি,
সহসা পরাণ কাঁদে শূন্য হেরি দিশিদিশি!
তোমারে খুঁজিতে এসে কি লয়ে রয়েছি শেষে,
ফিরিগো কিসের লাগি এ অসীম মহামেলা!

আলাইয়া—একতালা।

বসে আছি হে কবে শুনিব তোমার বাণী।
কবে বাহির হইব জগতে মম জীবন ধন্য মানি।
কবে প্রাণ জাগিবে তব প্রেম গাহিবে,
দ্বারে দ্বারে ফিরি সবার হৃদয় চাহিবে,
নর নারী মন করিয়া হরণ চরণে দিবে আনি।
কেহ শুনে না গান জাগে না প্রাণ
বিফলে গীত অবসান,
তোমার বচন করিব রচন সাধ্য নাহি নাহি।
তুমি না কহিলে কেমনে কব, প্রবল অজেয় বাণী তব,
তুমি যা বলিবে তাই বলিব, আমি কিছুই না জানি,
তব নামে আমি সবারে ডাকিব হৃদয়ে লইব টানি।

রাত্রিকালের ব্রহ্মোপাসনা শ্রীমৎ প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের বাটীতে হইয়াছিল। বৈদ্যুতিক আলোক ও গ্যাসালোক এবং পত্র পুষ্পের নানারূপ রচনায় প্রাঙ্গণ অত্যন্ত সুদৃশ্য হইয়াছিল। লোকসমাগমও যথেষ্ট হয়। পরে আচার্য্যেরা যথা সময়ে বেদিগ্রহণ করিলে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ শাস্ত্রী দণ্ডায়মান হইয়া নিম্নের এই উপদেশটী পাঠ করিলেন—

অদ্য আমরা সেই সত্যপুরুষের কল্যাণময় ধর্ম্মের আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া এই উপাসনামণ্ডপে সমবেত হইয়াছি। সত্যের সুন্দর পবিত্র মুর্ত্তি চিরকালই মনুষ্য-সমাজকে এইরূপে একত্রে আনয়ন করিতেছে, পরস্পরের প্রতি প্রেম ও সদ্ভাব শিক্ষা দিতেছে এবং জ্ঞানানুশীলনে ও আত্মার উন্নতি সাধনে প্রবৃত্ত করিতেছে। ধর্ম্মাবহ পরমেশ্বর তাঁহার পবিত্র ধর্ম্ম-সলিলের প্রস্রবণ-দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিয়া মনুষ্য-কুলের অশেষ মঙ্গল সাধন করিতেছেন। ধন্য সেই বিধাতা। ধন্য সেই করুণাময়, কল্যাণময় পুরুষ। তাঁহারি প্রসাদে আমরা বিষয়-কোলাহল হইতে মুক্ত হইয়া এই উপাসনামণ্ডপে তাঁহার গুণ কীর্ত্তন করিতেছি এবং তাঁহার চরণে কৃতজ্ঞতাভরে প্রণিপাত করিতেছি। সেই মহান্ সত্য পুরুষের মঙ্গল জ্যোতি চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ রহিয়াছে, সেই করুণাময়ের করুণা সকলের হৃদয়ে আবির্ভূত হইতেছে। চারিদিকে কেবল ব্রাহ্মধর্ম্মেরই মহত্ত্ব, ব্রাহ্মধর্ম্মেরই জয়। সেই অনাদি অনন্ত জাগ্রত দেবতা আজ সমস্ত দিনই আমাদের সম্মুখে। নয়ন উন্মীলন করিলে সেই আনন্দময় অমৃতময় পুরুষকে এই শোভাময় নিকেতনের প্রত্যেক পদার্থে দেখিতে পাই; এই শুভ্র দীপপুঞ্জের আলোক-কিরণে তাঁহার অমল জ্যোতি এবং সাধু সজ্জনগণের মুখছবিতে তাঁহার পবিত্র মঙ্গল-ভাব সন্দর্শন করি। আবার যখন নেত্র নিমীলন করিয়া অন্তরে দেখি, তখন দেখি যে, সেই প্রাণপতি আমাদের হৃদয়-সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া প্রেমালোকে সমস্ত মন-রাজ্যকে সমুজ্জ্বলিত করিতেছেন। বাহিরে তাঁহার জ্যোতি, অন্তরে তাঁহার জ্যোতি। বাহিরে তাঁহার

আনন্দ,অন্তরে তাঁহার আনন্দ। তিনি বাহিরে সমস্ত পদার্থকে শুভ্রকিরণে সুশোভিত করিয়া অন্তরে আত্মাকে প্রেমভাবে,পবিত্রভাবে রঞ্জিত করিতেছেন। ঈশ্বরের প্রকাশ সর্ব্বত্র কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্ম তাঁহাকে কোথায় জাগ্রৎ জীবন্তরূপে দেখিতে পান? আকাশে এই যে তিনি ওতপ্রোত ভাবে ব্যাপ্ত রহিয়াছেন সেখানে তাঁহাকে উপলব্ধি করিয়াই ব্রাহ্মের ব্রহ্মদর্শন কি চরিতার্থ হয়? বাহিরে তাঁহাকে দেখা সম্পূর্ণ নিকট করিয়া দেখা নয়। সমুদয় জগতে তাঁহার প্রতিরূপ, কিন্তু আত্মাতে তাঁহার রূপ দেখা যায়। সেই হিরন্ময়ে পরে কোষে আত্মাতে তিনি সাক্ষাৎ বিরাজমান্। আত্মার অন্তরে সেই ব্রহ্মধাম। সেখানে তাঁহার নির্ম্মল নিরবয়ব সুন্দর মূর্ত্তি প্রকাশ পাইতেছে। অমৃতপানেচ্ছু সাধকের উর্দ্ধে আকাশে কোন সপ্তম স্বর্গের অনুসন্ধান করিবার প্রয়োজন নাই। অন্তরে আত্মাতে দৃষ্টি করিলে সেই অন্তরাত্মাকে দেখা যায় এবং সেখানে প্রবেশ করিলে অমৃত পানে আত্মার অনন্ত জীবন ও অমল শান্তি উপার্জ্জিত হয়। সেখানে তিনি আপন মহিমাতেই বিরাজিত। তিনি লোকভঙ্গ নিবারণার্থ সেতুস্বরূপ হইয়া সমুদায় ধারণ করিতেছেন। এই আত্মারূপ সেতুর এ পারে দিন রাত্রি নিয়মিত হইতেছে, ও-পারে দিনও নাই রাত্রিও নাই; সুকৃতও নাই দুষ্কৃতও নাই; এখান হইতে পাপ-সকল প্রতিনিহত হয়; ইহা পুণ্য-জ্যোতিতে সর্ব্বদাই পবিত্র রহিয়াছে। পাপতাপ-রহিত এই ব্রহ্মলোক। এই সেতুর পরপারে উত্তীর্ণ হইয়া যে অন্ধ সে অনন্ধ হয়; যে সংসারের দুঃখ ক্লেশে বিদ্ধ সে অবিদ্ধ হয়; যে পাপে ও দোষে উপতাপী সে অনুপতাপী হয়। এই সেতুকে উত্তীর্ণ হইয়া রাত্রিও দিনের সমান আলোক ধারণ করে; এই ব্রহ্মলোক; ইহা সদাই প্রকাশিত রহিয়াছে।

নৈনং সেতুমহোরাত্রে তরতঃ। ন জরা ন মৃত্যুর্ন শোকো ন সুকৃতং ন দুষ্কৃতং। সর্ব্বে পাপ্মানোঽতো নিবর্ত্তন্তে। অপহতপাপ্মাহ্যেষ ব্রহ্মলোকঃ। তস্মাদ্বা এতং সেতুং তীর্ত্বা অন্ধঃসন্ননন্ধো ভবতি। বিদ্ধঃ সন্নবিদ্ধো ভবতি। উপতাপী সন্ননুপতাপী ভবতি। তস্মাদ্বা এতং সেতুং তীর্ত্বাপি নক্তমহরেবাভিনিষ্পদ্যতে। সকৃদ্বিভাতোহ্যেবৈষ ব্রহ্মলোকঃ।

সংসারের আপাত মনরঞ্জন বিষয়-সকল এক দিকে আমাদিগের চিত্তকে আকর্ষণ করিতেছে, আর এক দিকে আমাদের প্রিয়তম পরমেশ্বর। একদিকে দুর্গতি আর এক দিকে অনন্তের ক্রোড়ে অনন্ত উন্নতি। আমরা এই দুইয়ের সন্ধিস্থলে দণ্ডায়মান। আমাদের মধ্যে যে কেহ সংসারের দুর্গতি হইতে পরিত্রাণ চাহেন তাঁহাকে শান্ত, দান্ত, উপরত, তিতিক্ষু ও সমাহিত হইয়া ভক্তি-যোগে পরমাত্মার সহিত যুক্ত থাকিতে হইবে। যিনি এইরূপে পরব্রহ্মের পবিত্র সহবাস লাভ করিতে পারেন তাঁহারি জীবনে পরম মঙ্গল সাধিত হয়। তাঁহার প্রেমের সুগন্ধ তখন চতুর্দ্দিক আমোদিত করে এবং তাঁহার জ্ঞান-নেত্র প্রস্ফুটিত হইয়া অতিশয় উজ্জ্বল দীপ্তি ধারণ করে। তখন তিনি ব্রহ্মপ্রেমে তদ্গত হইয়া যে দিকে নয়ন নিক্ষেপ করেন সেই দিকেই সেই পরম মঙ্গল নিলয় পরমেশ্বরের আবির্ভাব সন্দর্শন করেন। সর্ব্বত্র তাঁহার আনন্দ ও সর্ব্বত্র তাঁহার মহিমা দেখিতে পাইয়া তাঁহারই ইচ্ছানুসারে জীবনের তাবৎ কর্ম্ম নির্ব্বাহ করেন এবং সংসারে ফলকামনা পরিশূন্য হইয়া তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মপথে বিচরণ করিতে থাকেন—স্বার্থপরতা আর তাঁহাকে কলঙ্কিত করিতে পারে না। ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্য সাধনই তাঁহার একমাত্র ব্রত হয়। অতএব তিনি শোক হইতে উত্তীর্ণ হয়েন, পাপ হইতে

উত্তীর্ণ হয়েন এবং সংসারের মোহ-পাশ হইতে বিমুক্ত হইয়া চিরন্তন পরব্রহ্মে নিত্য কালের জন্য আপনাকে প্রতিষ্ঠিত দেখেন এবং এই বিশ্বরাজ্যে সুখে আনন্দে বিচরণ করিতে থাকেন। পাপ ইহাঁকে স্পর্শ করিতে পারে না, ইনি সমুদায় পাপকে অতিক্রম করেন, পাপ ইহাঁকে সন্তাপ দিতে পারে না, ইনি সমুদায় পাপের সন্তাপক হয়েন। ইনি নিষ্পাপ নির্ম্মলচিত্ত ও পরব্রহ্মের সত্তাতে নিঃসংশয় হইয়া পরব্রহ্মোপাসক হয়েন।

"নৈনং পাপ্মা তরতি সর্ব্বং পাপ্মানং তরতি। নৈনং পাপ্মা তপতি সর্ব্বং পাপ্মানং তপতি। বিপাপো বিরজোঽবিচিকিৎসোব্রাহ্মণো ভবতি।"

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

অনন্তর শ্রদ্ধাস্পদ আচার্য্য শ্রীযুক্ত শম্ভুনাথ গড়গড়ি নিম্নের এই উপদেশ পাঠ করেন।

অদ্য ১১ই মাঘের ব্রহ্মোৎসব। অদ্য সমস্ত ভারত ভূমির উৎসব—সমস্ত বঙ্গভূমির উৎসব—প্রতি পরিবারের উৎসব, প্রতি হৃদয়ের উৎসব। যিনি রাজগণ-রাজা মহারাজাধিরাজ ত্রিভুবনপালক—যিনি সকলের দারিদ্র্য-ভঞ্জন—যিনি আনন্দরূপমমৃতং, যাঁর আনন্দ হইতে এই ভূত সকল উৎপন্ন হইয়াছে "আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে, যিনি শিবং সুন্দরং, যাঁর অতুল সৌন্দর্য্যের ছায়া এই সৃষ্টির উপর পতিত হইয়াছে, তিনিই আমাদের উৎসবের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। তিনি কৃপা করিয়া আজ আমাদের জ্ঞান-নেত্রের সম্মুখে বিরাজ করিতেছেন। তাঁহার আনন্দ কিরণ অন্তর বাহিরে চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ দেখিতেছি। সেই পবিত্র কিরণ স্পর্শেই অদ্য আমাদের হৃদয়-কমল পবিত্র ও প্রস্ফুটিত হইয়াছে, সেই কুসুমে অদ্য তাঁহার পূজা করিব বলিয়া, উৎসাহের সহিত, প্রেমের সহিত, ভক্তির সহিত আমরা উৎসব-ক্ষেত্রে সম্মিলিত হইয়াছি। তিনি এখন শিবং সুন্দরং রূপে আমাদিগকে অন্তরে বাহিরে দেখা দিতেছেন, এবং আমাদের পূজা গ্রহণ করিবেন বলিয়া আমাদিগকে স্নেহের সহিত আহ্বান করিতেছেন। কি মনোহর দৃশ্য। কি পবিত্র মুহূর্ত্ত। এখন অন্তর বাহিরে তাঁহার সৌন্দর্য্য দেখিয়া আমাদের হৃদিস্থিত প্রেম উচ্ছ্বসিত হইয়া তাঁহার দিকেই গমন করিতেছে।

যিনি আপনার অপার সৌন্দর্য্য-সাগরে আপনিই প্রেমে নিত্য বিভোর হইয়া আছেন, তিনি মনুষ্যকে কৃপা করিয়া, তাঁর এই শোভার ভাণ্ডার সংসারে স্থাপন করিলেন, এবং তাহার হৃদয়ে প্রেম দিলেন। যদি প্রেম না দিতেন, তবে কে এ শোভা অনুভব করিয়া সুখী হইত? আত্মার স্বাভাবিক গতিই শোভা ও সৌন্দর্য্যের দিকে। কেবল মাত্র বাহিরের শোভা দেখিয়া ইহা সন্তুষ্ট হইতে পারে না। ইহা আরও কিছু চায়, আরও কিছু অনুসন্ধান করে। সকল শোভা ভেদ করিয়া সে সেই শোভার আকর স্থানে যাইতে স্পৃহান্বিত হয়। সেই অকৃত অমৃতের সৌন্দর্য্য সম্ভোগ ব্যতীত কিছুতেই তাহার প্রেম চরিতার্থ হয় না। তিনিই তাহার পরম গতি—তিনিই তাহার পরম লোক। সেই লোকে বাস করিতেই তাহার বিশেষ আনন্দ। মধুকর যেমন পুষ্পে বসিয়া অনন্য মনে তাহার মধুপান করে, আত্মা তেমনি পরমেশ্বরে অবস্থিতি করিয়া তাঁহার প্রীতি-সুধা পান করিতে ভাল বাসে।

সেই কি সন্ন্যাসী—সেই কি যোগী যিনি গৃহত্যাগী হইয়া কেবল মাত্র ব্যায়াম-তুল্য নিশ্বাস রোধ করিয়া যোগ অভ্যাস করেন?

না—কখনই নহে। তিনিই যোগী—যিনি প্রেমিক, যিনি এই প্রেমের সাহায্যে সেই শোভার আকর পরমেশ্বরে উপনীত হইয়া নিঃসংশয়ে আপনাকে তাঁহাতে প্রতিষ্ঠিত দেখেন এবং নিঃসংশয়ে বলিতে পারেন এষাস্য পরমা গতিঃ এষাস্য পরমা সম্পৎ এষোস্য পরমোলোকঃ—এষোস্য পরম আনন্দঃ।

যিনি প্রকৃত প্রেমিক তিনি তাঁহাকে আপনার পিতা মাতা জানিয়া প্রিয়রূপে হৃদয়-মন্দিরে পূজা করেন। অনুগত পুত্রের ন্যায় তাঁহার আদেশ সকল—কঠোর আদেশ সকল পালন করিয়া তাঁহার প্রসাদ অনুভব করেন। এবং বিশেষ অনুরাগের সহিত তাঁহার প্রেম-মুখ নিরীক্ষণ করেন।

আমরা যাহাকে ভালবাসি, তাঁহার জন্য কি না করিতে পারি? সেইরূপ ঈশ্বর-প্রেমী—যিনি তাঁহার হৃদয়েশ্বরকে প্রেমের চক্ষে দেখেন, তাঁহার প্রেম-মুখ ভাল করিয়া দেখিবার জন্য—আরও ফুটন্তরূপে দেখিবার জন্য কি না করিতে পারেন?

তাঁহার সেই সুন্দর আনন তাঁর নিকট যেমন মধুর, এমন আর কিছুই নহে। সেই প্রসন্ন মুখ—সেই প্রেম-মুখ ধ্যান করিতে তাঁহার বিশেষ আনন্দ। তিনি তখন প্রেমের ভরে ভক্তির আবেশে তাঁহাতে ডুবিয়া যান। সেই সৌন্দর্য্য-সাগরে নিমগ্ন হয়েন। তখন আর তিনি আপনার নহেন, সম্যকরূপে তাঁর। তাঁহার অন্তরে তখন কি প্রেমের গান নিনাদিত হয়, তাহা এ জগতে অপ্রকাশ থাকে, তিনি প্রেমে বিভোর হইয়া কি তাঁহাকে নিবেদন করেন তাহা যিনি বাক্যের বাক্য শ্রোত্রের শোত্র, তিনিই শুনিতে পান। সেই প্রেমদাতাও তখন কি মোহন রবে তাঁহার সাধককে আহ্বান করেন—কি অপার স্নেহের সহিত তাঁহার নিকটে প্রকাশিত হন, কি অপ্রতিম সৌন্দর্য্য দ্বারা তাঁহাকে উদাস করিয়া তুলেন, কেহই তাহার সন্ধান পায় না। সে অন্তরের ব্যাপার অন্তরেই থাকে। এবং চির দিনই অন্তরে থাকিবে। কি সুখের সম্মিলন। তাঁহার স্পর্শ-সুখ কি গভীর—কি বচনাতীত!! কোথায় প্রেমময় এ সময়ে। দুঃখী অকিঞ্চন আমরা। আমরা এখন তোমাকেই চাহিতেছি, তোমাকেই যাচি-তেছি। দেখা দেও—দেখা দেও—দেখা দেও হে। আমরা তোমার প্রেমের ভিখারী—চিরানুগত—চিরাশ্রিত। তোমার প্রেমের স্পর্শ-মণির আলোকে—সেই স্নিগ্ধালোকে, আমাদিগকে শীতল কর।

এই সংসার মৃত্যুর প্রতিকৃতি। এই সংসারে থাকিয়া, কত দুঃখ কত সন্তাপই ভোগ করি। তুমি কৃপা করিয়া আমাদিগকে তোমার অমৃত নিকেতনের দ্বার খুলিয়া দেও। আমরা তথায় প্রবেশ করিয়া পরম শান্তি লাভ করি।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

ইমন কল্যাণ—তেওরা।

সত্য মঙ্গল প্রেমময় তুমি
ধ্রুবজ্যোতি তুমি অন্ধকারে
তুমি সদা যার হৃদে বিরাজো
দুখ জ্বালা সেই পাশরে,
সব দুখ জ্বালা সেই পাশরে।
তোমার জ্ঞানে তোমার ধ্যানে
তব নামে কত মাধুরী
যেই ভকত সেই জানে,
তুমি জানাও যারে সেই জানে
ওহে তুমি জানাও যারে সেই জানে।

কেদারা—সুরফাঁকতাল।

স্বরূপ তাঁর কে জানে, তিনি অনন্ত মঙ্গল
অযুত জগত মগন সেই মহা সমুদ্রে।

তিনি নিজ অনুপম মহিমা মাঝে নিলীন,
সন্ধান তাঁর কে করে নিষ্ফল বেদ বেদান্ত,
পরব্রহ্ম পরিপূর্ণ অতি মহান্,
তিনি আদি কারণ তিনি বর্ণন অতীত।

হাম্বীর—চৌতাল।

আনন্দ রয়েছে জাগি ভুবনে তোমার
তুমি সদা নিকটে আছ বলে।
স্তব্ধ অবাক নীলাম্বরে রবি শশি তারা
গাঁথিছে হে শুভ্র কিরণ মালা।
বিশ্ব পরিবার তোমার ফেরে সুখে আকাশে,
তোমার ক্রোড় প্রসারিত ব্যোমে ব্যোমে।
আমি দীন সন্তান আছি সেই তব আশ্রয়ে,
তব স্নেহ মুখ পানে চাহি চিরদিন।

শঙ্কর—ঝাঁপতাল।

কি ভয় অভয় ধামে, তুমি মহারাজা,
ভয় যায় তব নামে।
নির্ভয়ে অযুত সহস্র লোক ধায় হে
গগনে গগনে সেই অভয় নাম গায় হে।
তব বলে কর বলী যারে কৃপাময়
লোক ভয় বিপদ মৃত্যু ভয় দূর হয় তার,
আশা বিকাশে সব বন্ধন ঘুচে,
নিত্য অমৃতরস পায় হে।

রামপ্রসাদী সুর।

আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে।
ঘরের হয়ে পরের মতন
ভাই ছেড়ে ভাই ক দিন থাকে!
প্রাণের মাঝে থেকে থেকে
আয় বলে ওই ডেকেছে কে!
সেই গভীর স্বরে উদাস করে
আর কে কারে ধরে রাখে!
যেথায় থাকি যে যেখানে,
বাঁধন আছে প্রাণে প্রাণে,
সেই প্রাণের টানে টেনে আনে
সেই প্রাণের বেদন জানে না কে!
মান অপমান গেছে ঘুচে,
নয়নের জল গেছে মুছে,
নবীন আশে হৃদয় ভাসে
ভাইয়ের পাশে ভাইকে দেখে!
কত দিনের সাধন ফলে
মিলেছি আজ দলে দলে,
আজ ঘরের ছেলে সবাই মিলে
দেখা দিয়ে আয় গো মাকে!

গৌড়—চৌতাল।

তুমি জাগিছ কে।
তব আঁখি জ্যোতি ভেদ করে সঘন গহন তিমির রাতি!
চাহিছ হৃদয়ে অনিমেষ নয়নে,
সংশয়-চপল প্রাণ কম্পিত ত্রাসে।
কোথা লুকাব তোমা হতে স্বামি,
এ কলঙ্কিত জীবন তুমি দেখিছ জানিছ,
প্রভু ক্ষমা কর হে!
তব পদ প্রান্তে বসি একান্তে দাও কাঁদিতে আমায়
আর কোথা যাই!

মুলতান—একতালা।

আমায় ছ'জনায় মিলে পথ দেখায় বলে
পদে পদে পথ ভুলি হে।
নানা কথার ছলে নানান্ মুনি বলে
সংশয়ে তাই দুলি হে।
তোমার কাছে যাব এই ছিল সাধ,
তোমার বাণী শুনে ঘুচাব প্রমাদ,
কানের কাছে সবাই করিছে বিবাদ
শত লোকের শত বুলি হে।
কাতর প্রাণে আমি তোমায় যখন যাচি
আড়াল করে সবাই দাঁড়ায় কাছাকাছি,
ধরণীর ধুলো তাই নিয়ে আছি
পাইনে চরণ ধূলি হে।
শত ভাগ মোর শত দিকে ধায়
আপনা আপনি বিবাদ বাধায়,
কারে সামালিব, এ কি হল দায়,
একা যে অনেক গুলি হে!
আমায় এক কর তোমার প্রেমে বেঁধে
এক পথ আমায় দেখাও অবিচ্ছেদে,
ধাঁদার মাঝে পড়ে কত মরি কেঁদে
চরণেতে লহ তুলি হে।

পূরবী—চৌতাল।

তোমা লাগি নাথ জাগি জাগিহে
সুখ নাই জীবনে তোমা বিনা।
সকলে চলে যায় ফেলে চির শরণ হে,
তুমি কাছে থাক সুখে দুখে নাথ
পাপে তাপে আর কেহ নাহি।

বেহাগ—চৌতাল।

স্বামী তুমি এস আজ, অন্ধকার হৃদয় মাঝে,
পাপে ম্লান পাই লাজ, ডাকি হে তোমারে!
ক্রন্দন উঠিছে প্রাণে, মন শান্তি নাহি মানে,
পথ তবু নাহি জানে আপন আঁধারে।
ধিক ধিক জনম মম, বিফল বিষয় শ্রম,
বিফল ক্ষণিক প্রেম টুটিয়া যায় বারবার।
সন্তাপে হৃদয় দহে নয়নে অশ্রুবারি বহে,
বাড়িছে বিষয় পিপাসা বিষম বিষ বিকারে।

মিশ্র ঝিঁঝিট—কাওয়ালি।

চাহিনা সুখে থাকিতে হে।
হের কত দীন জন কাঁদিছে।
কত শোকের ক্রন্দন গগনে উঠিছে,
জীবন বন্ধন নিমেষে টুটিছে,
কত ধূলিশায়ী জন মলিন জীবন
সরমে চাহে ঢাকিতে হে।
শোকে হাহাকারে বধির শ্রবণ
শুনিতে না পাই তোমার বচন,
হৃদয় বেদন করিতে মোচন
কারে ডাকি কারে ডাকিতে হে।
আশার অমৃত ঢালিদাও প্রাণে,
আশীর্ব্বাদ কর আতুর সন্তানে,
পথহারা জনে ডাকি গৃহ পানে
চরণে হবে রাখিতে হে।
প্রেম দাও, শোকে করিতে সান্ত্বনা,
ব্যথিত জনের ঘুচাতে যন্ত্রণা,
তোমার কিরণ করহ প্রেরণ
অশ্রু আকুল আঁখিতে হে।

নট্ মল্লার—চৌতাল।

চির দিবস নব মাধুরী নব শোভা নব বিশ্বে,
নব কুসুম পল্লব নব গীত নব আনন্দ।
নব জোতি বিভাসিত, নব প্রাণ বিকশিত,
নব প্রীতি প্রবাহ হিল্লোলে।
চারিদিকে চিরদিন নবীন লাবণ্য
তব প্রেম নয়ন ছটা।
হৃদয় স্বামী তুমি চির প্রবীণ,
তুমি চির নবীন, চির মঙ্গল চির সুন্দর।

দেশ সিন্ধু—একতালা।

আমার যা আছে আমি সকল দিতে পারিনি তোমারে নাথ।
আমার লাজভয় আমার মান অপমান সুখ দুখ ভাবনা।
মাঝে রয়েছে আবরণ কত শত কত মত
তাই কেঁদে ফিরি, তাই তোমারে না পাই,
মনে থেকে যায় তাইহে মনের বেদনা।
যাহা রেখেছি তাহে কি সুখ, তাহে কেঁদে মরি তাহে ভেবে মরি।
তাই দিয়ে যদি তোমারে পাই (জানি না) কেন তা দিতে পারি না,
আমার জগতের সব তোমারে দেব, দিয়ে তোমার নেব বাসনা।

সাহানা—কাওয়ালি।

আজ বুঝি আইল প্রিয়তম,
চরণে সকলে আকুল ধাইল।
কত দিন পরে মন মাতিল গানে
পূর্ণ আনন্দ জাগিল প্রাণে,
ভাই বলে ডাকি সবারে,
ভুবন সুমধুর প্রেমে ছাইল।

মিশ্র জয়জয়ন্তী—একতালা।

তুমি বন্ধু, তুমি নাথ, নিশিদিন তুমি আমার,
তুমি সুখ, তুমি শান্তি, তুমি হে অমৃত পাথার।
তুমিইত আনন্দ লোক জুড়াও প্রাণ, নাশ শোক,
তাপ হরণ তোমার চরণ অসীম শরণ দীন জনার।

বিজ্ঞাপন।

বর্ত্তমান মাস হইতে যাঁহারা পত্রাদি অথবা মনি অর্ডার প্রভৃতি পাঠাইবেন তাহা কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত রুক্মিণীকান্ত চক্রবর্ত্তীর নামে আদি ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যালয়ে পাঠাইবেন।

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
সম্পাদক।

আগামী ১৬ই ফাল্গুন রবিবার বর্দ্ধমান ব্রাহ্মসমাজের সপ্তবিংশ সাম্বৎসরিক উৎসব হইবে।

শ্রীঅম্বিকাচরণ সরকার।
সম্পাদক।
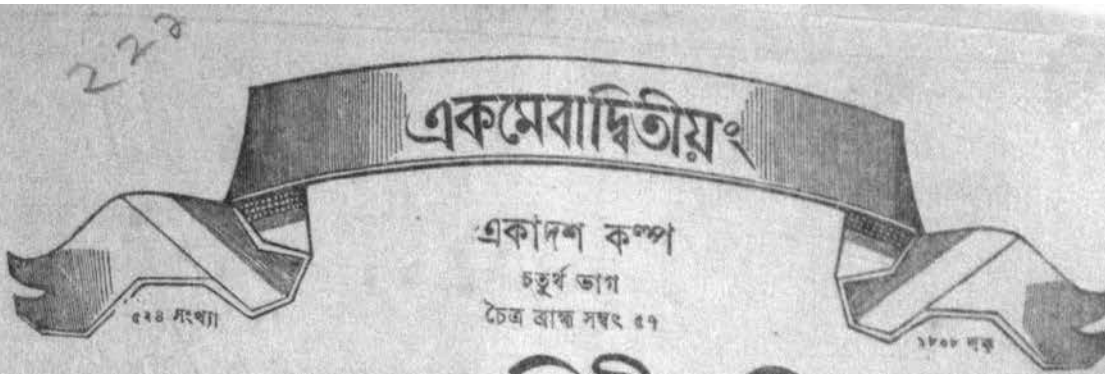
একমেবাদ্বিতীয়ং

একাদশ কল্প

চতুর্থ ভাগ

৫২৪ সংখ্যা | চৈত্র ব্রাহ্ম সম্বৎ ৫৭ | ১৮০৮ শক

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

ব্রহ্মবাএকমিদমগ্রআসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

অভিনন্দন পত্র।

ভক্তিভাজন শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর
প্রধানাচার্য্য মহাশয় শ্রীচরণেষু।

আর্য্য!

অদ্যকার দিন আমাদিগের পক্ষে সুদিন, যে দিন আমরা, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণ, পবিত্র মাঘোৎসবের আনন্দকর সময়ে, আপনাকে আমাদের হৃদয়ের ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা জানাইবার জন্য আপনার সন্নিধানে উপস্থিত হইতেছি। দিন দিন আপনার শরীর জরাজীর্ণ ও অবসন্ন হইতেছে দেখিয়া আমরা বহুসংখ্যক নরনারী আমাদের ভক্তি শ্রদ্ধার উপহার লইয়া আপনার সমীপে উপস্থিত হইয়াছি। আমরা জানি, আমাদের সমাগমে আপনার মনে যে উত্তেজনা হইবে, তাহাও আপনার শরীরের বর্ত্তমান অবস্থাতে প্রার্থনীয় নহে; তথাপি আমাদিগের মধ্যে অনেকে আপনাকে দেখিবার জন্য ও আপনার ওই পবিত্র মুখের কয়েকটী কথা শুনিবার জন্য এত উৎসুক, যে আমাদিগকে বাধ্য হইয়া আপনাকে এই ক্লেশ দিতে হইয়াছে।

আপনার ন্যায় ব্রাহ্মসমাজের হিতকারী বন্ধু কে? মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় ইহলোক হইতে অবসৃত হইলে, তাঁহার বন্ধুদিগের মধ্যে প্রায় সকলেই যখন ইহাকে পরিত্যাগ করিলেন, যখন ইহার অন্তরের দুর্ব্বলতা ও বাহিরের প্রবল বিপক্ষকুল ইহাকে অবসন্ন দশায় পতিত করিল, যখন দেশব্যাপী ঘন নিবিড় অন্ধকার ও বিবিধ দুর্নীতির মধ্যে এই সমাজ মৃতপ্রায় হইয়া পড়িল, যখন ইহার অঙ্কুরিত দেহে জল সেচন করিবার কেহই থাকিল না, যখন উৎসাহ দিবার ও সাহায্য করিবার লোক অধিক ছিল না বরং নিরাশ ও ভগ্নোদ্যম করিবার সকল কারণই বিদ্যমান ছিল, তখন আপনি বিধাতার মঙ্গল হস্ত দ্বারা নীত হইয়া ব্রাহ্মসমাজকে প্রাণের সহিত আলিঙ্গন করিয়া ও ইহার কার্য্যভার নিজ মস্তকে লইয়া ইহাকে রক্ষা করিয়াছেন, এবং ইহার সেবাতে আপনার সময়, অর্থ ও সামর্থ্য অকাতরে নিয়োগ করিয়া ইহার অবসন্ন দেহে জীবন সঞ্চার করিয়াছেন। আপনার আগমনের পূর্ব্বে ব্রাহ্মসমাজের আধ্যাত্মিক অবস্থা অতিশয় হীন ছিল। ইহার চেষ্টা প্রধানতঃ

কতকগুলি কুসংস্কারের প্রতিবাদে ও কতকগুলি বিশুদ্ধ মত প্রচারে পর্য্যবসিত হইত। আপনিই সত্য-স্বরূপের অর্চ্চনা বিধিপূর্ব্বক প্রবর্ত্তিত করিয়া ব্রাহ্মসমাজের আধ্যাত্মিক ভিত্তি সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন; এবং সেই জীবনের উৎসের সহিত আমাদের আত্মার যোগ স্থাপন করিয়া আমাদের আধ্যাত্মিক পিতার কার্য্য করিয়াছেন। আপনি ব্রাহ্মসমাজকে অনেক কুসংস্কার হইতে উন্মুক্ত করিয়াছেন; আপনি শাস্ত্রসিন্ধু মন্থন করিয়া অনেক সত্যামৃত উদ্ধার পূর্ব্বক আমাদিগকে অমৃত জীবন লাভ করিবার পথ প্রদর্শন করিয়াছেন; আপনিই সর্ব্বাগ্রে নিজ চেষ্টা এবং বিদ্যালয় স্থাপন ও প্রচারক নিয়োগ প্রভৃতি দ্বারা দেশমধ্যে পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন; আপনিই সর্ব্বাগ্রে ব্রাহ্মধর্ম্মের অপৌত্তলিক প্রণালী অনুসারে গার্হস্থ্য অনুষ্ঠানের পথ প্রদর্শন করিয়াছেন; আপনিই সর্ব্বাগ্রে বিশুদ্ধ উপাসনা প্রণালী প্রণয়ন পূর্ব্বক তদনুসারে নিজে সাধন করিয়া অধ্যাত্মযোগের ভাব প্রকাশ করিয়াছেন; এবং নিজ জীবনে জ্ঞান প্রীতি ও ঈশ্বরসেবার অসাধারণ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রকৃত ভাবকে উজ্জ্বল করিয়াছেন। অতএব ব্রাহ্মসমাজ আপনার নিকট চিরদিনের জন্য ঋণী।

কেবল ব্রাহ্মসমাজ কেন, সমগ্র ভারত সমাজ আপনার নিকট ঋণী। পবিত্র-স্বরূপ পরমেশ্বরের আধ্যাত্মিক পূজা বহুদিন হইতে এদেশে বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছিল। আপনি তাহাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবার পক্ষে ও ভারতের ধর্ম্ম-চিন্তাকে জাগ্রত ও আধ্যাত্মিকতার পথে প্রবৃত্ত করিবার পক্ষে বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন; শত শত নর নারীর হৃদয়ে উন্নত আকাঙ্ক্ষা উদ্দীপিত করিয়াছেন; এবং শত শত ব্যক্তিকে সংসারাসক্তির ও পাপাসক্তির করাল গ্রাস হইতে রক্ষা করিয়াছেন। ভারতের এমন বন্ধু কয় জন? আমরা এই সকল উপকার স্মরণ করিয়া আপনার চরণে আমাদের ভক্তি, শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার উপহার অর্পণ করিতেছি।

আমরা আপনারই আধ্যাত্মিক সন্তান; আপনারই শ্রম ও কার্য্যের উত্তরাধিকারী। আপনি যে গুরুভার, উৎসাহ, অনুরাগ ও স্বার্থ-ত্যাগের সহিত চিরদিন বহন করিয়া আসিয়াছেন, আশীর্ব্বাদ করুন আমরা যেন সেই ভার সেইরূপ বিশ্বাস নির্ভর ও আত্মসমর্পণের সহিত বহিতে পারি। আপনি আমাদিগকে যে গভীর আধ্যাত্মিকতার পথ প্রদর্শন করিয়াছেন, আশীর্ব্বাদ করুন যেন তাহা আমরা প্রাণপণে সাধন করিতে পারি। "তাঁহাকে প্রীতি করা তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন করাই তাঁহার উপাসনা"—এই অমূল্য সত্য আপনিই আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন; আশীর্ব্বাদ করুন যেন এই উপদেশ আমরা কখনও বিস্মৃত না হই। আপনার কার্য্যের শক্তি যত দিন ছিল তত দিন সর্ব্বতোভাবে ব্রাহ্মসমাজের সেবা করিতে ত্রুটি করেন নাই। এখন আপনি জরা ও অসুস্থতা বশতঃ যদিও কার্য্য হইতে অবসৃত হইয়াছেন, তথাপি এখনও আপনার জীবন আমাদিগকে বিশুদ্ধ ঈশ্বরপ্রীতির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছে; এবং এখনও আমরা ব্রাহ্মসমাজের বিবিধ সদনুষ্ঠানে আপনার পরামর্শ ও সাহায্য প্রাপ্ত হইতেছি। আপনি এখনও আমাদের মধ্যে আছেন, ইহা ভাবিলেও আমাদের আনন্দ। অতএব ঈশ্বরের চরণে আমাদের এই আন্তরিক প্রার্থনা, যে তিনি এখনও দীর্ঘকাল আপনাকে আমাদের মধ্যে রাখুন। আপনি নিরুপদ্রব শান্তিতে জীবনের অবসান কাল যাপন করুন। আমাদিগকে

দৃষ্টান্ত, উপদেশ ও পরামর্শের দ্বারা ধর্ম্মসাধন ও সেই সত্যস্বরূপের নাম প্রচারে উৎসাহিত করুন। আমরা আপনার স্নেহ ও আশীর্ব্বাদ মস্তকে ধারণ করিয়া সেই পবিত্র স্বরূপের প্রতি প্রীতি ও তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধনে দেহ মন নিয়োগ করি; এবং উৎসাহের সহিত দেশ বিদেশে তাঁহার নাম প্রচার করি; আপনি দেখিয়া সুখী হউন। যে ব্রাহ্মসমাজের উন্নতিতে আপনার এত আনন্দ, সেই ব্রাহ্মসমাজের দৈনন্দিন উন্নতি দেখিয়া আপনি জীবনের শেষ অবস্থায় পরম পরিতৃপ্তি লাভ করুন।

আজ একবার আমাদের প্রতি সস্নেহ দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখুন; এমন দিন ছিল যখন আপনার প্রিয় ব্রাহ্মধর্ম্ম অতি অল্প সংখ্যক লোকের মধ্যে আবদ্ধ ছিল; এখন দেখুন ঈশ্বর-কৃপায় কত শত নরনারী সেই পবিত্র অগ্নি হৃদয়ে ধারণ করিয়াছেন; দেখুন কত মহিলা কত পরিবার আজ এই কৃতজ্ঞতার উপহার লইয়া আপনার সন্নিধানে উপস্থিত হইয়াছেন। আপনি সমবেত সকলকে স্নেহাশীর্ব্বাদ করুন। ইতি।

আপনার আশীর্ব্বাদাকাঙ্ক্ষী
সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণ।

ব্রাহ্মসমাজের প্রধান আচার্য্য শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রত্যুত্তর।

প্রীতিভাজন

শ্রীমৎ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণ
তন্নিষ্ঠেষু।

সৌম্য!

তোমরা সকলে মিলিয়া আমার হস্তে যে অমূল্য উপহার প্রদান করিলে, ইহাতে আমি ধন্য হইলাম—ইহা কৃপণের ধনের ন্যায় অতি সন্তর্পণে চির জীবন আমি রক্ষা করিব। অদ্য আমার কি আনন্দের দিন। পূর্ব্বে যখন কোন এক জন ব্রাহ্মকে আমি দেখিতে পাইতাম, তখন তাঁহাকে দেখিয়া আমার আনন্দ হৃদয়ে আর ধরিত না। এখন এখানে শত শত নর নারীকে ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত ও অনুরক্ত দেখিয়া আমার কত আনন্দ! হৃদয়ে হৃদয়ে অনুরাগের সহিত অনুরাগ মিশ্রিত হইয়া কি এক অপূর্ব্ব আনন্দের ধারা এখানে প্রবাহিত হইয়াছে। আনন্দের এমন আস্বাদ আমি আর কখনই পাই নাই। "এষহ্যেবানন্দয়াতি।" ইনিই আনন্দ বিধান করেন। এতগুলিন জ্ঞানে, প্রেমে, ধর্ম্মানুষ্ঠানে বিশুদ্ধ পরিবারবদ্ধ ব্রাহ্মদিগকে এজীবনে দেখিয়া যাইব ইহা আমার চিন্তার ও আশার অতীত। আমার এমন কি বল, কি পুণ্য যে, এই প্রশস্ততম, উন্নততম ব্রাহ্মধর্ম্মকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া ব্রাহ্মসমাজের আমি উপযুক্ত সেবক হইতে পারি। ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্রাহ্মসমাজের উন্নতির জন্য যাহা কিছু বলিয়াছি, যাহা কিছু করিয়াছি তাহা কেবল তাঁহারই কৃপাতে—তাঁহারই সাহায্যে। আমার হৃদয়ে তিনি আসীন হইয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নতির জন্য যে শুভ বুদ্ধি প্রেরণ করিয়াছেন তাহারই অনুযায়ী চলিয়া এতটুকু যাহা কিছু করিতে পারিয়াছি। সমুদায় আকাশ যাঁহার গুরু ভার বহন করিতে পারে না, আমার দুর্ব্বল হৃদয়ে সেই ভার পড়িয়াছে। ইহাতে আশ্চর্য্য কি! তাঁহার কৃপাতে মাটী যে, সে সোণা হয়, পঙ্গু গিরিকে লঙ্ঘন করে। ব্রহ্মকৃপা হি কেবলং—ব্রহ্মকৃপা হি কেবলং,ব্রহ্মকৃপা হি কেবলং পাপনাশহেতুরেব ব্রহ্মকৃপা হি কেবলং।" তোমরা তাঁহার কৃপা অনুক্ষণ প্রার্থনা কর, তাঁহাকে হৃদয়ে রাখিয়া

তাঁহার আদেশ অনুযায়ী অটল ভাবে চলিতে থাক, ব্রাহ্মসমাজের অশেষ উন্নতি হইবে। চিরদিন তোমরা তাঁহাতে বিশ্বাস, নির্ভর ও আত্ম সমর্পণ করিয়া তাঁহার পবিত্র উপাসনার দৃষ্টান্ত সর্ব্বত্র প্রদর্শন কর, ইহাতে আর আর সকলের হৃদয়কে আকর্ষণ করিয়া তোমাদের সঙ্গী করিয়া লইতে পারিবে। তোমাদের সহিত এমন পবিত্র সম্মিলন-সুখ এ জীবনে আর উপভোগ করিবার আমার আশা নাই, আমার তো কথাও শেষ হইয়া আসিয়াছে। আমি এক্ষণে তোমাদের নিকট হইতে বিদায় লই; তোমাদের মঙ্গল হউক, তোমরা সকলে একমনা হইয়া, স্কন্ধে স্কন্ধে মিলিয়া, ঊর্দ্ধমুখে—তাঁহার সিংহাসনাভিমুখে অটল ভাবে চলিতে থাক, তোমাদের মধ্যে সকল বিবাদ কলহ তিরোহিত হউক, শান্তি-সুখ বিস্তার হউক। তোমাদের ধর্ম্মেতে মতি হউক, ঈশ্বরের প্রেম-মুখ দর্শন করিয়া তোমাদের হৃদয় নিষ্পাপ ও পবিত্র হউক। তোমাদের প্রতি পরিবার ধর্ম্মের পরিবার হউক, তোমাদের কুলে যেন কেহ অব্রাহ্ম না হয়। তোমরা সকলে ব্রহ্মবান্ ও ব্রহ্মবতী হও। এই সভাস্থ প্রত্যেক নরনারীর হৃদয়ে ঈশ্বরের প্রসাদ অবতীর্ণ হউক, এই আমার স্নেহপূর্ণ শেষ আশীর্ব্বাদ।

সাধারণ সমাজের অন্তর্গত ছাত্র সমাজের অভিনন্দন পত্র।

ওঁ তৎসৎ।

পরম ভক্তিভাজন

শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রধানাচার্য্য মহাশয় শ্রীচরণেষু।

দেব!

আমাদের প্রিয়তম মাঘোৎসবে আমরা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অন্তর্গত ছাত্রসমাজের সভ্যগণ ভক্তিপূর্ণ অন্তরে হৃদয়ের গভীর শ্রদ্ধা কৃতজ্ঞতা-চিহ্ন-স্বরূপ এই যৎসামান্য প্রীতি-উপহার লইয়া আপনার চরণ-প্রান্তে উপস্থিত হইতেছি। যদিও আমাদের মধ্যে অনেকে আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে পরিচিত নহে, এবং যে সময় আপনি ব্রাহ্মসমাজের বেদিকে অলঙ্কৃত করিয়া আগ্নেয় গিরির অগ্ন্যুৎপাতের ন্যায় জ্বলন্ত ও জীবন্ত সত্য সকল বর্ষণ করিতেন যদিও আমরা তৎপরকালবর্ত্তী বলিয়া সেই উপদেশ শ্রবণে সুখসম্ভোগ করিতে পারি নাই, তথাপি আমরা সকলেই বহু দিন হইতে আপনার নাম হৃদয়ের নিভৃত স্থলে গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার সহিত ধারণ করিয়া আসিতেছি, এবং অপূর্ব্ব আধ্যাত্মিক তত্ত্বের খনির স্বরূপ আপনার ব্যাখ্যানমালা পাঠ করিয়া আমরা প্রভূত উপকার লাভ করিয়াছি ও অদ্যাপি করিতেছি। আপনি নিজ জীবনে যে প্রগাঢ় ঈশ্বরপ্রীতি, আধ্যাত্মিকতা ও সত্যপরায়ণতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন, আমরা দুর্ব্বল শক্তিতে যথাসাধ্য সেই পদবীর অনুসরণ করিতে চেষ্টা করিতেছি।

আমাদের অধিকাংশেরই পাঠদ্দশা। ছাত্রগণের মধ্যে ধর্ম্মভাব উদ্দীপিত করা, শিক্ষাকে ধর্ম্মের সুদৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত করা, যুবকদিগের মনে কর্ত্তব্য জ্ঞানকে উজ্জ্বল করা, তাঁহাদিগকে ধর্ম্ম ও নীতির সুনিয়মে সুপ্রতিষ্ঠিত করা, এবং সকল প্রকার সদনুষ্ঠানে উৎসাহিত করা, ছাত্রসমাজের লক্ষ্য। আমাদের এই ছাত্রসমাজকে আপনার পূর্ব্বপ্রতিষ্ঠিত ব্রহ্মবিদ্যালয়ের কার্য্যের উত্তরাধিকারী বলিলেও হয়। আমরা অদ্যকার এই বিশেষ দিনে আপনার স্নেহাশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিতেছি। আপনি ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করুন, যেন এদেশে শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে যুবকগণ আপনার পদচিহ্নের অনুবর্ত্তী

হইতে পারে, যেন আমাদের শিক্ষা আমাদিগকে সত্য স্বরূপে উপনীত করিতে পারে, যেন জ্ঞান লাভ করিয়া আমরা ধর্ম্মের মহিমা অনুভব করি এবং বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিশুদ্ধ-চরিত্র থাকিয়া ঈশ্বর-প্রীতি ও ঈশ্বর-সেবাতে আত্মসমর্পণ করিতে পারি। ইতি।

ব্রাহ্মাব্দ ৫৮, ১৭ মাঘ
কলিকাতা।

আপনার আশীর্ব্বাদাকাঙ্ক্ষী
ছাত্রসমাজের সভ্যগণ

শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রত্যুত্তর।

ওঁ তৎসৎ।

স্নেহাস্পদ ছাত্রসমাজের সভ্যগণ
সমীপেষু।

প্রিয়দর্শন!

আমার প্রতি তোমাদের হৃদয়ের কৃতজ্ঞতার ও প্রীতির উপহার আমি আদরের সহিত আনন্দের সহিত গ্রহণ করিলাম। তোমরা ইন্দ্রিয়দিগকে সংযত করিয়া হৃদয়কে পবিত্র কর এবং তাহাতে যে ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম-বীজ রোপিত হইবে তাহা ভক্তি ও শ্রদ্ধার সহিত পালন করিতে থাক, কালে তাহাতে যে ফল ফলিবে সে ফল হইতে নিশ্চয় অমৃত লাভ হইবে। তোমরা যাহা কিছু শিখিবে, তাহাতে প্রমাদশূন্য হইবে। তোমরা ঈশ্বরের পথে যতটুকু অগ্রসর হইবে যত্ন পূর্ব্বক তাহা রক্ষা করিবে। ভবিষ্যতে ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নতি তোমাদের উপরেই নির্ভর করিতেছে। তোমরা জ্ঞান লাভ করিয়া ধর্ম্মের মহিমা অনুভব কর এবং বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে চরিত্রকে বিশুদ্ধ করিয়া ঈশ্বর-প্রীতি ঈশ্বর-সেবাতে আত্ম সমর্পণ কর। ইহাতে তোমারদের ইহকালের ও পরকালের মঙ্গল হইবে। যেখানে থাক, তোমাদের শরীর মন আত্মা কুশলে থাকুক এই আমার আশীর্ব্বাদ।

ব্রাহ্মসাধারণের প্রতি ব্রাহ্মসমাজের প্রধান আচার্য্য শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপহার।

ওঁ তৎসৎ।

হে প্রিয় ব্রাহ্মগণ।

"সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং সংবো মনাংসি জানতাং।
দেবা ভাগং যথা পূর্ব্বে সংজানানা উপাসতে॥"

তোমরা সকলে এক সঙ্গে মিলিত হও, এক সঙ্গে কথা বল, এক সঙ্গে সকলের মন সকলে জানো। পুরাতন দেবতারা যেমন একমত হইয়া হবির্ভাগ গ্রহণ করেন—তোমরাও সেইরূপ একমত হও।

"সমানীব আকূতিঃ সমানা হৃদয়ানি বঃ।
সমানমস্তু বো মনো যথাবঃ সুসহাসতি॥"

তোমাদের সংকল্প এবং অধ্যবসায় সমান হউক, তোমাদের হৃদয় সমান হউক, তোমাদের মন সমান হউক—যাহাতে তোমাদের মধ্যে সুশোভন সম্মিলন প্রাদুর্ভূত হয়।

তোমরা সকলে এক-হৃদয় এক-বাক্য হইয়া চল বেদ-বচনে তোমাদের প্রতি এই যে আমার স্নেহের আশীর্ব্বাদ ও হিত-কামনা প্রকাশ করিলাম, এই বিবাদ কলহের মধ্যে তাহার প্রতি তোমাদের বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। ইহার জন্য তোমরা এই পদ্ধতিটি যদি অবলম্বন কর, তবে ইহাতে সিদ্ধকাম হইবে। পদ্ধতিটি এই—আমরা আদি-ব্রাহ্ম, সাধারণ ব্রাহ্ম বা মন্ত্রগ্রাহী ব্রাহ্ম বা অন্য কোন রূপ ব্রাহ্ম, এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাব বিস্মৃত হইয়া, আমরা ব্রাহ্ম—এক ঈশ্বরের উপাসক, এক পিতার পুত্র, মনুষ্য আমাদের ভ্রাতা, এই মহৎ ভাবটির প্রতি আত্মার

সমস্ত ঝোঁক সমর্পণ করা। এই পদ্ধতিই সম্মিলনের পদ্ধতি। এই পদ্ধতি অবলম্বন করিলে তোমাদের মধ্য হইতে সকল বিবাদ চলিয়া যাইবে, শান্তির অভ্যুদয় হইবে এবং ব্রাহ্মধর্ম্মের জয় হইবে।

১। ব্রাহ্মধর্ম্ম আধ্যাত্মিক ধর্ম্ম। তাহার বীজ এই যে, আত্মার দ্বারা পরমাত্মাকে জানিবে। আত্মাতে ঈশ্বরকে দেখিলে সর্ব্বত্রই তাঁহাকে দেখা যায়। যিনি সকল বৈচিত্র্যের মূল, সকল সংসারের একাধিপতি, তাঁহার প্রিয় আবাস-স্থান নর-নারীর আত্মা। আত্মাকে যদি না জানো তবে সকলি শূন্য। আত্মাই পরমাত্ম-জ্ঞানের মূল।

২। এই শরীরের মধ্যে যে শরীরী আত্মা, তাহার অভ্যন্তরে বিশুদ্ধ জ্ঞানালোকে শুদ্ধ-বুদ্ধ অশরীর পরমাত্মাকে দেখিবে—শান্ত, দান্ত, উপরত, তিতিক্ষু, সমাহিত হইয়া স্বীয় আত্মাতে পরমাত্মাকে দেখিবে। এই অধ্যাত্মযোগ। ভক্তির সহিত এই যোগে যুক্ত হইলে সকল পাপ হইতে নিষ্কৃতি পাইবে, মুক্তির সোপান লাভ করিবে। মৃত্যুর পরে শরীর পড়িয়া থাকিবে কিন্তু এই যোগে যুক্ত হইয়া আত্মা পরমাত্মার সহিত অনন্তকাল বিচরণ করিবে।

৩। শরীরের সুস্থতার জন্য যেমন প্রতিদিন নিয়মিত আহার কর, সেইরূপ আত্মার সুস্থতার জন্য প্রতি দিন ঈশ্বরের উপাসনা করিবে। ঈশ্বরের উপাসনা আত্মার অন্ন।

৪। "তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।" দেশকালাতীত অথচ দেশকালব্যাপী সর্ব্বসাক্ষী সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্মকে পিতা মাতা সুহৃৎ জানিয়া, অন্তর্যামী হৃদয়ের প্রভু জানিয়া প্রেম-ভরে নিত্য আরাধনা করিবে এবং সংসারের হিতকামনায় তাঁহার প্রিয় ধর্ম্ম-কার্য্য-সকল অহোরাত্র সাধন করিতে থাকিবে। তাঁহার উপাসনার এই নিত্য-যুক্ত দুই অঙ্গকে কদাপি বিচ্ছিন্ন করিবে না।

৫। কুলপাবন সৎপুত্র হইয়া সর্ব্বদা সর্ব্ব-প্রযত্নে পিতা মাতার সেবা করিবে। তাঁহাদের প্রতি কদাপি কর্কশ ব্যবহার করিবে না। আপনার সুখভোগের কামনা খর্ব্ব করিয়াও তাঁহাদিগকে সুখী ও সন্তুষ্ট রাখিবার চেষ্টা করিবে।

৬। পরমেশ্বরের প্রীতি-কামনায় ভ্রাতা, ভগিনী, ভার্য্যা, পুত্র, কন্যা সন্ততিদিগকে অপরাজিত চিত্তে প্রতিপালন করিবে এবং তাহাদের শারীরিক মানসিক ও আধ্যাত্মিক কল্যাণ সাধন করিবে।

৭। সর্ব্বাবয়বসম্পন্না সাধুশীলা স্ত্রীকে বিবাহ করিবে। রুগ্না বা অঙ্গ-হীনা বা দুশ্চরিত্রার পাণি-গ্রহণ করিবে না। স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে কেহ চারিত্র্যহীন হইলে অশেষ অমঙ্গল উৎপন্ন হয়, অতএব পরস্পর পরস্পরের সুশীলতা অবগত হইয়া বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হইবে। পত্নী স্বামীর সহধর্ম্মিণী হইবেন, সহকর্ম্মিণী হইবেন, সহভোগিনী হইবেন। মূল্য দ্বারা পত্নীক্রয় করিবে না এবং নিজেও অর্থলোলুপ হইয়া পত্নীগ্রহণ করিবে না, তাহা ধর্ম্মের অনুমোদিত নহে।

৮। স্বামীর প্রিয়কারিণী, হিতকারিণী, সদাচারা, জিতেন্দ্রিয়া, ব্রহ্মপরায়ণা স্ত্রীর প্রতি যেমন মনুষ্যেরা সন্তুষ্ট হন, সেইরূপ তাঁহার প্রতি ঈশ্বর সন্তুষ্ট থাকেন। এইরূপ স্ত্রী ঐহিক পারত্রিক মঙ্গল লাভ করিয়া কৃতার্থ হন এবং তাঁহার কীর্ত্তি পৃথিবীতে অন্যান্য স্ত্রীদিগকে সাধু কর্ম্মে উৎসাহ দান করে।

৯। ব্রাহ্মেরা স্ত্রীর শারীরিক মানসিক ও আধ্যাত্মিক কল্যাণ সাধনে যত্নবান থাকি-

বেন, সদুপদেশ প্রদান ও সাধু-দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিবেন এবং প্রীতি ও সমাদরের সহিত তাঁহাকে প্রতিপালন করিবেন। স্বাধ্বী স্ত্রীকে পুরুষ কদাপি পরিত্যাগ করিবেন না।

১০। দুর্ব্বিনীতদিগের যে অভদ্র দর্শনে, অভদ্র শ্রবণে মন অভদ্র হইতে পারে, যে সকল আমোদ প্রমোদে ধর্ম্মভাব মলিন হইয়া যায়, যেখানে পাপ-প্রলোভন মনকে বিচলিত করে, তথায় দুঃসঙ্গে অবস্থান কর্ত্তব্য নহে। বিশেষতঃ স্ত্রীলোকদিগকে এই সকল দুঃস্থান ও দুঃসঙ্গ হইতে অতি যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করিবে। পাপ-সংসর্গে পাপের প্রতি আসক্তি জন্মে।

১১। যাহা কিছু পরাধীন তাহা দুঃখের কারণ। আত্মবশ সকলি সুখের কারণ। অতএব ব্রাহ্মেরা স্বাধীন ভাবে অবস্থান করিবার চেষ্টা করিবেন। আত্মচিন্তা আত্মনির্ভর অভ্যাস করিবেন। সাধ্য থাকিতে অন্যের গলগ্রহ হইবেন না। মিতব্যয় অভ্যাস করিয়া অতিলোভ পরিত্যাগ করিবেন। মিতব্যয় দ্বারা আপনার ও পরিবারের ও সমাজের কুশল রক্ষা করিবেন। কদাপি কৃপণতা দোষে লিপ্ত হইবেন না।

১২। আত্মার দ্বারা যে আত্মা বশীভূত হইয়াছে, সেই আত্মাই আত্মার বন্ধু। আত্মাই নিয়ত বন্ধু আত্মাই নিয়ত রিপু।

১৩। উত্তম মানব জন্ম প্রাপ্ত হইয়া এবং ইন্দ্রিয়সৌষ্ঠব লাভ করিয়া যে ব্যক্তি আত্ম-হিত না জানে সে আত্মঘাতী হয়।

১৪। যতই বিষয় ভোগ করিবে, বিষয়-তৃষ্ণা ততই বৃদ্ধি পাইবে। অতএব সন্তোষ অবলম্বন করিবে এবং প্রকৃত তৃপ্তি-স্থান সংসারের অতীত জানিয়া সংসারের আসক্তি পরিত্যাগ করিবে।

১৫। সুখই হউক আর দুঃখই হউক, প্রিয় ঘটনাই হউক আর অপ্রিয় ঘটনাই হউক, সর্ব্বদাই এই লক্ষ্য রাখিবে যেন তাহাতে হৃদয় অভিভূত না হয়। ঈশ্বরের মঙ্গলস্বরূপে শ্রদ্ধান্বিত চিত্তে একান্ত নির্ভর করিয়া সুখ দুঃখ ও সম্পদ বিপদকে পরাজয় করিবে। প্রিয় ঘটনায় আহ্লাদে মত্ত হইবে না, অপ্রিয় ঘটনায় বিষাদে ম্রিয়মান হইবে না। মনের মধ্যে অত্যন্ত সন্তাপ উপস্থিত হইতে দিবে না। সন্তাপের কারণ উপস্থিত হইলে ধৈর্য্য ও বিবেচনা পূর্ব্বক আপনাকে রক্ষা করিবে।

১৬। আত্ম-প্রশংসা ও পরনিন্দা পরিত্যাগ করিবে। সর্ব্বদা সত্যব্রত থাকিবে। মনকে সত্যের অনুগত করিবে, বাক্যকে সত্যের অনুগত করিবে, এবং আচরণকে সত্যের অনুগত করিবে। যাহাতে সত্যের অপলাপ হয় না অথচ লোকের প্রীতি ও কল্যাণ উৎপন্ন হয় তাদৃশ বাক্যই কহিবে। যাহা সত্য কিন্তু তাহা কহিলে কাহারো হৃদয়ে আঘাত দেওয়া হয়, তাহা সংযত করিয়া রাখিবে, ধর্ম্মের অনুরোধে আবশ্যক না হইলে কহিবে না। প্রিয় অথচ মিথ্যা একেবারে পরিত্যাগ করিবে। বাক্যে সত্যবাদী ও ব্যবহারে সত্যপরায়ণ হইবে। সত্যের সমান আর ধর্ম্ম নাই—সত্য হইতে প্রকৃষ্ট বস্তুও আর কিছুই নাই। ইহলোকে মিথ্যার পর তীব্র পদার্থও আর নাই।

১৭। যাহাতে মঙ্গল হইবে তাহারই অনুষ্ঠান করিবে। পাপকারীর প্রতি পাপাচার করিবে না। কেহ অন্যায় করিলে অন্যায় করিয়া তাহার প্রতিকার করিবে না। সর্ব্বদা সাধু থাকিবে। সাধু উপায় অবলম্বন করিয়া অসাধুতার প্রতিবিধান করিবে। ন্যায়পথে থাকিয়া অন্যায়াচরণের প্রতিবিধান করিবে। অসাধুকে সাধুতার দ্বারা জয় করিবে। কেহ অসদ্ব্যবহার করিলেও তাহার প্রতি সদ্ব্যবহার করিবে।

১৮। যত্নপূর্ব্বক সাধুসঙ্গ করিবে। সংসারে নানাবিধ অবস্থায় পতিত হইতে হয়, তাহাতে অন্তঃকরণ নানাবিধ ভাবে আক্রান্ত ও বিক্ষিপ্ত হইতে পারে। ধর্ম্মভাব ম্লান হইতে পারে, পবিত্র উৎসাহ নির্ব্বাণ হইতে পারে, সাধু আশা নৈরাশ্যে পরিণত হইতে পারে, মোহ উৎপন্ন হইয়া জীবনকে মলিন করিতে পারে। এরূপ অবস্থায় সাধুগণের সংসর্গ আত্মাকে প্রকৃতিস্থ করিতে পারে। সাধুসঙ্গ প্রভাবে মুমূর্ষু আত্মা জীবন প্রাপ্ত হয়, হতাশ মনুষ্য আশা লাভ করে এবং নিরুৎসাহ চিত্ত উৎসাহিত হয়। যেমন সূর্য্যের আলোক রূপহীন বস্তুকে রূপবান করে, সেইরূপ সাধুগণের সাধুতা অসাধু জীবনকেও পবিত্র ও পুণ্যশীল করে। সাধুসঙ্গের এই মহৎ গুণ যে, তাহাতে অসাধু ভাবের দমন হয়, সাধু ভাবের উদ্দীপন হয়। অতএব ধর্ম্মার্থীগণ সাধুসঙ্গ সেবনে অবহেলা করিবেন না।

১৯। অসাধুসঙ্গ পরিত্যাগ করিবে। যাহার সঙ্গে অবস্থান করিলে নীচ কামনা ও নীচ ভাব উৎপন্ন হয়, তাহা হইতে আপনাকে রক্ষা করিবে। অসাধু ব্যক্তিদিগের সহবাসে সমূহ মোহের উৎপত্তি হয়। অসাধুসঙ্গে পাপের প্রতি ঘৃণা ও ধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধা মন্দীভূত হয়। অতএব তোমরা অসাধু-সঙ্গ পরিহার পূর্ব্বক সর্ব্বদা সাধু-সঙ্গ করিবে।

২০। কাহারো সহিত বিবাদ করিবে না। ক্রোধ সম্বরণ করিবে এবং ক্ষমা ও প্রীতির সহিত সকলের প্রতি সদ্ব্যবহার করিবে। মৈত্রীই যেন অন্যের সহিত ব্যবহারের নিয়ামক হয়।

২১। উপকারীর প্রতি কৃতজ্ঞ হইবে। কেহ সামান্য উপকার করিলেও তাহা বিস্মৃত হইবে না। কৃতজ্ঞতার বিপরীত ভাব কৃতঘ্নতা যেন তোমাদের মনে স্থান না পায়। যেহেতুক কৃতঘ্নের যশই বা কোথায়, স্থানই বা কোথায়, সুখই বা কোথায়? কৃতঘ্ন ব্যক্তি শ্রদ্ধার পাত্র নহে—কৃতঘ্নের নিষ্কৃতি নাই।

২২। অল্পই হউক আর অনল্পই হউক শ্রদ্ধা পূর্ব্বক সৎপাত্রে দান করিবে। দাতার শ্রদ্ধা, পাত্রের উপযুক্ততা অনুসারে দানের উৎকর্ষতার তারতম্য হয়। যাহাকে দান করিলে অসৎ কর্ম্মে উৎসাহ দেওয়া হয় তাদৃশ অসৎ পাত্রে দান ধর্ম্মের অনুমোদিত নহে। যে ব্যক্তি বাস্তবিক অভাবে নিপীড়িত হইতেছে, দাতাগণের অনুগ্রহই যাহার একমাত্র ভরসা সেই ব্যক্তিই দানের উপযুক্ত পাত্র। তাদৃশ সৎপাত্রে শ্রদ্ধা সহকারে যথাসাধ্য দান করিয়া তোমরা পুণ্য উপার্জ্জন করিবে। ইহাতে তোমাদের আত্মা প্রসাদ লাভ করিবে।

২৩। দানের জন্য অন্যায় পূর্ব্বক ধনোপার্জ্জন করিবে না। তাদৃশ দানে পুণ্যলাভ হয় না, প্রত্যুত তাহাতে মহৎ পাপে পতিত হইতে হয়। অতএব যদি ধন দানে সামর্থ্য না থাকে তবে আর আর উপায়ে দুঃখীদিগের দুঃখমোচন করিবে। কদাপি অন্যায় করিয়া ধন আহরণ করিবে না।

২৪। আপনার জীবিকা ও অবশ্য-পোষ্য পরিবারগণের প্রতিপালনের জন্যও অন্যায় পূর্ব্বক ধনোপার্জ্জন করিবে না। ঈশ্বর যে ধর্ম্মজ্ঞান প্রদান করিয়াছেন তাহার আদেশ প্রতিপালন করা এ ক্ষণ-ভঙ্গুর জীবনকে রক্ষা করা অপেক্ষাও গরীয়ান্‌। যদি অন্যায় পথে থাকিয়া জীবন ধারণ করিতে হয়, তাহা হইলে সে জীবন বাস্তবিক মৃত্যু এবং যদি ন্যায় রক্ষার অনুরোধে যথার্থই মৃত্যু উপস্থিত হয় তবে সেই মৃত্যুই আমাদিগের জীবন।

২৫। অহরহ আপনাকে শিক্ষা দান করিবে—আপনাকে শাসন করিবে—আপ-

নাকে ধর্ম্মপরায়ণ করিবে। যিনি আপনার ইন্দ্রিয়গণ ও অন্তঃকরণ বশীভূত করিতে পারেন, তাঁহার ক্লেশ ভোগ করিবার কোন কারণ থাকে না। যিনি আপনাকে দমন করিতে না পারেন, তাঁহার চতুর্দ্দিকেই যন্ত্রণা।

২৬। পরশ্রীতে কাতর হইবে না। পরশ্রীতে কাতরতার তুল্য কুৎসিত ব্যাধি আর কিছুই নাই। অন্যের মঙ্গলের প্রতি যাহার বিদ্বেষ হয়, তাহার আর মনের আরাম থাকে না, তাহার আর শান্তি থাকে না। এই সংসারে যে যত উন্নত হইয়া শুভ ফল ভোগ করিতে থাকে, সে অজ্ঞাতসারে ঈর্ষ্যাকারীর মনে তত আঘাত দিতে থাকে। অতএব সকলের মঙ্গলের মধ্যে আপনার মঙ্গল সন্নিবিষ্ট জানিয়া তোমরা এরূপ ক্ষুদ্রতা হৃদয়ে স্থান দিবে না।

২৭। সম্পদে বিপদে ধৈর্য্যাবলম্বন করিবে। যে ব্যক্তি মনের সহিত ক্ষমা প্রার্থনা করে, সহস্র দোষে দোষী হইলেও তাহাকে ক্ষমা করিবে। বিকার-জনক প্রলোভনে পরিবেষ্টিত থাকিলেও অন্তঃকরণ যাহাতে বিকার প্রাপ্ত না হয় এইরূপে তাহাকে বশীভূত করিবে। স্বামীর অজ্ঞাতসারে বা প্রতারণা পূর্ব্বক অথবা বলপূর্ব্বক পরদ্রব্য গ্রহণ করিবে না। কায়িক, মানসিক, বাচনিক দোষ-সকল প্রক্ষালন করিয়া সর্ব্বপ্রকারে সুখী হইয়া থাকিবে। ইন্দ্রিয়গণকে শাসন করিবে, বুদ্ধিকে মার্জিত করিবে, জ্ঞান অভ্যাস করিবে, সত্য কথা কহিবে এবং ক্রোধ সম্বরণ করিবে। ইহাই ধর্ম্মের লক্ষণ।

২৮। অন্যের মুখ হইতেও একটি অশ্লীল বাক্য শুনিলে যাহার লজ্জা বোধ হয়, সেই হ্রীমান্। হ্রীমান্ ব্যক্তি পাপকে অতিমাত্র ঘৃণা করেন এবং তাহার সম্পর্ক হইতে দূরে থাকিতে স্বভাবতই ইচ্ছা করেন—তাঁহার শ্রী বর্দ্ধিত হয়। যাহার হ্রী নষ্ট হয়, তাহার পক্ষে ঘৃণিত পাপ-পথ সহজ হয়—কল্যাণকর ধর্ম্মপথে তাহার বাধা জন্মে এবং অধর্ম্মে পতিত হইয়া শ্রীহীন ও মলিন হয়। অতএব তোমরা কথাতে, ভাবেতে, বেশ-বিন্যাসে যত্নপূর্ব্বক হ্রীকে রক্ষা করিবে।

২৯। "যথৈবাত্মা পরস্তদ্বৎ দ্রষ্টব্যঃ শুভমিচ্ছতা" যিনি সকলের শুভাকাঙ্ক্ষা করেন, তিনি যেমন আপনাকে তেমনি পরকে দেখেন। যেমন আপনাকে অন্যের প্রীতিভাজন দেখিলে সুখী হও, সেইরূপ অন্যের প্রতি প্রীতি করিয়া তাহাকে সুখী করিবে। যেমন অন্যের বিদ্বেষে কষ্ট বোধ কর, সেইরূপ অন্যাকেও বিদ্বেষ করিয়া কষ্ট প্রদান করিও না। এইরূপ সকল বিষয়ে আপনার সহিত তুলনা করিয়া অন্যের সহিত ব্যবহার করিবে। কেননা সুখ দুঃখ আপনাতেও যেরূপ, অন্যেতেও সেইরূপ। এইরূপ আচরণই কল্যাণ লাভের উপায়।

৩০। যিনি ঈশ্বরকে ভক্তি করেন এবং মনুষ্যকে প্রীতি করেন, তিনিই সাধু। তিনি কখন মনুষ্যকে অপবাদ প্রদান করিয়া আনন্দিত হন না। কেননা মনুষ্য তাঁহার প্রিয়। তিনি কাহারো দোষ দেখিলে দুঃখিত হন এবং প্রীতির সহিত তাহা সংশোধন করিতে চেষ্টা করেন। তিনি মনুষ্যকে মনুষ্য বলিয়া প্রীতি করেন, এই জন্য তিনি কাহারো সদ্গুণ দেখিলে আনন্দিত হন এবং কাহারো দোষ দেখিলে দুঃখিত হন। তাঁহার সুখ ও দুঃখ উভয়ই প্রীতি হইতে উৎপন্ন হয়। সুতরাং তিনি আহ্লাদের সহিত কাহারো দোষ ঘোষণা করিতে পারেন না। পিতা মাতা যেমন পুত্রকে পুত্র বলিয়াই প্রীতি করেন এই জন্য পুত্রের গুণ দেখিলে সুখী হন এবং দোষ দেখিলে হৃদয়ে আঘাত পান, সেইরূপ মনুষ্যকে কেবল মনুষ্য বলিয়াই প্রীতি করিতে শিক্ষা করিবে।

তাহা হইলে অন্যের অপবাদে হৃদয় আর আনন্দিত হইবে না। যে ব্যক্তি অন্যের দোষ দেখিয়া ও অন্যের দোষ ঘোষণা করিয়া হৃদয়ে সুখ অনুভব করে, তাহার হৃদয় অত্যন্ত ক্ষুদ্র। তাদৃশ ক্ষুদ্রতার সংশোধন করিতে সর্ব্বদা যত্নবান থাকিবে।

৩১। বিনয়ী ব্যক্তিই ধর্ম্মলাভ করিতে সমর্থ হন এবং বিনয়ী ব্যক্তিই সংসারে উন্নতি লাভ করিতে পারেন। বিনয়হীন ব্যক্তি সকলেরই বিদ্বিষ্ট হয়। যদি সম্পত্তি থাকে, বিনয়ী হইলে তাহার শোভা বৃদ্ধি হইবে; যদি বিপত্তি হয়, বিনয়গুণে তাহা হইতে মুক্তিলাভ হইবে। অতএব ঈশ্বর অন্তরে যে সকল সদ্গুণ প্রদান করেন এবং বাহিরে যে সকল সৌভাগ্য প্রদান করেন, তাহার নিমিত্ত এক দিনও অহঙ্কার করিবে না।

৩২। "মদ্যমদেয়মপেয়মগ্রাহ্যং" মদ্যপানে মন, বুদ্ধি ও বিবেক-শক্তি নিস্তেজ ও প্রভাহীন হইয়া পড়ে, হৃদয়ের পবিত্র ভাব-সকল অসাড় হইয়া যায়, আত্মার আর স্ফূর্ত্তি থাকে না। যে পরিবার মধ্যে এই মহা পাপ প্রবেশ করে, সে পরিবারের দুর্গতির আর অন্ত নাই। এই বঙ্গদেশে কত সুস্থ ও সবল ব্যক্তি এই মহাপাপ জন্য স্বাস্থ্য হারাইতেছে, অকালে বার্দ্ধক্য প্রাপ্ত হইতেছে এবং অসময়ে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইতেছে। কত কত বুদ্ধিমান্ ও বিদ্বান্ ব্যক্তি এই মহাপাপ জন্য আপনাদিগের বুদ্ধি ও বিদ্যা হারাইয়া লোকের সম্মুখে স্খলিত ও অপমানিত হইতেছে। কত কত বিচক্ষণ ব্যক্তি বিবেক-শক্তি-চ্যুত হইতেছে এবং রিপুগণের বশীভূত হইয়া পশুর ন্যায় আচরণ করিতেছে। কত কত ব্যক্তি আত্মার অবনতি করিয়া ঈশ্বর-জ্ঞানে অনধিকারী হইয়া আপনাদিগের সুগতির পথে কণ্টক রোপণক রিতেছে। অতএব সাবধান। তোমাদিগের মধ্যে যেন এই পাপ প্রবেশ না করে। তোমরা অন্যকে মদ্য দিবে না। আপনারা মদ্যপান করিবে না—একেবারে তাহা স্পর্শ করিবে না। এই সনাতন ধর্ম্ম।

৩৩। অন্তরাত্মার পরিতোষ আত্ম-প্রসাদ, তাহা ধর্ম্মানুষ্ঠানের অব্যর্থ ফল। আত্ম-প্রসাদেই ঈশ্বরের প্রসাদ অনুভূত হয়। আত্মা প্রসন্ন থাকিলে সকল দুঃখ বিনষ্ট হয়। ধর্ম্মের অনুষ্ঠান ব্যতীত আত্মা পরিতুষ্ট হয় না। বিষয়-সুখে মন সুখী হইতে পারে, কিন্তু আত্মাতে যদি গ্লানি থাকে তাহা হইলে রাশীকৃত বিষয়-সুখও ব্যর্থ হইয়া যায়। অতএব ধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা আত্মাকে পরিতুষ্ট রাখিবে এবং যাহাতে আত্ম-প্রসাদের হানি হয় তাহা পরিত্যাগ করিবে।

৩৪। ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠানের নিমিত্ত সাধ্যানুসারে যত্ন করিবে। সমুদায় শক্তি নিয়োগ করিয়া কৃতকার্য্য হইতে না পারিলেও পুণ্য লাভ হইবে। ঈশ্বরের অশেষ কার্য্য কে কতদূর সম্পন্ন করিল, ঈশ্বর তাহা গণনা করেন না। তিনি যাহাকে যে শক্তি প্রদান করিয়াছেন সে তাহা অকপটে নিয়োগ করুক ইহাই তাঁহার অভিপ্রায়। তাহা হইলেই তিনি তাহাকে কৃতকৃত্য করেন।

৩৫। সারথী যেমন অশ্ব-সকলের সংযম করে, তদ্রূপ বিষয়ে প্রবৃত্ত ইন্দ্রিয়-সকলকে সংযম করিবে। যে সকল বিষয় ইন্দ্রিয়গোচরে উপস্থিত হইলে অন্তঃকরণে অসৎ ভাবের উদয় হয়, ইন্দ্রিয়গণকে তাদৃশ অপবিত্র বিষয়ে নিয়োগ করিবে না। পবিত্র বিষয় উপভোগের দ্বারা ইন্দ্রিয়গণকে পরিতৃপ্ত করিয়া অহরহ জীবনের উদ্দেশ্য সাধনে প্রবৃত্ত থাকিবে। যখন যে প্রবৃত্তি উঠে তাহাতেই ইন্দ্রিয়দিগকে বিচরণ করিতে দিবে না, কিন্তু আধ্যাত্মিক ধর্ম্মের আদেশে মনকে সুশিক্ষিত ও বশীভূত করিয়া ইন্দ্রিয়-

দিগকে দমন করিবে। মন যদি স্বেচ্ছাচারী ইন্দ্রিয়-সকলের অনুগামী হয়, তবে বায়ু যেমন নৌকাকে জলেতে মগ্ন করে মনও তদ্রূপ পুরুষের বুদ্ধিকে নষ্ট করে। যখন প্রলোভন-সঙ্কুল সংসারে অবস্থান করিয়াই ধর্ম্ম সাধন করিতে হইবে তখন মনকে দমন করিতে না পারিলে পদে পদেই বিপদ ঘটিয়া উঠে। মন ইন্দ্রিয়গণের অনুকূল হইলে মনুষ্য হতচেতন হইয়া পাপ-মোহে মুগ্ধ হয়। অতএব যাহাতে শরীর ক্ষীণ না হয় এমত উপায় দ্বারা মন ও ইন্দ্রিয়-সকলকে বশীভূত করিয়া সর্ব্বার্থসাধন করিবে।

৩৬। পাপ-চিন্তা, পাপালাপ, পাপ অনুষ্ঠান করিবে না। যাঁহারা মন ও বাক্য ও কর্ম্ম ও বুদ্ধি দ্বারা পাপাচরণ না করেন, সেই মহাত্মারাই তপস্যা করেন। যাঁহারা শরীর শোষণ করেন, তাঁহারা তপস্যা করেন না। অতএব তোমরা পাপ হইতে বিরত হইয়া শুভ কার্য্যে রত থাকিবে। ধর্ম্ম-পথে থাকিয়া জীবিকা লাভ করিবে।

৩৭। ধর্ম্ম-পথে থাকিয়া নিতান্ত অবসন্ন হইলেও অধর্ম্মে মনোনিবেশ করিবে না। তোমরা প্রাণপণে ধর্ম্মকে রক্ষা কর, ধর্ম্ম তোমাদিগকে রক্ষা করিবেন।

৩৮। পরলোকে সহায়ের নিমিত্তে পিতামাতা স্ত্রী পুত্র জ্ঞাতি বন্ধু কেহই থাকেন না, কেবল ধর্ম্মই থাকেন। একাকী মনুষ্য জন্মগ্রহণ করে, একাকী মৃত হয়; একাকী স্বীয় পুণ্য-ফল ভোগ করে এবং একাকীই স্বীয় দুষ্কৃত ফল ভোগ করে। বান্ধবেরা ভূমিতলে মৃত শরীরকে কাষ্ঠ লোষ্ট্রবৎ পরিত্যাগ করিয়া বিমুখ হইয়া গমন করেন, ধর্ম্ম তাহার অনুগামী হন। অতএব আপনার সাহায্যার্থে ক্রমে ক্রমে ধর্ম্ম সঞ্চয় করিবে। ধর্ম্ম ইহকালের বন্ধু, ধর্ম্মই পরলোকের নেতা। "ধর্ম্ম সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধু।" ধর্ম্ম সকলের পক্ষে মধু স্বরূপ—ধর্ম্ম সকলেরই পক্ষে মধু স্বরূপ।

৩৯। "ন ধনেন ন প্রজয়া ন কর্ম্মণা ত্যাগেনৈকেনামৃতত্বমানশুঃ।" না ধনের দ্বারা, না পুত্রের দ্বারা, না কর্ম্মের দ্বারা মুক্তি লাভ হয়, কেবল একমাত্র ত্যাগের দ্বারাই মুক্তি লাভ হয়। অরণ্যবাসী সন্ন্যাসী হইয়া সংসার ত্যাগ করা নহে, কিন্তু গৃহে থাকিয়া সংসারী হইয়া হৃদিস্থিত কামনা সকল ত্যাগ করিতে হইবে।

> "যদা সর্ব্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেঽস্য হৃদিশ্রিতাঃ।
> অথ মর্ত্ত্যোঽমৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে।"

যখন হৃদয়ের কামনা-সকল নিরস্ত হয়, তখন মর্ত্ত্য অমৃত হয় এবং এখানেই ব্রহ্মকে উপভোগ করে। স্ত্রী পুত্র আত্মীয়দিগকে সর্ব্বপ্রযত্নে পোষণ করিবে এবং নিজে নিষ্কাম হইয়া ফল ভোগের আসক্তি ত্যাগ করিবে, তবে মুক্তির সোপানে আরোহণ করিতে পারিবে। ইহার পূর্ণ আদর্শ স্বয়ং ঈশ্বর। তিনি দেখ কেমন সংসারী—একটি কীট পতঙ্গেরও আহার দিতে তিনি ভুলেন না। কঠোর পর্ব্বতের প্রস্তর মধ্যেও তিনি জীব জন্তুকে অন্ন যোগাইতেছেন। কিন্তু তিনি আপনার জন্য কিছুই রাখেন না, কেবল সকলকে দিতেই থাকেন। এই আদর্শ অনুসারে তোমরাও আপনাকে ভুলিয়া সংসারের মঙ্গল কর্ম্মে ব্রতী থাকিবে। তাঁহাতেই যুক্ত হইয়া সংসার ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে। যাহা তাঁহার আদেশ বলিয়া জানিবে তাহা প্রাণপণে প্রতিপালন করিবে। যাহা তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধ বলিয়া জানিবে তাহা বিষবৎ পরিত্যাগ করিবে। তুমি যদি আপনাকে ভুলিয়া এইরূপে তাঁহার কার্য্য করিতে থাক, নিশ্চয় জানিও তিনি তোমাকে ভুলিবেন না। তোমার যে সকল অভাব তাহা তিনি পূর্ণ করিবেন। তিনি

তোমাকে যাহা দেন তাহাই যথেষ্ট বলিয়া কৃতজ্ঞ হইয়া গ্রহণ করিবে। তিনি তোমাকে যে অবস্থায় রাখেন সেই অবস্থাতেই সন্তুষ্ট থাকিবে। সম্পৎকালে তাঁহারই অনুগত হইয়া চলিবে, বিপৎকালে তাঁহারই শরণাপন্ন হইয়া বিচলিত হইবে না। কর্ম্মের সময় তাঁহাতে থাকিয়া কর্ম্ম করিবে, বিশ্রামের সময় তাঁহাতেই থাকিয়া বিশ্রাম করিবে। এই শরীর পৃথিবীতে সঞ্চরণ করিবে, তোমার আত্মা পরমাত্মাতে যুক্ত থাকিবে। মৃত্যুতেও আত্মার সহিত পরমাত্মার এ যোগের অন্ত নাই।

৪০। পশুরাজ্যে স্বাধীনতা নাই। ঈশ্বর আত্মাকে স্বাধীনতা-অলঙ্কার দিয়াছেন। এই স্বাধীনতা থাকাতেই তোমাদের ধর্ম্ম-কার্য্যে—শুভ কর্ম্মে অধিকার হইয়াছে, তোমাদের কেবল কর্ম্মেতে অধিকার হইয়াছে কদাপি তাহার ফলেতে নহে। ফল ফলদাতার হস্তে।

"কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।"

সর্ব্বপ্রযত্নে কর্ম্ম করিবে কিন্তু তাহার ফল-লাভের জন্য ব্যাকুল হইবে না। তোমাদের এই দৃঢ় বিশ্বাস হউক যে, জগতের মঙ্গলের সহিত তোমাদের মঙ্গল যাহা বাঁধা আছে তাহা তিনি নিশ্চয়ই বিধান করিবেন। তোমরা তাহা মস্তক পাতিয়া গ্রহণ করিবে। তোমাদের শরীর মনের অবস্থা তিনি ছাড়া কে আর অধিক জানে? তোমাদের প্রতি স্নেহ ও দয়া তাঁহার মত আর কাহার আছে? তিনি তোমাদিগকে যেমন রক্ষা করেন তেমন আর কে করিবে? অতএব তাঁহার মঙ্গলভাবের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রাখিয়া যাহাতে আপনার কল্যাণ জানো তোমরা প্রাণপণে সেই কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে থাকিবে। তাহার ফল তিনি উপযুক্ত রূপে বিধান করিবেন। এই ভয়াকীর্ণ সংসারে ভয় পাইলে তোমরা তাঁহার ক্রোড়ের আশ্রয় লইতে পার; রোগে, শোকে, দারিদ্র্য দুঃখে নিপতিত হইলে তাঁহার নিকট ক্রন্দন করিতে পার; পাপে, তাপে জর্জ্জরিত হইয়া সন্তপ্ত চিত্তে তাঁহার প্রসাদ-বারি ভিক্ষা করিতে পার; কিন্তু এই ভয় দুঃখকে অতিক্রম করিয়া পাপ তাপ হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া যখন তাঁহার ইচ্ছার অধীনে তোমাদের ইচ্ছাকে নিয়োগ করিতে পারিবে, যখন তোমাদের হৃদয় হইতে সকল প্রার্থনা গিয়া এই একটি প্রার্থনা তাঁহার সিংহাসনাভিমুখে উত্থিত হইবে যে, হে ঈশ্বর! তোমার ইচ্ছা সম্পন্ন হউক, জগতের মঙ্গল হউক, তখনি অমৃতত্ব তোমাদের হস্তগত হইবে, জীবন্মুক্তি লাভ করিবে। যখনি তোমরা আপন আপন মনের ক্ষুদ্রতা অপসারিত করিবে এবং হৃদয়ের কঠিন গ্রন্থি-সকল ভাঙ্গিয়া ফেলিতে পারিবে, তখনি সেই মহতো মহীয়ান সৌন্দর্য্য-সাগরে তোমাদের প্রেম মগ্ন হইয়া যাইবে, লোক লোকান্তরে অনন্ত লোকে সেই প্রেমসুধা তোমাদের উপজীবিকা হইবে এবং তাহার বলে বলীয়ান্ হইয়া সেই প্রেমদাতার সহচর অনুচর হইয়া থাকিবে।

৪১। "বিজ্ঞান-সারথির্যস্তু মনঃপ্রগ্রহবান্নরঃ
সোঽধ্বনঃ পারমাপ্নোতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং॥"

বিজ্ঞান যাহার সারথী, মন যাহার বশীভূত সে সংসার-পথের পার সেই বিষ্ণুর পরম পদকে প্রাপ্ত হয়। তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততং।" সেই বিষ্ণুর পরম পদকে জ্ঞানীরা সর্ব্বদাই দেখেন, চক্ষু যেমন আকাশে বিস্তৃত বস্তু দেখে।

সেই আত্মাই কৃতাত্মা, সেই আত্মাই ভাগ্যবান্, যে রাহুমুক্ত চন্দ্রের ন্যায় নিষ্পাপ ও পবিত্র হইয়া, শরীরের অভিমান

পরিত্যাগ করিয়া পরমাত্মাতেই অবস্থিতি করে। সে রোগে কাতর হয় না; সে মৃত্যুতে ভয় পায় না; সে এখানে থাকিয়াই ব্রহ্মলোককে অনুভব করে, তাহার নিকট অনন্ত উন্নতির দ্বার উদ্ঘাটিত হয়, কোটি কোটি স্বর্গলোক দীপ্তি পাইতে থাকে। এ পারে তরঙ্গময় সংসার ও পারে প্রশান্ত ব্রহ্মলোক, মধ্যে স্বয়ং ঈশ্বর সেতুস্বরূপ হইয়া উভয়ের মর্য্যাদা রক্ষা করিতেছেন। এই সেতুকে লঙ্ঘন করিয়া ব্রহ্মলোকে উত্তীর্ণ হইতে না পারে দিন রাত্রি—না পারে জরা মৃত্যু শোক—না সুকৃত বা দুষ্কৃত; সকল প্রকার পাপ এখান হইতে প্রতিনিবৃত্ত হয়। নিষ্পাপ ব্রহ্মলোকে পাপের পরাক্রম নাই। মুক্ত আত্মা সংসারের পাপ-তাপ সংসারে রাখিয়া সংসারপার ব্রহ্মলোকে উত্তীর্ণ হন। সেখানে অন্ধ যে সে অনন্ধ হয়, পাপবিদ্ধ যে সে অপাপবিদ্ধ হয়, উপতাপী যে সে অনুপতাপী হয়। সেখানে রাত্রিও দিন হইয়া যায়, যেহেতুক ব্রহ্মলোক নিত্যই প্রকাশ—সে প্রকাশের অন্ত নাই।

"সসেতুর্বিধৃতিরেষাং লোকানামসম্ভেদায়। নৈনং সেতুমহোরাত্রে তরতঃ ন জরা ন মৃত্যুর্নশোকো ন সুকৃতং ন দুষ্কৃতং। সর্ব্বে পাপ্মানোঽতো নিবর্ত্তন্তে অপহতপাপ্মাহ্যেষ ব্রহ্মলোকঃ। তস্মাদ্বা এতং সেতুং তীর্ত্বা অন্ধঃ সন্ননন্ধোভবতি বিদ্ধঃ সন্নবিদ্ধোভবতি উপতাপী সন্ননুপতাপী ভবতি। তস্মাদ্বা এতং সেতুং তীর্ত্বাপি নক্তমহরেবাভিনিষ্পদ্যতে। সকৃদ্বিভাতোহ্যেবৈষ ব্রহ্মলোকঃ।"

ব্রাহ্মধর্ম্মের পূর্ব্ব পূর্ব্ব উপদেশ-সকল অনুসরণ করিয়া তোমাদিগকে আমার এই শেষ কথা উপহার দিলাম। তোমরা ইহা জীবনে পরিণত কর এবং অক্ষয় মুক্তি লাভ কর এই আমার প্রার্থনা।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরিঃ ওঁ।

ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষার্থী এক বালকের ঈশ্বর ধর্ম্ম ও পরকাল বিষয়ক প্রশ্নের উত্তর।

ঈশ্বর।

পরমেশ্বর আমাদের আত্মার অন্তরতম হইলেও আমাদের না না অন্ধতাবশতঃ তাঁহাকে দেখিতে পাই না। এখন তাঁহাকে দেখিতে পাই না বলিয়া আমরা চট্ করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া বসি যে তিনি নাই ইহা আমাদের ভারি ভ্রম। আমাদের এই ভ্রম দেখিলেই জগতের প্রত্যেক বস্তু যেন আমাদের উপহাস করিয়া উঠে—তুচ্ছ জ্ঞান করে—ঘোর বিরোধী হইয়া দাঁড়ায়।

চারিধারে এত যে বিচিত্রতা এত সৌন্দর্য্য বর্ত্তমান অথচ তাহার মূলে এক মধুর সামঞ্জস্য দেখিতে পাই। ইহাতে আমাদের মনে, জগতের মূলে যে এক মহান একতা আছে তাহা জাগিয়া উঠে। জগতের মূলে একতাই আদি—পূর্ণ। অনেকতা একতা-সাপেক্ষ। যদি অনেকতা থাকিত অথচ তাহার মূলে একতা বিদ্যমান না রহিত তাহা হইলে জগত বিশৃঙ্খল হইয়া ছারখার হইয়া যাইত; বৈচিত্র্য সৌন্দর্য্য একেবারে লোপ পাইত—কিছুই রহিত না।

বৈচিত্র্য সৌন্দর্য্য যেখানেই আছে সেখানেই একতার নিয়ম;—ব্যতিরেকে বিচিত্রতা সৌন্দর্য্য কদাপি তিষ্ঠিতে পারে না। এই বৈচিত্র্য সৌন্দর্য্যের আধার একতাই সেই জ্ঞানস্বরূপ প্রেমস্বরূপ পরমেশ্বর একমেবাদ্বিতীয়ং। তিনি আমাদের হৃদয়-রাজ্যের একমাত্র রাজা। তিনি আছেন বলিয়াই আমরা আছি। তিনি স্বয়ং স্বতন্ত্র, স্বাধীন, মুক্তস্বভাব পূর্ণ পুরুষ; এই হেতু তিনি আমাদিগকেও স্বাধীন করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন ও ক্রমাগত অপূর্ণাবস্থা হইতে পূর্ণতার দিকে লইয়া যাইতেছেন। তাঁহার সহিত আমাদিগের এককণামাত্র ব্যবধান নাই।

অপবিত্রতা আমাদিগকে সেই অব্যবধান দেখিতে দেয় না। সূর্য্যকিরণের দ্বারা এই পৃথিবীর জল যেমন প্রথমে আকাশে বাহিত হয় এবং বৃষ্টিরূপে পরিণত হইয়া এই পৃথিবীতেই পুনর্ব্বার পতিত হয় সেইরূপ আমরা তাঁহা হইতে উদ্ভূত হইয়া এখানে আসিয়াছি, আমরা তাঁহার প্রেমে দ্রবীভূত হইলে পুনরায় আমাদিগের তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ ও মিলন হইবে। যেমন বায়ু-শোষক যন্ত্রের দ্বারা একটা বৃহৎ পাত্র হইতে বায়ু শোষণ করিয়া যদি তাহার অভ্যন্তরে একটা বায়ুপূর্ণ শিশি স্থাপন করা যায় তাহা হইলে সেই শিশিমধ্যস্থ বায়ু পাত্রে বহির্ব্বায়ুর অভাব হেতু শিশিরূপ বাধা ভগ্ন চূর্ণ করিয়া বহির্ব্বায়ুর সহিত মিলিত হইতে চাহে সেইরূপ আমাদের আত্মা মোহবাধা ভাঙ্গিয়া পরমাত্মাতে মিলিত হইতে চাহে। তাঁহার সহিত আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। যে দিকে গমন করি, যে কোন কর্ম্ম করি সকলেতেই তাঁহার হস্ত প্রসারিত দেখি। যখন পর্ব্বতের শৃঙ্গে আরোহণ করি কিম্বা সমুদ্রতটে দণ্ডায়মান হই তখন আমাদের মনে যে একটী মহান ভাবের উদয় হয় ও তজ্জনিত যে অপূর্ব্ব আনন্দের উদয় হয় তাহার কারণ তিনি। সেই মহান পুরুষের ভাব আমাদের অন্তরে নিহিত আছে বলিয়াই সেই ভাবের সঙ্গে প্রকৃতির মধ্যে অণুমাত্র সামঞ্জস্য কোথাও দেখিলেই আমরা উচ্ছ্বসিত হইয়া পড়ি। প্রকৃতির মহত্তম হইতে ক্ষুদ্রতম বিষয় পর্য্যন্ত পর্য্যালোচনা করিলে তাঁহার সত্তার অনুপলব্ধি কিছুতেই হয় না, কেবল ইহাই মনে আইসে—

"যতো স দেবো জাগর্ত্তি ততোঽপি চেষ্টতে জগৎ।
চেৎ স্বপিতি শান্তাত্মা তদা সর্ব্বং প্রলীয়তে॥"

যে হেতু সেই পরমদেব জাগরিত রহিয়াছেন সেই হেতু জগৎ চেষ্টাবান রহিয়াছে। যদি তিনি নিদ্রিত হন তাহা হইলে সমুদয় জগতের প্রলয় উপস্থিত হয়।

গান।

রাগিণী মিশ্রকানাড়া।

আঁধার সকলি দেখি
তোমারে দেখিনা যবে।
ছলনা চাতুরী আসে
হৃদয়ে বিষাদ বাসে
তোমারে দেখিনা যবে,
তোমারে দেখিনা যবে।
এস এস প্রেমময়
ফুটন্ত হাসিটী ল'য়ে
এস মোর কাছে ধীরে
এই হৃদয় নিলয়ে।
ছাড়িব না তোমায় কভু
জনমে—জনমে আর
তোমায় রাখিয়া হৃদে
যাইব ভবের পার।

ধর্ম্ম।

মহান অনন্ত পুরুষকে লাভের জন্য আমরা হৃদয়-রাজ্যে যে নিয়মের প্রতিষ্ঠা করি সংক্ষেপতঃ তাহাই ধর্ম্ম। সে নিয়মের যত উৎকর্ষ সাধিত হইবে তত ধর্ম্মেরও মাধুর্য্য আমাদের অনুভূত হইবে,—পরমেশ্বর অদৃশ্য হইলেও আমাদের দৃশ্য জানিয়া চমকিত হইব। তখন একাকী নহি—এই কথাটাই আমাদের প্রাণে প্রতিধ্বনিত হইতে থাকিবে।

ধর্ম্মই মনুষ্যের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞান। এই বিজ্ঞান যাঁহার আয়ত্ত তাঁহার কখনই ঠিকে ভুল হয় না। গর্ব্ব অহঙ্কার তাঁহাকে খর্ব্ব করিতে পারে না; তিনি সকলকেই ভাই ভাই—নিকটস্থ দেখিতে পান। কারণ গর্ব্ব

অহঙ্কার বড় ঠিকে ভুল করে। গর্ব্বিত মনুষ্য স্বয়ং অন্য মনুষ্য হইতে অনেক দূরে অবস্থিতি করে, সেই দূর হইতে দৃষ্টি করাতে অপর মনুষ্যদিগকে তাহার অতি ক্ষুদ্র বলিয়া বোধ হয়; কিন্তু আশ্চর্য্য তখন সে ভুলিয়া থাকে যে সেই এক দূরত্বের জন্য তাহাকেও অপরদের নিকটে অতি ক্ষুদ্র দেখায়। যেখানে ধর্ম্মের যত প্রভাব সেখানে গর্ব্ব অহঙ্কার তিষ্ঠিতে পারে না, সেখানে পার্থক্য দূরত্বের প্রভাব নষ্ট হয়। ধর্ম্ম তাঁহার স্বকীয় গুণে সকলের সহিত সকলের মধুর যোগ সাধন করিয়া দেয়, বিয়োগ সাধন করে না। ধর্ম্ম প্রধান যোগী—যদি আমাদের যোগী হইবার ইচ্ছা হয়—বিয়োগ-দুঃখ পাইবার সাধ না থাকে তাহা হইলে আমাদের চিরকাল ধর্ম্মেরই আশ্রয়ে থাকা কর্ত্তব্য।

পরকাল।

সংক্ষেপতঃ—এই বর্ত্তমান টুকু ছাড়া আর সকলি পরকাল। এই মুহূর্ত্ত সময়ে যে বাঁচিয়া আছি তদ্ভিন্ন আর আমরা যতই বাঁচিবার ইচ্ছা করিব ততই আমাদিগের পরকাল হইতে পরকাল অতিক্রম করিয়া যাইতে হইবে। যতই অতিক্রম করিতে থাকিব ততই আমাদের দেহ ক্রমশঃ ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া মৃত্তিকাসাৎ হইয়া যাইবে ও ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য সাধনার্থে পুনরায় নব আকার ধারণ করিব।

কালকের উন্নতি যেমন আজকার উন্নতিকে অপেক্ষা করে; পরকালের উন্নতিও সেইরূপ ইহকালের উন্নতিকে অপেক্ষা করে। অতএব ইহকালের উপর আমাদের ভালরকম দৃষ্টি রাখিয়া চলিলে পরকালের বিষয় ভাবিতে হইবে না। ইহকালে আমরা সরল মানুষের মত যদি থাকি পরকালে আমরা তাহা হইলে দেবতারও* মত থাকিতে পারিব। যাহারা ইহকালকে শ্রদ্ধা করে তাহারাই বাস্তবিক পরকালকে শ্রদ্ধা করে।

শ্রী হি, না, ঠা,

সংশয়বাদের পরিণাম।

আজ কাল সভ্য জগতে সংশয়বাদের শ্রীবৃদ্ধি দেখিয়া অনেকে নিরাশ হইতেছেন—ভাবিতেছেন সংশয়বাদের পর ঘোর নাস্তিকতা আসিয়া লোকের হৃদয়কে অধিকার করিবে। কিন্তু মানব-হৃদয় নাস্তিকতার বিরোধী—নাস্তিকতার সহিত তাহার চির অবস্থিতি অসম্ভব। বর্ত্তমান সংশয়বাদ পূর্ণ আস্তিকতায়—পূর্ণ ঈশ্বর-প্রেমিকতায় পরিণত হইবে, ইহা আমাদিগের স্থির বিশ্বাস। আজ কালের সংশয়বাদ বর্ত্তমান সভ্য মানবমণ্ডলীর নিঃসংশয় রূপে ব্রহ্মজ্ঞান লাভের জন্য হৃদয়োদ্ভূত স্বাভাবিক প্রবল বাসনার অভিব্যক্তি মাত্র। সংশয়বাদীগণ বস্তুতঃ ঈশ্বরবিদ্বেষী নহেন—তাঁহারা ঈশ্বরকে জড় পদার্থের ন্যায় দর্শন ও স্পর্শ করিতে চাহেন, তাহা করিতে পারেন না বলিয়া তাঁহারা ঈশ্বর ও পারলৌকিক জগতের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ করেন। ঈশ্বর ও পরকালকে ইহাঁরা বিজ্ঞানের পরীক্ষার বিষয় করিতে চাহেন এবং তাহা করিতে পারিলে ইহাঁরা যে অতি উচ্চ শ্রেণীর ভক্ত হইতে পারিবেন তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। ঈশ্বর ও পরকালকে কখন ভৌতিক বিজ্ঞানের অধীন করা যাইবেক না বটে, কিন্তু ভৌতিক বিজ্ঞানের শীঘ্রই এতদূর উন্নতি হইবার চিহ্ন দেখা যাইতেছে যে তাহা আধ্যাত্মিক জগতের উচ্চতা ও ভৌতিক জগতের সহিত আধ্যাত্মিক জগতের পার্থক্য সুস্পষ্ট-

* লেখকের লিপিতে "সরল মানুষের" এই কথা ছিল।

রূপে প্রমাণ করিয়া সংশয়বাদীগণকে আধ্যাত্মিক শিক্ষার প্রধান উপায় যে আত্মোৎকর্ষ সাধন তাহাতে প্রবৃত্ত করিবে। ভৌতিক বিজ্ঞান যখন ঈশ্বরকে আনিয়া দিতে অক্ষম হইবে, এবং আধ্যাত্মিক জগতের অস্তিত্ব দেখাইয়া দিবে, তখন সংশয়বাদী মানব স্বীয় আত্মাতেই সেই আত্ম-স্বরূপকে অন্বেষণ করিতে বাধ্য হইবে এবং আত্মায় প্রাণের সহিত সেই পরমাত্মাকে অনুসন্ধান করিলে কাহারও চেষ্টা বিফল হইবে না। এইরূপে বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক সংশয়বাদ, পূর্ণ আস্তিকতায় অকপট গভীর ঈশ্বর-প্রেমিকতায় পরিণতি লাভ করিবে।

মহদ্বাক্য।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(২৬)

যে নিজে দরিদ্রের দুঃখ মোচনে যত্নবান না হইয়া কেবল ঈশ্বরকে তাহাদিগের দুঃখ মোচনের জন্য প্রার্থনা করে তাহার প্রার্থনা ঈশ্বর শুনেন না, এরূপ প্রার্থনায় স্বার্থপরতা ভিন্ন আর কিছুই প্রকাশ পায় না।

(২৭)

নিঃস্বার্থ ভাবে অন্যের মঙ্গল সাধন করিয়া আমরা আমাদিগের আত্মার মঙ্গল সাধন করিয়া থাকি, অন্যের উপকার করিয়া আপনার আত্মার পরমোপকার সাধন করিয়া থাকি। যিনি পরোপকারী তিনি এই সত্য স্পষ্ট উপলব্ধি করেন।

(২৮)

ধর্ম্মসাধনে ধন যতটুকু সাহায্য করে, ধনের ততটুকু মূল্য, ততটুকু গৌরব। তদ্ব্যতীত ধনের আর অন্য কোন গুণ বা মাহাত্ম্য নাই। ইহা বুঝিয়া জ্ঞানী ব্যক্তি ধনের ব্যবহার করিতে শিক্ষা করিবেন।

(২৯)

জীবনের পবিত্রতা ও হৃদয়ের নির্ম্মলতা অপেক্ষা বহুমূল্য ধন আর নাই।

(৩০)

সকলই মঙ্গলের জন্য, এবং যাহা কিছু মঙ্গলময় তাহাই সুন্দর।

(৩১)

অজ্ঞান অপেক্ষা অমঙ্গলকর পদার্থ আর নাই। অজ্ঞান হইতেই আমাদিগের সকল দুঃখ যন্ত্রণার উৎপত্তি।

(৩২)

যিনি প্রকৃতি হইতে শিক্ষা লাভ করিতে শিখিয়াছেন তাঁহার গ্রন্থের আবশ্যক নাই।

(৩৩)

মুক্তির জন্য নম্রতা বড় আবশ্যক। দুঃখের বিষয় অনেকে তাহা বুঝেন না।

(৩৪)

যে সৎ ও ধার্ম্মিক তাহার নিকট পৃথিবীর সকল স্থানই সুখ ও আনন্দে পূর্ণ।

(৩৫)

ঈশ্বর যাহার নির্ভরস্থল সে নির্ভয়, কিন্তু কয় ব্যক্তি ঈশ্বরকে নির্ভরস্থল করিতে পারেন?

(৩৬)

সত্য, ন্যায়, ও পবিত্রতা যাহার আনন্দের প্রস্রবণ, সে কখন নিরানন্দ হইবে না।

(৩৭)

নরকের অতি নিকৃষ্ট ও যন্ত্রণাময় প্রদেশ কপটীদিগের জন্য নির্দ্দিষ্ট আছে।

(৩৮)

আপনি আপনাকে ভয় করিতে শিক্ষা কর। আপনি আপনার দণ্ডকর্ত্তা ও ভৎর্সনাকারী হও।

(৩৯)

ন্যায় ও সত্যের পথ কোন মতেই পরিত্যাগ না করার নামই সাহস।

(৪০)

আমাদিগের চিন্তার উপর আমাদিগের স্বাভাবিক রিপুদিগের বড়ই প্রভাব। যাহার যে রিপু প্রবল, তাহার চিন্তা তদনুযায়ী হইতে দেখা যায়। চিন্তার উপর রিপুর প্রভাব দমন কর, আত্মা পবিত্র হইবে।

(৪১)

জীবনে যাহা ঘটিবে তাহা অবনত মস্তকে গ্রহণ করিবে, কিন্তু তাহা যতদূর মঙ্গলকর ও সুফলপ্রদ করা যায় তাহা করিতে ত্রুটি করিবে না।

(৪২)

সকল মনুষ্যের সহিত সদ্ভাবসূত্রে আবদ্ধ হও, কিন্তু তাহাদিগের পাপের সহিত চির-শত্রুতা নিবদ্ধ কর।